উপন্যাস

কল্পতরু ।

সৈয়দ আবদুল মতাকাব্বির
আবুল হাসন প্রণীত।

সন ১৩১৪।

ভূমিকা।

উপন্যাস কল্পতরু ভাষান্তরিত পুস্তক। মূল পুস্তক পারসি কালিলা দুমনা, আলেফ লায়লা প্রভৃতি গদ্যছন্দে উপন্যাস পরিপূর্ণ গ্রন্থের ন্যায় গদ্যপদ্যময়। ইহা লণ্ডন নগরীর ইণ্ডিয়া আফিসের পুস্তকালয়ে অতি যত্নের সহিত সংরক্ষিত। হিজরি ৭০৯ হিজরি, ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে একজন সুবিখ্যাত পারসিক কবি "সিন্ধবাদ নামা" নাম দিয়া সুললিত পদ্যে পারসি ভাষায় ইহা রচনা করেন, কিন্তু তাঁহার পরিচয় সম্যকরূপে পাওয়া যায় নাই। বহি খানার উপক্রমণিকায় "কর নাদে আলাশাহ" কথাটি লিখা আছে, ইহা হইতেই অবগত হওয়া যায় যে গ্রন্থকার ইরানের সুপ্রসিদ্ধ কবি মহাত্মা হাফিজ সিরাজির সমসাময়িক। সিন্ধবাদ নামটী দেখিয়াই যেন পাঠকবর্গ প্রতারিত না হন বা মনে না করেন যে, এই সিন্ধবাদ আরব্যোপন্যাসের সেই প্রসিদ্ধ নাবিক। কিন্তু ইনি ভারতবর্ষীয় একজন বিজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। বহিখানা গ্রীক, লাটিন, জর্মান, ফ্রেঞ্চ, হিব্রু প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদিত হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের অনেকজন বিদ্বান ও জ্ঞানী লোক ইহার ব্যাখ্যাও লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় ২জন লোকই ইহার প্রকৃত অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে প্রথমতঃ ৮৪১ খৃঃ মিঃ ফকনার (Fucner) জর্ণল অব দি রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে এই পুস্তকের একটী সমালোচনা প্রকাশিত করেন; দ্বিতীয়তঃ মিঃ

ক্লাউষ্টন (Clouston) ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ইহার আংশিক অনুবাদ প্রকাশ করেন। দুঃখের বিষয় মূল গ্রন্থ খানি ভারতবর্ষে দুষ্প্রাপ্য। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া আফিস লাইব্রেরিতে ও মূলগ্রন্থের কয়েক খানা পত্র পাওয়া যাইতেছে না; যেগুলি আছে তাহা সারগর্ভ। বহি খানাতে ১৭০ খানি পত্র আছে। আরব্যোপন্যাসের ন্যায় ইহাদ্বারাও প্রাচ্য রাজ্যের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা জ্ঞাত হইতে পারা যায়। পারশি ভাষাভিজ্ঞ লোকদিগের মধ্যেও হয়ত অনেকেই বহিখানা দেখেন নাই, এমন কি নামটীও শুনেন নাই বলিয়া বোধ হয়। ভারত গবর্ণমেণ্ট ইহার অন্য অনুবাদের জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। [illegible] ও আলোচ্য বলিয়া ইংলণ্ড দেশে ইহা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইরানের কবিগণের ইতিবৃত্তেও এই পুস্তকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পারস্যের মহাকবি ছাদি সিরাজি, যিনি ১২৯১ খৃঃ দেহত্যাগ করেন, তিনিই নিজের গ্রন্থাবলি মধ্যে এই "সিন্ধবাদনামার" উল্লেখ করিয়াছেন। দৌলত সাহ তৎকৃত তজ্‌কিরে দৌলত সাহি নামক গ্রন্থ মধ্যে লিখিয়াছেন যে, এই নামের একখানা বহি ৫২৭ হিজ্‌রতে আরজকি নামক একজন কবি রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানির মধ্যে অনেক কারুণ্যোদ্দীপক অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা আছে। ইহার কবিতাবলি মহাত্মা হাফিজ, সাদি নিজামি, আনওয়ারি, ফেরদৌসী অমর খৈয়াম প্রভৃতি মহাকবিগণের কাব্য হইতে কোনও অংশে হীন নহে। গ্রন্থকার কাব্য খানায় একশব্দকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করিয়া শব্দ জ্ঞান ও কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এই খানার কাহিনীর আরম্ভে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে লিখিয়াছেন "একে

...লাবিদাম ও আবদিন জাদ" অর্থাৎ একজন পারশি অধিবাসী যিনি পারস্য ভাষা সুললিত ভাবে বলিতেন, তিনি মূলে আরব দেশীয় ছিলেন; এই কবিতাংশ হইতে মিঃ ফকনার বলেন যে, মূল কাহিনী একজন আরব বাসী পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু একজন ফরাসী দেশীয় ঐতিহাসিক বলেন যে, মূল কাহিনী সংস্কৃত ভাষা হইতে পারস্য ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে। চিন্তা করিলে ইহাই লক্ষিত হয় যে, ঐ পুস্তকের গল্পাবলি ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই বিশেষরূপে উল্লিখিত। সুতরাং ভারতে বাস করিয়া পারশিক কবি যে ভারতীয় উপাদান ভাব ও সংস্কৃত ভাষা হইতে কঙ্কাল সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ কি? তবে এস্থলে যে সকল প্রত্নতত্ত্ব আলোচনীয় নহে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহা নির্ণয় করিতে পারিবেন। যাহা হউক, উল্লিখিত পার্শি পুস্তকের ছায়া অবলম্বনেই বঙ্গ ভাষাতে ভ্রাতৃগণের চিত্তবিনোদনার্থে এই উপন্যাস কল্পতরু লিখিত হইয়াছে। এ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হওয়া গিয়াছে, তাহা পরাৎপর পরমেশ্বরই জানেন। পার্শি ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাহাতে এই বিলুপ্ত প্রায় গ্রন্থ খানার মন্দ ও নীতি পূর্ণ গল্পাদি পাঠ করিয়া মূল গ্রন্থ খানার ভাব ও উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, উপন্যাস-কল্পতরুর ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য। গ্রন্থকারের জ্ঞান অতি সামান্য, বিশেষতঃ ইহাই তাহার প্রথম উদ্যম। সুতরাং ইহাতে বহুবিধ ভ্রম ও দোষ পরিলক্ষিত হইবে। সহৃদয় গুণজ্ঞ পাঠকগণ নিজগুণে তাহা ক্ষমা করিয়া, অনুগ্রহ পূর্ব্বক দোষ প্রদর্শন করিলে, বারান্তরে সংশোধন করিয়া দেওয়া হইবে। এই পুস্তক [illegible] লীপি করিতে

ও [illegible] ভাষার অনুবাদ ক্রমে গদ্য ও পদ্যে সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার এরূপ সুবিস্তৃত যে এতাদৃশ ক্ষুদ্র গ্রন্থে তদন্তর্গত রত্ন-রাজির সমাবেশ কদাচ সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ এই কার্য্য এত গুরুতর যে তাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধি গ্রন্থকারের তাহাতে প্রতিপদে পদস্খলন সম্পূর্ণ সম্ভব।

কৃতজ্ঞতা সহ জানান যাইতেছে যে সায়েস্তাগঞ্জ মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু রজনীচন্দ্র কাব্যরঞ্জন এবং ভূতপূর্ব্ব হেড পণ্ডিত গুরুচরণ বাবু পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক যথাক্রমে বালকদিগের গদ্য ও পদ্যাংশের স্থানে স্থানে ভাষা সংশোধন করিয়া দিয়া গ্রন্থপ্রণয়নের আশাতীত সাহায্য করিয়াছেন।

বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গ্রন্থখানা প্রকাশিত হইল। নানা কারণে ইহাতে অনেক ভ্রম প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে, সুধী পাঠকবর্গ দোষ ভাগ পরিত্যাগ করিয়া যদি ইহা পাঠে বিন্দুমাত্রও তৃপ্তিলাভ করেন, তাহা হইলেই গ্রন্থকারের সমস্ত শ্রম সফল হইবে।

শঙ্করপুর, শ্রীহট্ট।
১৩১৪ সাল।

গ্রন্থকার।

কুসুমের স্কন্ধ বিদারিয়া গন্ধ যেমত জানায় নহে;
সে মত যে জন ভাবে অনুক্ষণ সর্ব্বকালে সর্ব্বেশ্বরে;
আপন কমলা তৃণসম বৃথা ভাবিয়া বিষয় ভীত,
ভগবান্ প্রীতি পায় সেই নীতি তাহার জন্মের [illegible]।

উপন্যাস কল্পতরু।

পুরাকালে ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ তুর্কীয়বংশে আবুরহমৎনামক এক অতি সম্ভ্রান্ত নৃপতি জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। রাজনীতি, সমরনীতি, উচ্চ-শিক্ষা প্রভৃতিতে তিনি বিশিষ্টরূপে ব্যুৎপন্ন ছিলেন; এমন কি বিদ্যাবুদ্ধিতে তৎকালীন খ্যাতনামা পণ্ডিতগণও তাঁহার নিকট পরাভব স্বীকার করিতেন। সুবিচার ও সুনিয়মে রাজ্য-শাসন, অপত্যনির্বিশেষে প্রজা-পালন, এ সকল কথা তাঁহার শাসন সময়ে বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইত না। তিনি একদিকে যেমন স্বচক্ষে রাজ্যাভ্যন্তরস্থ সমুদয় কার্য্য পরিদর্শন করিয়া স্বকীয় পরিণাম-দর্শিতা ও অসামান্য উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনই সুবিস্তৃত চীনদেশ হইতে সুদূর আবিসিনিয়া ও কনষ্টাণ্টিনোপল পর্য্যন্ত সমস্ত জনপদে আপন বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া অপরিমেয় শৌর্য্য ও বীর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের সমস্ত প্রকৃতিপুঞ্জের অকৃত্রিম ভক্তি ও আন্তরিক প্রীতি-বাহুল্যই তদীয় প্রজাবাৎসল্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে। ফলতঃ তৎকালে সর্ব্ব-বিষয়ে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারিত। কিন্তু এই প্রভূত রাজ-সম্পদ, শতসহস্র ক্রীত দাসদাসী, ভুবন-গৌরব প্রবল প্রতাপ, অতুলনীয় সম্ভ্রম-প্রতিপত্তি প্রভৃতির অপূর্ব্ব সমাবেশ সত্ত্বেও তিনি কদাপি নিশ্চিন্ত-ভাবে কালাতিপাত করিতে,

সমর্থ হন নাই। একটী মাত্র অভাব অসদ্ভাবে তিনি জগতের অতি দুঃখী হইতেও আপনাকে হীনতর মনে করিতেন। সে অভাব অপত্যাভাব।

ফলতঃ নরপতি পুত্র-মুখ-দর্শনে বঞ্চিত হওয়ায়, দিবাশর্ব্বরী চিন্তানলে বিদগ্ধ-হৃদয় হইয়া অতিমাত্র বিমর্ষভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি কত নিশীথে বিনিদ্র-ভাবে করপুটে মুখাচ্ছাদনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিতেন,—

"নয়ন আনন্দকর, বার্দ্ধক্যে সহচর,
পুত্রধনে বঞ্চিত করিয়ে,
সুখের সংসার বিধি, শ্মশান করিলে যদি,
বল হৃদি বুঝাব কি দিয়ে?"

তিনি কত দিন মনে মনে ভাবিতেন,—"আমারতো ভব-খেলা সাঙ্গ প্রায়; দেহ-তরণী ক্রমেই জীর্ণতর হইতে চলিয়াছে, অদ্যাবধি যদি আমি অপত্য মুখ দর্শন করিতে না পাইলাম, তবে আর অসার রাজত্বভোগের দীর্ঘত্বসম্পাদনে তৎপর হওয়ায় আমার কি প্রয়োজন? নৃপতি এবংপ্রকার চিন্তাপরম্পরায় সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া, অবশেষে ক্রমে ক্রমে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের চেষ্টা করিয়া দিবসের অধিকাংশ সময় ভগবদারাধনায় নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার তদানীন্তন অবস্থা-বর্ণন-প্রসঙ্গে সভায় রাজ-কবি লিখিয়াছিলেন,—

"প্রবল প্রতাপাযুত, প্রভূত মহিমান্বিত,
বিষয়ে আসক্ত তুর্কীরাজ,—
একের অভাবে হায়, ত্যজিলেন সমুদায়,—
দূরে কেলি অভিনয়-সাজ।"

এ দিকে একাগ্রসাধনায় অনতিবিলম্বে নৃপতির ভক্তিলতা ফলবতী হইল ; রাজা অচিরে এক সুদর্শন পুত্র-রত্ন-লাভে কৃতার্থ হইলেন। ফলতঃ তাঁহার ঐকান্তিক করুণ ক্রন্দন যেন সদাই পরমেশ্বরের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইল—"ঈশ্বরোপাসনা সৌভাগ্যমন্দিরের সুপ্রশস্ত দ্বার স্বরূপ।" যাহাই হউক, রাজপুত্রের জন্মোপলক্ষ্যে সমগ্র রাজ্য মধ্যে, ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত সহরে ও প্রশস্ত পল্লীগ্রামসমূহে মহা আনন্দ ধ্বনি সমুত্থিত হইল। পুত্রলাভে প্রফুল্লচিত্ত নরপতি সুযোগ্যা কতিপয় ধাত্রী নির্বাচিত করণান্তর তাহাদিগের প্রতি নবজাত সন্তানের সমুদায় লালন পালন-ভার অর্পণ করিলেন। অনন্তর বিচক্ষণ নরপাল, স্বীয় সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাগ্য সম্বন্ধে কিছু সম্যক জ্ঞানলাভ মানসে, তদীয় জন্ম পত্রিকা প্রস্তুতার্থে, সুপ্রসিদ্ধ কতিপয় রাজ-দৈবজ্ঞকে আহ্বান করেন। তাঁহারা সেই অতুল মহিমান্বিত মহারাজের অনুজ্ঞা শিরোধার্য্য পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎই রাজপুত্রের ভাগ্যসম্বলিত একখানি জন্ম-পত্রিকা তৎসমীপে উপস্থাপিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! আপনার পুত্র কালে একজন প্রবলপ্রতাপান্বিত মহীপাল হইবেন, এবং ভুজদণ্ড-প্রতাপে চতুর্দ্দিক বিকম্পিত এবং পৃথিবীর পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিক পর্য্যন্ত একচ্ছত্র ভূপাল হইয়া অলঙ্ঘ্য শাসনে রাজ্যোপভোগ করিবেন। প্রখর সূর্য্যকিরণসদৃশ তাঁহার প্রচণ্ড তরবারি মহাতেজে দ্যোতিত হইয়া অবলীলাক্রমে সমগ্র ভারতভূমি কুমারের করতলগত করণান্তর সমসাময়িক রাজন্যবর্গের সমস্ত গর্ব্ব খর্ব্ব করিবে। কিন্তু মহারাজ! এতদ্রূপ দুর্দ্ধর্ষ ক্ষমতা ও বিপুল সম্পত্তির উপভোগ সত্ত্বেও তাঁহার অদৃষ্টে এক সময়ে "মহাদুঃখ-

ভোগ-লিপি অঙ্কিত রহিয়াছে।” তথাপি মহারাজ, ইহাতে আপনার পক্ষে দুঃখিত হইবার কোনই কারণ নাই; যেহেতু এ জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ কাহারও ভাগ্যে কদাপি ঘটে না। নীতিকারগণ স্পষ্টই বলিয়াছেন—

“সুখস্যানন্তরম্ দুঃখম্ দুঃখস্যানন্তরম্ সুখম্
চক্রবৎপরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।”

এবংপ্রকার বচন-পরম্পরায় ন্যায়-নিষ্ঠ মহীপতি যুগপৎ সুখ-দুঃখ-সংশ্লিষ্টহৃদয়ে জ্যোতির্ব্বিদগণের যথাযোগ্য সমাদর করিয়া তাহাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিলেন। বহুদিবসাবধি মঙ্গলোৎসবে রাজপুরী ইন্দ্রপুরীতুল্য শোভা ধারণ করিয়া রহিল; অতঃপর সর্ব্ববিষয়াভিজ্ঞ তীক্ষ্ণদর্শী মহারাজ নিজ নন্দনের কীদৃশী সেবা শুশ্রূষা হইতেছে নিজেই তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এদিকে উপযুক্ত ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে রাজপুত্র দিনে দিনে শশি-কলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া যখন দশম বর্ষে উপনীত হইলেন, তখন সেই সুবুদ্ধি আব্রহম্‌ঃ কুমারের শিক্ষার্থে একজন অতি বিচক্ষণ বহুদর্শী অধ্যাপক নিয়োজিত করিলেন। শিক্ষার এমনই মহাত্ম্য, ইহা কাণ্ডজ্ঞানপরিশূন্য পশুতুল্য অপদার্থ ব্যক্তিকেও লোকপূজ্য দেবতায় পরিণত করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এক্ষেত্রে শিক্ষা-বৃক্ষ আকাঙ্ক্ষানুরূপ ফল ফলিতে পারিল না। শিক্ষক মহাশয় সহস্র চেষ্টা করিয়া, বিশিষ্ট সাবধানতা অবলম্বনেও উপযুক্ত কালে কুমারের শিক্ষার উন্নতি বিধানে সফলকাম হইতে পারিলেন না। একদিন শিক্ষক মহাশয় রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“বৎস! বলত অগ্নি শব্দের অর্থ কি?” রাজ-কুমার উত্তর করিলেন অগ্নি শব্দের অর্থ “উজন”। শিক্ষাগুরু

পুনশ্চ 'রাত্রি কাহাকে বলে' এই বলিয়া আর একটা প্রশ্ন করিলেন। রাজপুত্র, "রাত্রি চন্দ্রকে বলে" বলিয়া শিক্ষক মহাশয়কে উত্তর করিলেন। সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ মহারাজ, স্বপুত্রের এবংপ্রকার পাণ্ডিত্য শক্তির বিষয় অবগত হইতে পারিয়া বড়ই ভগ্নাশ হইলেন। তাঁহার আশা ছিল, পুত্র সুশিক্ষিত ও নানা সদ্গুণালঙ্কৃত হইয়া কালক্রমে তদীয় যশোরাশি সূর্য্যরশ্মির ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিবেন এবং দীপ্তিমান মধ্য-মণির ন্যায় প্রতিভায় সমুদয় দেশ সুন্দররূপে উদ্ভাসিত করিবেন। কিন্তু কুমারের মূর্খতায় নৃপতির আশা মরীচিকায় পরিণত হইল। আপন পুত্রের ঈদৃশী অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করতঃ সেই সার্ব্বভৌম সম্রাট তাঁহার রাজত্বের বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকদিগকে একত্র করিয়া এ বিষয়ের পরামর্শকরণার্থ এক প্রকাশ্য সভার আহ্বান করিলেন। তিনি জানিতেন:—

> "পরামর্শ বিনা কার্য্য ভাল নাহি হয়।
> সকল কাজে পরামর্শ যুক্তি যুক্ত হয়"॥

আহূত ব্যক্তিগণ সভাস্থলে সম্রাট মুখ হইতে তদীয় পুত্রের সমস্ত বিবরণ অবগত হইলে মহারাজ পুনরপি বলিলেন, "জানি না, কোন্ পাপে আমাকে এত দুর্গতি ভোগকরিতে হইতেছে। কোন নাবিক এক অর্ণবযানের কর্ণধারকে এই বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন যে, সমস্ত বিষয়ই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত। আপন অবস্থায় সকলেরই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকা ধর্ম্মসঙ্গত।" আমার বোধ হয়, আমি তদনুযায়ী কার্য্য না করিয়া বারংবার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করায় আমাকে এই নিদারুণ মর্ম্মযাতনা ভোগ করিতে হইতেছে। যদি আমি বিধাতার নিকট সন্তান

সেরূপ কামনা না করিতাম, তাহা হইলে আমার ভালই হইত ; অধুনা "পুত্র মূর্খ" ইহা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া সর্ব্বদাই আমার মনকে বিষণ্ণ রাখিবে এবং আমি লোকলজ্জায় কাহারও নিকটে আর আত্মপ্রকাশ করিতেও সমর্থ হইব না আমার পুত্র এতদিন যাবৎ অধ্যয়ন করিয়াও 'কিঞ্চিন্মাত্র শিক্ষালাভ করিতে পারিল না,' ইহা অপেক্ষা গভীর পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে ?" সভাসদ্‌গণ ! আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে ; এক্ষণে, দ্বিতীয়বারে কুমারের অধ্যয়ন সম্বন্ধে আপনারা সুযুক্তি প্রদান করুন। মহারাজের এবম্বিধ চিন্তাব্যঞ্জক বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া রাজ্যের প্রধান প্রধান সভাসদ্‌বর্গ পরামর্শ করিয়া ইহাই অবধারণ করিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্ত্ববাদ-নামক সুপ্রসিদ্ধ সুবক্ষণ দার্শনিক পণ্ডিতই কুমারের শিক্ষা প্রদানে সমর্থ হইবেন। তদনুসারে তাঁহারা সেই সুদক্ষ পণ্ডিতকে বলিলেন, মহাশয় আপনিই রাজপুত্রের শিক্ষকতা কার্য্যের একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। মূর্খত্ব অপনোদন করিয়া তাঁহার মানসক্ষেত্রে জ্ঞান-বীজ বপন করিতে একমাত্র আপনিই সমর্থ হইবেন। আপনি ভিন্ন অজ্ঞানতমসাবৃত এই রাজতনয়কে জ্ঞানালোকে আনয়ন করিবার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে কাহারও নাই। আশাকরি, সমবেত সকলের অনুরোধে আপনি তাঁহাকে সুশিক্ষিত, সুচতুর পুরুষরূপে বিশাল [illegible] বার জন্য সচেষ্ট হইতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। [illegible] দর্শী সিন্ধুবাদ প্রত্যুত্তরে বিনীতভাবে [illegible] দিগকে [illegible] করিয়া বলিলেন, "আপনারা [illegible] বেন আমা [illegible] অতীব ন্যায়সঙ্গত [illegible] [illegible] করিতেছেন [illegible] [illegible]

প্রায় কি প্রকার! আপনারা কি আমাকে গল্পোল্লিখিত মর্কটের অবস্থাপন্ন দেখিতে অভিলাষী হইয়াছেন? আপনারা কি শৃগাল ও বানরের গল্পের বানরের কথা অবগত নহেন? একথা বলিয়া সিন্ধুবাদ বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

শৃগাল ও বানরের গল্প।

একদা কোন এক বৃদ্ধ শৃগাল খাদ্য অনুসন্ধানক্রমে কোন রাজবাটীর এক পার্শ্ব দিয়া গমন করিতেছিল। কিছু দূর যাইতেই শৃগাল দেখিতে পাইল পথিপার্শ্বে একটা সুদৃশ্য বৃহৎ মৎস্য নিপতিত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না; সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল "আজ আমার কি সৌভাগ্য! আজ আমার অনুসন্ধান বৃথা হয় নাই, করুণাময় পরমেশ্বর দয়া করিয়া আমার জন্য আজ স্থলেই মৎস্যের যোগাড় করিয়া দিয়াছেন। এখন আমি উহা অনতিবিলম্বে ভক্ষণ করিতে পারি।" এইরূপ ভাবিয়া সে পদমাত্র অগ্রসর না হইতেই পুনরায় নিজ মনে বলিতে লাগিল, এ ঘটনা কিন্তু বড়ই বিস্ময়জনক, নিকটে কোন জলাশয় নাই অথবা মৎস্য ব্যবসায়ীর কোন দোকান নাই, এমতাবস্থায় এ মৎস্যের আবির্ভাব সংশয়োদ্দীপক সন্দেহ নাই। বোধ হয় ইহার মূলে অবশ্যই কোন রহস্য নিহিত আছে। ইহার দিকে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে এতদ্বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেননা

ইহকাল সুখ কিংবা পরকাল সুখ।
অনায়াস-লভ্য নহে, এই দুই সুখ॥
অবশ্য দেখিতে হবে বিবেক বিধানে।
ঘটনার প্রতিবিম্ব চিন্তা-দরপণে॥

এবংপ্রকার চিন্তার পর অগত্যা মৎস্যটিকে ত্যাগ করিয়া সেই শৃগাল ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলে অকস্মাৎ পথিমধ্যে এক বানরের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। ধূর্ত্ত শৃগাল ইহাতে বড়ই আনন্দিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এই মর্কটকে প্রতারণা করিয়া তাহা হইতেই স্বার্থসিদ্ধ করিতে হইবে।"

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া অত্যন্ত সম্ভ্রম সহকারে তাহাকে সম্মান-সূচক একটী প্রণাম জানাইয়া শৃগাল বলিল, মহাত্মন্! এ দাস আপনার পদাশ্রিত। আপনি দয়া করিয়া যদি এ দাসের একটা কথা রক্ষা করেন, তাহা হইলে দাস বড়ই কৃতার্থ হয়। বানর এরূপ অযাচিতসম্মানে নিতান্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিল "কি কথা হে শৃগাল?" শৃগাল বলিতে আরম্ভ করিল, মহাশয়! গো, মেষ, ছাগ, অশ্ব ও গর্দ্দভ প্রভৃতি নিরীহ আরণ্য জন্তু আপনাকে সর্ব্বোপরি সিংহাসন দিতে প্রস্তাব করিয়াছেন; কারণ, আপনি ভিন্ন কেহ দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্রের অত্যাচার হইতে এ কাননের এই সমস্ত পশুদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। হিংস্র ব্যাঘ্র প্রত্যহই একটী না একটী পশু হনন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেছে না। অতএব তাঁহারা সকলেই একযোগে তাঁহাদের আবেদন আমাদ্বারা জানাইতে ইচ্ছুক হইয়া, আমাকেই মহাশয়ের সকাশে পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই আপনার অপেক্ষায় রাজ-বর্ত্মে অপেক্ষা করিতেছেন। তাহারা অদ্যই মহাশয়ের মস্তকে রাজ-মুকুট প্রদান করিয়া চিরকৃতার্থ হইবেন। সেই নির্ব্বোধ শাখামৃগ স্বার্থোদ্ধার-রত প্রবঞ্চক শৃগালের বাক্যপ্রপঞ্চে বিমুগ্ধ হইয়া শৃগাল সমভিব্যাহারে যে স্থানে মৎস্যটী পতিত ছিল সেই স্থানে উপস্থিত হইলে কুশলী শৃগাল তখন প্রতারণাপূর্ব্বক রাজপদাকাঙ্ক্ষী বানরকে পূর্ব্বোক্ত

মৎস্যটী দেখাইয়া কহিল,—রাজন, এই যে খাদ্য দেখা যাইতেছে ইহা তাদৃশ পশু-রাজেরই উপযুক্ত। মহাশয়ের গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ইহাতে অন্য কাহারও হস্তক্ষেপ করা অতীব অন্যায়। অতএব অবিলম্বে ইহার সদ্গতি বিধান করুন। ইহা শুনিয়া আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া মর্কট মৎস্যটীর নিকটবর্ত্তী হইয়াই তাড়াতাড়ি উহাকে মুখে ধারণ করিল। বস্তুতঃ উক্ত মৎস্যটী জনৈক ধীবরকর্ত্তৃক কৌশল-পূর্ব্বক আপন জাল-মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং মর্কট মৎস্যভোজনে তৎক্ষণাৎ জালসংবদ্ধ হইল। ধূর্ত্ত শৃগাল স্বীয় কৌশলজালের অমোঘ ফল দর্শন করিয়া পালাইয়া অথ মর্কটের মুখচ্যুত মৎস্যটী সত্বরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল। ধূর্ত্ত শৃগাল এইরূপেই বানরকে বিপন্ন করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইয়াছিল। গল্পটী শ্রবণ করিয়া উক্ত জ্ঞানগুণী সর্ব্বশাস্ত্রবিচক্ষণ পণ্ডিত প্রবর সিন্ধুবাদকে আবার বলিতে লাগিলেন, বিজ্ঞবর! আমরা আপনার সহিত কোন প্রকারে তর্ক করিতেছি না। শিক্ষাদান-প্রণালী আপনি বিশদভাবে অবগত আছেন। বিশেষতঃ আপনি একজন সুবিদ্বান ও সযুক্তিক ব্যক্তি, সুতরাং উপস্থিত কার্য্যে আপনিই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত এ বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ হইতে পারে না। জলনিধি সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদ পরিমিত জল যেরূপ অকিঞ্চিৎকর, অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতের তুলনায় বালুকাকণা যেরূপ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, মহাকাশের সঙ্গে ঘটাকাশের তুলনা যেরূপ অসম্ভব, আপনার অসীম জ্ঞানমহার্ণবের পক্ষে আমাদের এই সামান্য জ্ঞান-গোষ্পদও তদ্রূপই। কিন্তু বিদ্যা-বিভূষিত বিনম্র সিন্ধুবাদ এ সকল কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, আপনারা অকারণ আমাকে

প্রশংসা করিতেছেন। আমি আপনাদেরই সহাধ্যায়ী; আমি আপনাদিগহইতে কোন্ বিষয় অধিকতর অধ্যয়ন করিয়াছি? বিদ্যাবুদ্ধিতে আমরা সকলেই সমান, অকারণ প্রশংসায় আপনারা আমাকে কেন লজ্জিত করিতেছেন?

রাজপুত্রকে শিক্ষা দেওয়া উৎকৃষ্ট কার্য্য বটে এবং ইহাতে নিষ্কাম হইতে পারিলে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কার পাইবার আশাও আছে সত্য; কিন্তু ক্ষেত্রভেদে উহা যে বড়ই দুরূহ ব্যাপার তাহা আপনারা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। নতুবা আপনাদের মধ্যে কেহ এই রাজপুত্রের শিক্ষা-ভার বহন না করিয়া আমাকেই কেন এ ভারবহনে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন? আপনারা কেন উপদেশমূলক নিম্নোক্ত উপাখ্যানদ্বয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বদাই আমার প্রশংসা করিতেছেন?

ব্যাঘ্রদাস, শৃগাল ও উষ্ট্রের গল্প।

সিন্ধুবাদ পুনঃ বলিতে লাগিলেন :—

"একদা কোন বনে এক ব্যাঘ্র-দাস, এক শৃগাল ও একটী উষ্ট্র মিলিত হইল। অল্প দিনেই তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত সৌহার্দ্দ জন্মিল। এমন কি কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। কোন এক স্থানে যাইতে হইলে তাহারা তিনটীতেই একসঙ্গে গমন করিত। একদা তাহারা কোথাও যাইবার সময় পাথেয় [illegible] একখণ্ড রুটিকা মাত্র সঙ্গে লইয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে অগ্রসর [illegible]। কিন্তু অধিক দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই

রৌদ্রোত্তাপে তপ্ত হইয়া প্রাণিত্রয় একটী জলাশয়ের নিকটে বিশ্রাম ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে আহার করিবার জন্য উপস্থিত হইল। তাহাদের গৃহীত রুটিকাখণ্ডে একটী প্রাণীর ও সুন্দররূপে উদরপূর্ত্তি হইবার সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া, তাহাদের মধ্যে যে বয়সে বড় হইবে সেই এই রুটিকাখণ্ড উদরসাৎ করিবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল। তখন ব্যাঘ্রদাস বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, আমিই সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ; কারণ ভারতীয় পারসীক ও তুরস্ক দেশীয় লোকবৃন্দ ইহা জানেন যে, যখন পরমেশ্বর ছয় দিবসের মধ্যে স্থাবর জঙ্গমাত্মক পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন আমি মাতৃগর্ভে ছিলাম; সপ্তম দিবসে বাহির হইয়া আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম। সুতরাং এই রুটিতে সর্ব্বাগ্রে আমারই বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছে সন্দেহ নাই। ইহা শুনিয়া প্রত্যুৎপন্নমতি, ধূর্ত্ত শৃগাল অবিলম্বে বলিয়া উঠিল, সত্য বটে। তুমি যাহা বলিতেছ তাহাতে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নাই; কিন্তু ভাবিয়া দেখ, তুমি যে রাত্রিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে সেই রাত্রিতে আমিই তদীয় মাতৃসমীপে উপস্থিত থাকিয়া, যাহাতে তুমি অন্ধকারে কষ্ট না পাও তজ্জন্য প্রদীপ জ্বালিয়া ও তোমার মাতার শিরোভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া সমস্ত রাত্রি ধাত্রীর কার্য্য সম্পাদন দ্বারা তোমার যথেষ্ট উপকারসাধন করিয়াছিলাম। সেই সূত্রে এই রুটীতে তোমাপেক্ষা আমারই অধিকতর স্বত্ব জন্মিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।” উভয়ের এইরূপ কথাবার্ত্তা শ্রবণগোচর করিয়া নিরীহ উষ্ট্র মনে মনে ভাবিতে লাগিল; প্রতারণা ব্যতীত এই প্রতারকদের সঙ্গে পারিয়া উঠিবার যো নাই। নীতিকার যথার্থই বলিয়াছেন—“সারল্যং সরলে কুর্য্যাৎ শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।” এই ভাবিয়া সে সহসা

[illegible] ও শৃগালের অধস্তনে [illegible] দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিল। "অনর্থক বাগ্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন? বয়সের অপলাপ কখনই সম্ভবপর নহে। সত্য যেরূপ আছে চিরদিন সেই ভাবেই থাকিবে। আমার এই সুদীর্ঘ গ্রীবা, সমুচ্চ পদচতুষ্টয় ও এই সুবৃহৎ কটিদেশ দেখিয়াও কে আমার বয়োবৃদ্ধতার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারিবে? আমি তোমাদিগের মধ্যে বৃদ্ধতম, ইহা স্বতঃ স্বীকার্য্য।" এই বলিয়া সে উভয়ের সম্মুখেই রুটিকা উদরস্থ করিয়া ফেলিল। এইরূপে গল্প সমাপ্ত করিয়া সিন্দবাদ বলিতে লাগিলেন, স্বার্থের সংঘর্ষণ যতক্ষণ উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ অনেক বন্ধুকে উচ্চাসন প্রদান করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা প্রকাশ করেন না, কিন্তু স্বার্থের প্রশ্ন উত্থাপিত হইবামাত্র প্রায় সকলেই অসংকোচে স্বীয় স্বত্ব সমর্থন করেন। বন্ধুগণ! এ ক্ষেত্রে এ দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ প্রযোজ্য নহে সত্য, কারণ আমি স্বয়ংই এ উচ্চ পদ গ্রহণে অসম্মত; তথাপি গল্পটী উপদেশ মূলক বলিয়া আমি এস্থলে ইহার উল্লেখ করিলাম।" পরিণামদর্শী সুধীবর সিন্দবাদের এই গল্পটী শ্রবণ করিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহার বুদ্ধিমত্তার ও গভীর জ্ঞানের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মহাত্মন! আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে সত্য হইতে পারে, কিন্তু আমরা সমপাঠী বলিয়া একরূপ শিক্ষা ও উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকিলেও, নিশ্চিত জানি যে, বুদ্ধি ও নীতিশাস্ত্রে আমরা কোন অংশেই আপনার তুল্য নহি।"

[illegible] ইহা অবগত আছেন যে, বুদ্ধিমান ও নীতিশাস্ত্রে [illegible] হইলেও, কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য কেবল বিদ্যাবুদ্ধি [illegible] দ্বারা চেষ্টা [illegible] বৃথা। প্রবাদ আছে;—

বুদ্ধিহীন বিদ্যা নহে যশের কারণ,
গুণহীন ধনু সাধে কোন্ প্রয়োজন ?

এজন্যই আমাদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আপনি স্বয়ং কুমারের শিক্ষাদানরূপ গুরুভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করুন। এক্ষণে সিন্ধুবাদ বারংবার বুধমণ্ডলীর অনুরোধ লঙ্ঘন করা যুক্তিযুক্ত নহে মনে ভাবিয়া শিক্ষাদানে সম্মত হইলে, সুবিচারক মহারাজ উক্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের কথানুসারে পুরাতন অধ্যাপকগণের পরিবর্ত্তে সেই সর্ব্ব-জন-প্রিয় সুবিখ্যাত পণ্ডিত, সিন্ধুবাদকেই স্বীয় তনয়ের শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। পরিণাম-দর্শী সিন্ধুবাদ অবস্থাবিবেচনায় পূর্ব্বাহ্ণে মহীপতির সন্নিকটে বিশেষ বিনয়সহকারে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! রাজকুমার এত দিবসের শিক্ষায়ও যখন বুদ্ধিমান, এবং নীতিজ্ঞ না হইয়া বরং মূর্খ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তখন আপাততঃ তাঁহার মূর্খতাদোষের সংশোধন-কল্পেও কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইবার সম্ভাবনা। কারণ অশিক্ষিত অপেক্ষা কু-শিক্ষিতের সংশোধনব্যাপার অধিকতর আয়াসসাধ্য। অতএব মহারাজ! এ অবস্থায় অল্পদিনমধ্যেই পূর্ব্ব শিক্ষকগণের ন্যায় আমাকেও দূরীভূত করিবেন না। ফলতঃ রাজকুমারের চরিত্রের পরিবর্ত্তনসাধন নিতান্তই সময়সাপেক্ষ। আমার বিনীত অনুরোধ, সহসা আমাকে অপটু স্থির করিয়া কাশ্মীরাধিপতির হস্তি-রক্ষকের অবস্থায় নিপাতিত করিবেন না। রাজা বলিলেন, সে কিরূপ ?

সিদ্ধবাদ[illegible]তে [illegible] [illegible] দেশীয় প্রথম [illegible]

কাশ্মীরাধিপতি ও এক মাহুতের গল্প।

কাশ্মীরের যুবরাজ একসময়ে তদীয় পিতৃপদে একটী সুবৃহৎ হস্তী উপঢৌকন প্রদান করেন। উক্ত হস্তীর বিশালদেহ ক্ষুদ্র [illegible]-সমান উন্নত ছিল বলিলেও সবিশেষ অত্যুক্তি হয় না। উহার শুণ্ড-দণ্ডের সঞ্চালনদর্শনে ক্ষুব্ধ সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গের কথা স্বতই স্মৃতি-পথে উদিত হইত। ফলতঃ যেমন স্থূলতায়, তেমনই ধূর্ত্ততায় হস্তি-প্রবর তৎকালে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়াছিল। উহাকে বশীভূত করা নিতান্ত বিপজ্জনক জ্ঞান করিয়া, হস্তিচালকগণ উহার শিক্ষার ভারগ্রহণে সহজে সম্মত না হওয়ায় নৃপতি চালকবর্গকে একত্র করিয়া ঘোষণা করিলেন, যে ব্যক্তি এই হস্তীকে উপযুক্ত শিক্ষাদানে সমর্থ হইবে, তাহাকে হস্তীর ওজনে স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তাদি পারিতোষিক প্রদান করা হইবে। তচ্ছ্রবণে এক বৃদ্ধ চালক সেই দুরূহ কার্য্যভার গ্রহণে অগ্রসর হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার হস্তে হস্তী সমর্পিত হইল। বৃদ্ধ চালকও হস্তীকে বশীভূত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রাণপণে উহার শিক্ষাবিধান করিতে লাগিল; এবং অবশেষে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়া রাজার নিকট উহাকে উপস্থা-পিত করিল। হস্তী সুশিক্ষিত হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষার নিমিত্ত হস্তিচালকের আশ্বাসে, মহারাজ স্বয়ং হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারদর্শনার্থ বহুসহস্র ব্যক্তি পরীক্ষা-স্থলে সমবেত হইয়াছিলেন। এক্ষণে মহারাজ হস্ত্যোপরি আরূঢ় হইবামাত্র, হস্তী তাঁহাকে লইয়া দ্রুতবেগে সম্মুখবর্ত্তী জঙ্গলের দিকে [illegible] করিল। এতদ্দর্শনে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ এবং [illegible] [illegible] রাজার প্রাণনাশের আশঙ্কায় অতীব ব্যাকুল [illegible]

কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি। কিন্তু [illegible] বিপদের গতিতে মহারাজসমভিব্যাহারে পূর্ব্বস্থলে 'সমাগত' হইয়া দর্শক-বৃন্দের ঔৎসুক্য ও উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি সাধন করিল। মহারাজ এতক্ষণ ভয়ে একান্ত নিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিলেন; এবং মনে মনে হস্তি-চালকের উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক্ষণে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়াই তিনি নিতান্ত ক্রোধভরে আদেশ করিলেন, —"অবিলম্বে অবিমৃষ্যকারী চালকের দেহ হস্তি-পদতলে পিষ্ট করা হউক। তাহার অপরিণামদর্শিতার ইহাই উপযুক্ত পুরস্কার।"

রাজাজ্ঞাশ্রবণে হস্তি-চালক কম্পিত কলেবরে যুক্তকরে মহারাজের উদ্দেশে বলিতে লাগিল,—"প্রভো, আপনি হস্তিগতির বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সবিশেষ চিন্তা না করিয়াই আমার বধাজ্ঞা প্রদান করিলেন, উহা আমারই দুরদৃষ্টের ফল বলিতে হইবে। ধর্ম্মাবতার! আমি বহুদিন আপনার অন্নেই দেহধারণ করিতেছি, আমার বার্দ্ধক্য উপস্থিত, মৃত্যুতে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু বিনা বিচারে আমি অপমৃত্যুকবলে কবলিত হইব, আর আমার অপোগণ্ড শিশু সন্তানগুলি আমার অভাবে অনাহারে মৃত্যুগ্রস্ত হইবে ইহাই আমার একমাত্র দুঃখ। ইহাও আমার অতিবড় দুঃখ যে, "আমার যত্ন-প্রদত্ত শিক্ষা ব্যর্থ হইল, কেহই হস্তীর গতির কৌশলচক্রের লক্ষ্য-ভেদে সমর্থ হইলেন না। ফলতঃ মহারাজ! হস্তী দ্রুতপদে ঘন বৃক্ষপরিপূর্ণ বিজনবনে প্রবিষ্ট হইয়া দ্রুততর গতিতে আরোহী-সহ নিরাপদে প্রত্যাগত হইয়া প্রমাণ করিল, কোন বাধা বিপত্তিই উহার গতিরোধ কিংবা উহার আরোহীর কোন প্রকার ক্ষতি [illegible] করিতে সমর্থ হইবে না। সমতল ভূমিতে হস্তী উহার [illegible]-গতির পরীক্ষা প্রদান করিয়াছে। এক্ষণে

মহারাজ বিচার করুন, উহাতে আমি কোন্ অপরাধে অপরাধী ?”
চালকের এবংবিধ কাতরোক্তিশ্রবণে, মহারাজ পূর্ব্বাপর বিবেচনা-
পূর্ব্বক হস্তিচালকের বিশেষ পারিতোষিকের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে
অনতিবিলম্বে প্রতিশ্রুত স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, প্রভৃতি প্রতিশ্রুত দ্রব্য
প্রদান করিলেন। “সিন্ধুবাদ গল্প সমাপ্ত করিয়া সস্মিতবদনে
কহিলেন, “মহারাজ! কাশ্মীরাধিপতির হস্তিচালক হস্তীটীর শিক্ষার
ভার গ্রহণ করিয়া দুরদৃষ্ট হেতু যেমন ধন অর্জ্জনের পরিবর্ত্তে প্রাণ
বর্জ্জনের পথে পড়িয়াছিল, সেইরূপ এই রাজকুমারের শিক্ষাবিধান
করিতে সম্মত হইয়া আমাকে যেন পুরস্কারের পরিবর্ত্তে তিরস্কারের
পাত্র হইতে না হয়! এতচ্ছ্রবণে মহারাজ সেই পরিণামদর্শী
দার্শনিক পণ্ডিতকে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,—“পণ্ডিতবর!
আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে একার্য্যে ব্রতী হউন, আপনার উপর সমগ্র
পণ্ডিতমণ্ডলীর যেরূপ আস্থা দেখিতেছি, তাহাতে আপনার সাহায্যে
আমি এ ঘোর দুঃখসাগরে উত্তীর্ণ হইব, নিশ্চিত আশা করি।
সিন্ধুবাদ তখন রাজসমীপে নিবেদন করিলেন, তদীয় নিযুক্তির
কথা যেন রাজকুমারের কর্ণগোচর না হয়, কিংবা তাহার পরিচয়ও
যেন রাজকুমার ঘুণাক্ষরেও জ্ঞাত হইতে না পারেন। তাঁহার এ
অনুরোধ রক্ষিত হইবে, এরূপ আশ্বাস প্রদানান্তর সে দিবসের জন্য
রাজা সভা ভঙ্গ করিলেন। এদিকে সিন্ধুবাদ প্রথমে ছদ্মবেশে রাজ-
কুমারের সহিত সখ্য সংস্থাপন করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার স্বভাব
জ্ঞাত হইলেন। তিনি কোনও কার্য্যে রাজকুমারের বিরুদ্ধাচরণ করা
দূরে থাকুক, বরং সম্পূর্ণরূপে তাহার কার্য্যসকলের সমর্থন করিয়া
[illegible] রাজকুমারের প্রীতি ও বিশ্বাসভাজন হইলেন। কিন্তু [illegible]
[illegible] কৌশলে নূতন নূতন তত্ত্বের অবতারণা করিয়া [illegible]

কৌতূহল-বৃত্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন ; ক্রমে চিত্রবিদ্যা ও বিজ্ঞানের প্রতি রাজকুমারের আন্তরিক প্রগাঢ় আসক্তির সঞ্চার হইল। এরূপে অনতিদীর্ঘকালমধ্যে রাজকুমার সমস্ত আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ করিয়া গভীর তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া দাঁড়াইলেন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধুবাদ কুমারের হৃদয়ে প্রবল ধর্ম্মানুরাগবীজ উপ্ত করিতেও সবিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন।

কালক্রমে যুবরাজ শিক্ষা, রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা ও ধর্ম্মনীতিতে বিশেষ পারদর্শী হইয়া সিন্ধুবাদের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন। তখন একদিবস সিন্ধুবাদ তাঁহার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান-পূর্ব্বক সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "বৎস, আমি এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিলাম, তুমি অতঃপর কার্য্যক্ষেত্রে তোমার বিদ্যা, বুদ্ধি, বিনয় ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরীক্ষা প্রদান করিয়া জগৎকে চমৎকৃত কর, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা। অদ্য অপরাহ্নে আমার আহ্বান অনুসারে তোমাকে দেখিবার জন্য প্রধান অমাত্য এখানে আগমন করিবেন, এবং আগামী কল্য তোমাকে মহারাজের সন্নিধানে লইয়া যাইবেন, তথায় তোমার সর্ব্ব-বিষয়ের পরীক্ষা গৃহীত হইবে অতঃপর তিনি আরও বলিলেন; "বৎস, আর একটী গুরুতর কথা এই, আমি গণনা করিয়া দেখি-লাম, সম্মুখে তোমার সমূহ বিপদ উপস্থিত। এ বিপদে তোমার প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বিদ্যমান। অধুনা ঐ বিপদ লঙ্ঘন করিতে চাহিলে তোমাকে অসীম সহিষ্ণুতা ও অলৌকিক ধৈর্য্যা-বলম্বন করিতে হইবে। সপ্ত দিবারাত্রি তোমাকে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ-ভাবে অবস্থান করিতে হইবে। সম্মুখে যতই বিভীষিকা ভ্রুকুটি প্রদর্শন করুক, বিপদের উপর বিপদ যতই ঘনীভূত হউক, তুমি

ঐ সপ্ত দিবারাত্রি কঠোরতা সহকারে মৌনব্রত অবলম্বন করিলে বিপদ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। নতুবা এ বিপন্মুক্তির অন্যতর উপায় কিছুই নাই।

"তেনাধীতং শ্রুতং তেন তেন সর্ব্বমনুষ্ঠিতম্
যেনাশাঃ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা নৈরাশ্যমবলম্বিতম্।"

এই মুক্তি-পথ-প্রদর্শিনী নীতি-কথা তোমার কতদূর হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে তাহারও পরীক্ষা হইবে।

এতদুত্তরে রাজপুত্র নিতান্ত বিনয়-নম্র-বচনে কহিতে লাগিলেন, "সিন্ধুবাদ! আপনি যিনিই হউন, আপনা হইতে আমার পশুত্ব ঘুচিয়া মনুষ্যত্ব জন্মিয়াছে, আপনি আমার শিক্ষা গুরু; আমার হৃদয়-মন্দিরে আপনার আসন অতি উচ্চস্থানে স স্থাপিত হইয়াছে। বহু দিন আপনার আদেশ আমি শিরোধার্য্য করিয়াছি, এক্ষেত্রেও আমারই মঙ্গলের নিমিত্ত আপনার আদেশ প্রাণপণে প্রতিপালন করিব। কল্য হইতে সপ্ত দিবারাত্রি সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্ থাকিব।" এ কথার পর সিন্ধুবাদ পুনর্ব্বার বলিলেন, "বৎস, তোমার উত্তরে বড় সন্তুষ্ট হইলাম। আরও বলিতেছি, তোমার বিপদের সময় তোমার সম্বন্ধে সর্ব্ব বিষয়ে আমিও সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্ থাকিব, ইহাতে তুমি বিস্মিত হইও না। ইহাই প্রতিকারের একমাত্র উপায় দেখিতেছি।" এবম্বিধ নানা বিষয়িনী কথা বার্ত্তার পর গুরু-শিষ্য উভয়ে রাজধানী গমনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এ দিকে যথাসময়ে রাজকুমার-সন্দর্শন-কামনায় প্রধান অমাত্য শিক্ষা-ভবনে সমাগত হইলেন; এবং অত্যল্প কাল মধ্যে রাজকুমারের নানাবিষয়িনী শিক্ষা, বিনয়-নম্র ব্যবহার প্রভৃতির পরিচয় লাভ করিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। পরদিবস প্রত্যূষে মন্ত্রিবর রাজকুমার এবং সিন্ধুবাদ সমভিব্যাহারে অতীব

প্রসন্নচিত্তে রাজধানী যাত্রা করিলেন; এবং যথাসময়ে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া রাজকুমারের অপূর্ব্ব শিক্ষা ও বহুবিধ সদ্‌গুণের প্রশংসা করিলেন। মহারাজ পুত্রের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের সংবাদ অবগত হইয়া নিতান্ত উৎফুল্ল হইলেন, অনতিবিলম্বে রাজকুমারের শিক্ষা প্রভৃতির প্রকাশ্য পরীক্ষার নিমিত্ত রাজদরবার আহ্বান করিতে মন্ত্রীকে অনুজ্ঞা করিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিচিত্র সভাগৃহে রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ সম্মিলিত হইবার পর, মহারাজ যথারীতি হৈমসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। যথাসময়ে সিন্ধুবাদ-সহ রাজকুমার সভাগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া পিতৃপদে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জ্ঞাপন করিলেন। মহারাজ বহু দিবসের পর পুত্রমুখদর্শনে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া সিন্ধুবাদ এবং রাজকুমারের শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, সিন্ধুবাদ তদুত্তরে কুশলজ্ঞাপনানন্তর রাজ্যের শুভাশুভ সম্বন্ধে শিষ্টাচারসম্মত নানাবিধ প্রশ্ন করিলেন। এবংপ্রকারে আলাপ অপ্যায়নের পর অবশেষে মহারাজ স্বীয় কুমারের বিনয় ও শিষ্টাচারের উল্লেখ করিয়া সিন্ধুবাদের অশেষ প্রশংসা করি-লেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে কৌশলে রাজকুমারের বিজ্ঞানবুদ্ধির পরীক্ষার নিমিত্ত একটী জটিল প্রশ্ন উথাপিত করিলেন। রাজ-কুমার এ অবধি সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্ ছিলেন, প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পরও কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ কিংবা উত্তর প্রদানের চেষ্টা করিলেন না। রাজা এতদ্দর্শনে কৌশলে রাজকুমারকে অপর এক বিষয়ের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন; এবারেও কুমার উত্তরপ্রদানে সম্পূর্ণ বিরত থাকি-লেন। মহারাজ স্বীয় কুমারের উত্তরের প্রতীক্ষায় উত্তরোত্তর যতই উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন, কুমার ততই সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টতা অব-লম্বনে সভাগৃহ চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। অবশেষে তুর্কীরাজ

স্বীয় কুমারের ঈদৃশ মৌনাবলম্বনদর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ইহার কারণানুসন্ধাননিমিত্ত অমাত্যকে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অমাত্য মহোদয় এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে না পারিয়া নিতান্ত বিস্ময়-চকিত-চিত্তে রাজ সকাশে নিবেদন করিলেন, "রাজন্! গত রজনীতে আমি কুমারের বিনয়-নম্র-বচনে হৃদয়ে প্রভূত সুখানুভব করিয়াছি। সহসা অদ্য তাহার এবংবিধ মৌনভাবের কোনই কারণ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। প্রত্যুত এ ব্যাপারে আমি এক প্রকার হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি। এ কথা-শ্রবণে সভাস্থ সকলেরও বিস্ময়ের অবধি রহিলনা, অবশেষে সকলে সিন্ধুবাদকে এ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও কৌশলে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করিলেন। ফলতঃ রাজকুমারের মৌনাবলম্বনের কারণ নির্দ্ধারণে অসামর্থ্য বশতঃ মহারাজের তৎকালীন হৃদয়চাঞ্চল্য এবং যুবরাজের অতুলনীয় গাম্ভীর্য্য-ব্যঞ্জক অটলতা দর্শনে সমবেত সভামণ্ডলী বিস্মিতভাবে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সভাগৃহে ধীরপাদ-বিক্ষেপে এক অবগুণ্ঠনবতী রাজানুগৃহীতা সুন্দরী সৈরিন্ধ্রী সমুপস্থিত হইয়া মৃদুমধুরবচনে মহারাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "রাজন্! রাজকুমারের বিশ্রামভবন আমারই কক্ষপার্শ্বে নির্দ্দিষ্ট থাকায় আমি প্রাতঃকাল হইতে ইহার ভাবভঙ্গী পর্য্যবেক্ষণ করিবার অবসর পাইয়াছিলাম, আমি অত্যল্পকাল ইহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি ইনি হয়ত রুদ্ধবাক্ হইয়াছেন। ঈশ্বর না করুন, যদিই যুবরাজ প্রকৃত পক্ষে উর্ব্বানতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তথাপি বোধ হয় ইহাকে আরোগ্য করিতে এ দাসী অসমর্থা হইবে না। কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে এক্ষণে

আমি কিছুই বলিতেছি না; কিছুকাল পরীক্ষা করিলে আমি এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারিব। আমার এক নিকটআত্মীয় কিয়দ্দিন এরূপ মৌনাবলম্বী হইয়া সকলকে বিস্ময়বিমূঢ় করেন, তখন এ দাসী এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। সেজন্য প্রার্থনা, রাজাদেশ প্রাপ্ত হইলে পরীক্ষার জন্য আমি রাজকুমারের সহিত কিছুকাল নির্জ্জনে বাসকরিতে ইচ্ছা করি।" যুবতীর এরূপ বাক্যে কাহারো আপত্তি কবিবার কোনই কারণ ছিল না, সুতরাং মহারাজ যুবতীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন; এবং অপরাহ্নে অমাত্য-বর্গকে মন্ত্রণাভবনে সমবেত হইতে আদেশ জানাইলে, সভ্যগণ বিস্মিতমনে সভাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এ দিকে অন্তঃপুরচারিণী যুবরাজসমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে স্বীয় সুসজ্জিত কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া নানা উপায়ে কুমারের মনোহরণে যত্নবতী হইল। ফলতঃ যুবতী রাজকুমারের রূপ-লাবণ্য-দর্শনে প্রথমাবধিই তৎপ্রতি আসক্তা হইয়াছিল, এবং সে জন্যই কাণ্ডা-কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য-ভাবে রাজ-সভায় উপস্থিত হইয়া, কৌশলে রাজ-কুমারের সান্নিধ্যলাভের উপায় আবিষ্কার করিয়া লইয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্বৈরিণী রাজসন্নিধানে যত কথা বলিয়াছিল তাহার মূলে বিন্দুমাত্র সত্যও নিহিত ছিল না। যাহাই হউক, পাপিষ্ঠা নির্জ্জনে রাজকুমারের নিকট আপন পাপাভিলাষ ব্যক্ত করিতে যতই চেষ্টা করিতে লাগিল, রাজকুমার তাহার প্রতি ততই আন্তরিক বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং অবশেষে ইঙ্গিতে তাহাকে এরূপ কার্য্যে বিরত হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু পাপীয়সী ইহাতে প্রতিনিবৃত্তা না হইয়া বরং উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিল, "কুমার, আমি তোমাকে মনে মনে আমার জীবন, যৌবন

মন সমস্তই সমর্পণ করিয়াছি, এক্ষণে তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যাত করিও না। আমি তোমারই, এবং যে কোন উপায়ে তুমিও আমারই হইবে। তোমার বৃদ্ধ পিতা এক্ষণে হীনতেজা হইয়া সংসার কাননে জীর্ণ বৃক্ষের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা হইতে কাহারও কোন ইষ্ট সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তুমি তাহার উপযুক্ত পুত্র, এক্ষণে তুমি রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্যের মঙ্গল এবং এ দাসীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর। আমি এ বিষয়ে তোমার সম্পূর্ণ সহায়তা করিব। সত্য কথা বলিতে গেলে, আমি মনে মনে এক প্রকার তোমার সিংহাসনপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াই রাখিয়াছি। তুমি অন্য মত করিও না, দাসীকে পায়ে রাখ।” রাজকুমার এসকল কথায় এমনই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন যে, আত্মসংবরণ তাহার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, তিনি অতিকষ্টে ধৈর্য্যধারণ-পূর্ব্বক ত্বরিতপদে গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হইতে উদ্যোগ করিলেন। তখন পুনরায় দ্বারসমীপগতা হইয়া দলিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে যুবতী কহিল, “কুমার! নিজের অমঙ্গল নিজে আমন্ত্রণ করিও না, তুমি যদি আজ আমাকে হেলায় পদদলিত কর, তবে কল্য যে তুমি জীবিত থাকিবে, এরূপ আশা করিও না। তোমার পদে আমি আত্মবিক্রয় করিয়াছি. সেজন্যই এখনও বলিতেছি আত্মহিত চিন্তা কর, উভয়ের মঙ্গল সাধিত হউক। তোমার দর্শনাবধি আমার হৃদয়ে যে দারুণ তৃষ্ণার উদ্রেক হইয়াছে তাহা নিবারণ কর; তৃষিতা চাতকীকে নিরাশ করিও না। আমি তোমার পায় পড়িতেছি, আমার প্রার্থনা পূর্ণকর।” দুশ্চারিণী রমণীর এরূপ পাপপ্রস্তাবে যুবরাজ এতই মনঃকষ্ট অনুভব করিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ বলপূর্ব্বক দ্বার উন্মোচন করিয়া পাপিষ্ঠার

মহারাজের প্রতি সদুপদেশ প্রদান আমার মতে সর্ব্বতোভাবে সমীচীন। রাজকুমার নির্ব্বাক্, আত্মদোষপরিহারে নিশ্চেষ্ট, এ অবস্থায় হয়ত সম্পূর্ণ নিরপরাধ ব্যক্তি চরমদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারেন; সুতরাং এরূপ বিষয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অগ্রসর হওয়াও আমাদিগের পক্ষে একান্তই কর্ত্তব্য। রাজা সহসা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া হয়ত সর্ব্বনাশসাধনে উদ্যত হইয়াছেন, এমতাবস্থায় তাঁহাকে সদ্বুদ্ধি প্রদান কি আমাদিগের কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত নহে? যদি কোন অন্ধ ব্যক্তি ভ্রমবশে কূপসান্নিধ্যে উপনীত হয়, তাহাকে সাবধান করিতে বিরত হওয়া কি ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত? মহারাজ ক্রোধান্ধ হইতে পারেন, তাঁহাকে সাবধান করিতে বিরত থাকিব কেন? বরং ধৈর্য্যসহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সর্ব্ব বিষয়ের প্রমাণাদি সংগ্রহ ও বিচার করিতে তাঁহাকে উপদেশ প্রদানই আমাদিগের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদিগের কথায় কর্ণপাত করা মহারাজের পক্ষে নিতান্তই যুক্তিযুক্ত। সৎপরামর্শ গ্রহণ ও তদনুসারে কার্য্য করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। কোন মর্কট রাজ এক সময়ে আত্মীয়-বর্গের পরামর্শে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, ইহা আমি জ্ঞাত আছি। আপনাদের অবগতির নিমিত্ত অতি সংক্ষেপে আমি এ স্থলেই সে কাহিনীর উল্লেখ করিতেছি।

মর্কট রাজের পরিণাম।

এক নিবিড় অরণ্যে বহুদিন হইতে এক মর্কটরাজ পরিজন পরিবৃত হইয়া সুখে বসতি করিতেছিল। ঐ বনে অন্যান্য পশুর সহিত এক বলিষ্ঠ ছাগও দীর্ঘকাল যাবৎ বাস করিয়া আসিতেছিল। কিয়দ্দিন এইভাবে গত হইলে, ঐ ছাগ যেস্থানে বাস করিত সেই

স্থানে একটী বৃদ্ধা আসিয়া পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, ছাগকে বল-প্রয়োগে তাহার অধিকৃত স্থান হইতে দূরীভূত করিয়া দিল। ছাগ ইহাতে অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হইয়া প্রত্যহই বৃদ্ধার নির্ম্মিত কুটীরে উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধাকে নানাপ্রকারে উত্ত্যক্ত করিত। অদ্য কুটীরের কিয়দংশের বিনাশসাধন, কল্য কুটীর সঞ্চিত দ্রব্যাদির অপচয় প্রভৃতি ব্যপারে বৃদ্ধা ও ছাগের মধ্যে এরূপ বিদ্বেষ এবং শত্রুতা সঞ্চারিত হইল যে, অবশেষে নিত্য প্রকাশ্যভাবে উহাদের মধ্যে কলহ বিবাদের প্রাবল্য পরিলক্ষিত হইত। মর্কটরাজের মন্ত্রী এ সকল ব্যাপার অবগত হইয়া তাহাকে বলিল, বানর-পতে! সম্প্রতি এ স্থান পরিত্যাগ নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। দুর্জ্জনের সান্নিধ্য পরিহার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ইহাই নীতিশাস্ত্রকারদিগের উপদেশ। অতএব শীঘ্র এস্থান হইতে প্রস্থান করিবার জন্য প্রস্তুত হউন। মর্কটপতি হিতকাঙ্ক্ষী মন্ত্রীর বচনে আদৌ উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া কহিল, মন্ত্রিন্! তোমার কথা আমি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলাম না। ছাগ বা বৃদ্ধা কাহারও সহিত আমার শত্রুতা নাই, এমতাবস্থায় আমি কেন আমার বহুকালের প্রিয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করিব? সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ পাত্রের বিবাদে আমার কি ক্ষতি হইতে পারে? মর্কটমন্ত্রী এ কথায় আগত্যা নীরব হইল। এ দিকে বৃদ্ধা ছাগের দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ক্রোধবশে একদিবস উহার লোমাবলীতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিল। ছাগ অগ্নিদগ্ধাবস্থায় যতই অস্থির হইয়া ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল, অগ্নি ততই এটা ওটা করিয়া অরণ্যের সমস্ত দাহ্যপদার্থে ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমে সেই অরণ্যে দাউ দাউ করিয়া অগ্নি প্রজ্জলিত ও সমস্ত অরণ্য ভীষণভাবে অগ্নিময় হইয়া উঠিল। ঐ অরণ্য দহন-

কালে অরণ্যাভ্যন্তরস্থিত কত পশু পক্ষী সরীসৃপ যে অগ্নিদগ্ধ হইল তাহার ইয়ত্তা রহিল না। ঘটনাক্রমে ঐ দিবস তৎপ্রদেশস্থ রাজার এক বহুমূল্য সুবৃহৎ হস্তী সেই বনে চরিয়া বেড়াইতেছিল, এই অগ্নিকাণ্ডে সেই হস্তীরও দেহ কিয়ংপরিমাণে দগ্ধ হইয়া গেল।

হস্তীর আকস্মিক বিপদে রাজবাড়ীতে রাজবৈদ্যের ডাকা ডাকি হাঁকা হাকি আরম্ভ হইল পবিশেষে জনৈক বিজ্ঞ রাজবৈদ্য ব্যবস্থা করিলেন—বানরের বসা হাতীর দগ্ধস্থানে প্রয়োগ করিলে সত্বর ক্ষত আরোগ্য হয়। তখন চারিদিকে হৈ চৈ পড়িয়া গেল; যেখানে যত বানর আছে তাহাদের বংশ ধ্বংশের হুকুম প্রাপ্ত হইয়া রাজানুচরগণ চতুর্দ্দিকে মর্কটানুসন্ধানে বহির্গত হইল। পূর্ব্বোক্তরূপ অরণ্যদহনের কালে যদ্যপি স্বজন সহিত অতি কষ্টে প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছিল তথাপি এক্ষণে বানররাজ-অনুচরবর্গসহ সমূলে নির্ম্মূল হইল।

এইরূপে গল্প সমাপ্ত করিয়া প্রধান অমাত্য পুনর্ব্বার কহিলেনঃ— "আপনারা যাহাই বলুন, আমি কিন্তু এ ক্ষেত্রে রাজাকে সুপরামর্শ প্রদান করাই যুক্তিযুক্ত বোধ করিতেছি। আমাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করা না করা অবশ্যই তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত।" প্রধান মন্ত্রীর এ প্রস্তাবে অবশেষে সকলেই একমত হইলেন এবং স্থিরীকৃত হইল, সকলেই মহারাজকে এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিতে এক, বাক্যে অনুরোধ করিবেন। প্রয়োজনানুসারে তাঁহারা একে একে রাজার মত পরিবর্ত্তনে প্রাণপণচেষ্টা করিবেন, ইহাও তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত হইল।

এ সিদ্ধান্তানুসারে প্রথমই প্রধান মন্ত্রী মহাশয় মহারাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার গুণাবলীর ও বিচার শক্তির ভূয়সী প্রশংসা

কীর্ত্তন—সহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "মহারাজ! অযাচিত-ভাবে একটী বিষয়ে মহাশয়ের মনোযোগ আকর্ষণ জন্য এ দাস এভাবে ভবদীয়সকাশে সমুপস্থিত, ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। ফলতঃ আপনার অন্নে এ দেহ আজীবন বর্দ্ধিত করিয়া, জ্ঞান বিশ্বাস অনুযায়ী কর্ত্তব্য কার্য্যে নীরবতা অবলম্বন যুক্তি-সিদ্ধ বোধ করিতে সমর্থ হইতেছি না, সে জন্যই যুবরাজের প্রতি কঠোর আদেশের সম্বন্ধে দু' একটী কথা নিতান্ত বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি।—"মহারাজ! একবার তীর নিক্ষিপ্ত হইলে উহার সংযমন যেমন একপ্রকার অসম্ভব, সেরূপ মহারাজের আদেশ প্রতি-পালিত হইবার পর উহার প্রত্যাহার কদাপি সম্ভবপর নহে। সেজন্যই নিবেদন, যতক্ষণ কোন বিষয় আপনার ক্ষমতার অধীন থাকে, ততক্ষণই সে বিষয়ে বিশিষ্ট বিবেচনা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য; নতুবা অনেকেই পরিশেষে শুক পক্ষীর অভাবে মিষ্টান্নবিক্রেতার ন্যায় অনুতাপক্লিষ্ট হইয়া থাকেন। তুর্কীরাজ এসম্বন্ধে সবিশেষ অবগত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মন্ত্রী বলিতে লাগিলেন :—

মিষ্টান্নবিক্রেতা ও শুক পক্ষীর কথা।

কোন মিষ্টান্নবিক্রেতার এক পরমা সুন্দরী স্ত্রী ও একটী অতি-প্রিয় শুকপক্ষী ছিল। উক্ত শুকপক্ষী তাহার বাড়ীতে সর্ব্বদাই প্রহরীর কার্য্য সম্পাদন করিত। মিষ্টান্ন বা সন্দেশোপরি মক্ষিকা অথবা কোনও প্রকার কীট পতঙ্গ উপবেশন করিলে পক্ষীটী স্বীয় পক্ষ তাড়নায় তাহাদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া দূরীভূত করিত। মিষ্টান্ন-বিক্রেতা যদি কোন দিন বাড়ী হইতে স্থানান্তরে গমন করিত; তাহা হইলে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাহার অনুপস্থিতি কালের ঘটনা গোপনে

তাহার নিকট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিত। একদিন মিষ্টান্ন-বিক্রেতা কোন স্থানে যাইবার পূর্ব্বে শুক পক্ষীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "কতিপয় দিবসের নিমিত্ত আমি বাড়ী পরিত্যাগ করিতেছি। তুমি সাবধানে আমার অনুপস্থিতি কালে তোমার কর্ত্তব্যসম্পাদন করিবে। সর্ব্ববিষয়ে, সর্ব্বদিকে লক্ষ্য রাখিবে, একথা তোমাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া বাহুল্য।" এই বলিয়া সে তাহাকে তাহার স্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করিয়া গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিল। মিষ্টান্ন-বিক্রেতার স্ত্রী অতি দুশ্চরিত্রা ছিল। স্বামী সত্ত্বেও সে পরানুগতা ছিল। স্বামীর অনুপস্থিতিকালে এক্ষণে তদীয় উপনায়ক উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া প্রতিরজনীতে এই ভ্রষ্ট-চরিত্রা রমণীর সহিত হাস্য কৌতুকে কালকর্ত্তন করিতে লাগিল। কিয়দ্দিবস পরে মিষ্টান্ন-বিক্রেতা বাড়ীতে প্রত্যাগত হইলে তাহার অনুপস্থিতিকালে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, শুকপক্ষী গোপনে তাহাকে সমস্তই বলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্ত্রীর গুপ্ত প্রণয়কাহিনীও প্রকাশ করিল। মিষ্টান্নবিক্রেতা তাহার স্ত্রীর এরূপ অবৈধ ব্যবহারের বিষয় অবগত হইয়া স্ত্রীকে যথোচিত তিরস্কার ও তৎপরে প্রহার করিতেও ক্ষান্ত হইল না। প্রহৃতা হইয়া পাপিষ্ঠা ভাবিতে লাগিল, এ বৃত্তান্ত শুকপক্ষী ভিন্ন আর কেহই জ্ঞাত ছিল না, সুতরাং ঐ পক্ষীই একথা প্রকাশ করিয়া দিয়া আমার সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছে। যাহা হউক, যে প্রকারেই হয়, ইহার প্রতিশোধ অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। দৈবক্রমে শীঘ্রই পাপিষ্ঠার প্রতিশোধগ্রহণের উপযুক্ত অবসর ঘটিয়া উঠিল।

অল্পদিন মধ্যেই মিষ্টান্নবিক্রেতাকে পুনর্ব্বার বিদেশে যাত্রা করিতে হইল, সুতরাং সেইদিন রাত্রিতেই পাপিষ্ঠার উপপতি

যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং উভয়ের পাপলীলাভিনয় যথারীতি সম্পন্ন হইল। অতঃপর উভয়ে পূর্ব্ব নির্য্যাতনের প্রতিশোধগ্রহণমানসে এক উত্তম যুক্তি উদ্ভাবন করিল। তাহারা পক্ষীর খাঁচাটীকে বস্ত্রখণ্ডে আবৃত করিয়া তদুপরি চালনী রাখিয়া ক্রমাগত জলধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, এবং খাঁচার নিম্নে জাঁতা ঘুরাইয়া কৃত্রিম বজ্র-ধ্বনির সৃষ্টি করিল। ইত্যবসরে প্রদীপের নিকটে ক্ষণে ক্ষণে দর্পণ ধরিয়া খাঁচার উপরিভাগে জ্যোতিঃ নিক্ষেপ করিতেও ক্রটী করিল না। ইহাতে শুকপক্ষী মনে করিল, বাহিরে অনবরত বৃষ্টিপাত এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জন হইতেছে। মিষ্টান্নবিক্রেতা পর দিবস প্রাতঃকালে বাড়ীতে আসিয়া শুকের নিকট গত রাত্রির বিষয় জানিতে চাহিল। শুক বলিল "গত রাত্রিতে ভয়ানক বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জন হইবার প্রাক্কালে আপনার পত্নী দুষ্কর্ম্ম সাধন করিয়াছেন।" শুকের এইকথা শুনিয়া মিষ্টান্নবিক্রেতা তদীয় পত্নীসমীপে উপস্থিত হইয়া এ সম্বন্ধে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে, পাপিষ্ঠা নিতান্ত কাতরতার ভাণ করিয়া কহিল, প্রভো, তোমাকে কে কোন্ কথা বলিয়াছে যে, তুমি আমার চরিত্রে সন্দিহান হইয়াছ? তুমি আমাকে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বল।" একথা শুনিয়া মিষ্টান্নবিক্রেতা শুকের কথার পুনরাবৃত্তি করিলে দুষ্টা বলিয়া উঠিল, "স্বামিন্, তোমার একি ভ্রান্তি, কল্য কোন্ সময়ে বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জনের আবির্ভাব হইয়াছিল? শুকের কথা যে আগাগোড়াই মিথ্যা, ইহাই তাহার জলন্ত প্রমাণ।" একথায় মিষ্টান্নবিক্রেতা প্রকৃতই অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সুযোগ বুঝিয়া পাপিষ্ঠা তখন শুকের পূর্ব্বদোষারোপের অযাথার্থ্য সম্বন্ধে নানা কথা কহিয়া কৃত্রিম ক্রন্দনে মিষ্টান্নবিক্রেতার হৃদয়ে দয়া এবং ক্রমে শুকের

প্রতি ক্রোধের উদ্রেক করিল। মিষ্টান্নবিক্রেতাও শুককে মিথ্যা-বাদী জ্ঞানে এবং তাহার পত্নীর পূর্ব্বনির্য্যাতনের একমাত্র কারণ মনে করিয়া শমনসদনে প্রেরণ করিল। পাপ গোপনে থাকে না। অবিলম্বে ঘটনান্তরে মিষ্টান্নবিক্রেতা ব্যভিচারিণী পত্নির সকল চাতুরী হৃদয়ঙ্গম করিল এবং পরিশেষে শুকশোকে বিলাপ করিয়া কহিতে লাগিল, "হায়, আমি কিকর্ম্ম করিয়াছি, বিনাদোষে ও বিনা বিচারে আমার প্রকৃত হিতৈষী শুককে কৃতান্তের করে সমর্পণ করিয়াছি।" এই বলিয়া অবশিষ্ট জীবন সে অনুতাপানলে দগ্ধহইয়া যাপন করিতে বাধ্য হইল।

এই গল্প বলিয়াই মন্ত্রিপ্রবর বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বাপর বিবেচনা করা সর্ব্বত্রই সমান আবশ্যক; বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের লীলার অন্ত নাই। একজন সামান্যা রমণীর কথায় রাজকুমারের জীবনান্ত করিলে, কে বলিতে পারে আপনাকেও পরিশেষে সমস্ত জীবন অনুতাপগ্রস্ত হইতে হইবে না? স্ত্রীলোক কিরূপ চরিত্রহীনা, চরিত্রহীনার চাতুরীজাল ছিন্নকরা কিরূপ কষ্টকর, উহাদের কথায় আস্থাস্থাপন কিরূপ অকর্ত্তব্য, নিম্নোক্ত উপাখ্যান হইতেও তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে।

সৈনিক ও স্ত্রীলোকের গল্প।

সাভা সহরে কোন এক দরজীর স্ত্রীর সহিত একজন সৈনিকের অবৈধ প্রণয় সঞ্জাত হয়। ঐ সৈনিকপুরুষ একদিন দরজীর স্ত্রীকে স্বীয় রঙ্গমণ্ডপে আনয়নের জন্য আপন ভৃত্যকে প্রেরণ করে। কিন্তু ঐ দরজীর স্ত্রী এতদূর ব্যভিচারপরায়ণা ও নির্লজ্জা ছিল যে, সে সৈনিক পুরুষের আদেশানুসারে তাহার বাড়ীতে না গিয়া প্রেরিত-

ভৃত্যকেই নায়করূপে বরণ করিয়া অর্দ্ধরাত্রি যাপন করিল। ভৃত্যের অত্যধিক বিলম্ব দেখিয়া প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। স্বয়ংই গুপ্ত প্রণয়িণীর ভবনসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রভু স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইতেছেন বুঝিতে পারিয়া ভৃত্য একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল এবং কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। দরজীপত্নী আপন উপপতিকে নিকটবর্ত্তী জানিয়া ভৃত্যকে অনতিবিলম্বে অপর কক্ষে লুক্কায়িত করিয়া দিলেন এবং অত্যন্ত সম্ভ্রম-সহকারে সৈনিক মহাশয়ের অভ্যর্থনা করিল। উভয়ের মধ্যে ভৃত্যবিষয়ক আলাপাদি আরব্ধ হইয়াছে, এরূপ সময়ে দরজীও আপনগৃহে সমাগত হইল। সৈনিক মহাশয় ইহাতে নিতান্ত ভীত হইলেন, কিন্তু দরজীর স্ত্রী কিঞ্চিন্মাত্রও শঙ্কাকুলা না হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার উপপতিকে অত্যন্ত ক্রোধের সহিত বলিতে লাগিল "মহাশয়, আপনি এখনই এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন। আপনার ভৃত্য অপরাধ করিয়া থাকে, আপনার ভবনে তাহার বিচার করিবেন। আমার গৃহে অনধিকার প্রবেশ করিবার আপনার কোনই ক্ষমতা নাই।" উচ্চৈঃস্বরে একথা বলিয়া সে সৈনিক পুরুষকে প্রস্থান করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলে সৈনিক নিতান্ত ক্রোধের ভাণ করিয়া দরজীর গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এদিকে দর্জ্জি ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া সৈনিক পুরুষের ক্রোধাপনোদনার্থে সসম্ভ্রমে তাহাকে পুনরাহ্বান করিলে, দরজীর স্ত্রী নিতান্ত গর্ব্বিতভাবে আপন স্বামীকে বলিল, "সৈনিক মহাশয় ভৃত্যকে শাসন করিবার জন্য এইস্থানে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু ভৃত্য প্রাণভয়ে আমার আশ্রিত হইয়াছে, আশ্রিতকে রক্ষা করা ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত, সেজন্যই আমি তাহাকে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছি।

অতএব দিলে এখনই বাহির করিতে পারি।" সৈনিক মহাশয় তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "যাহা হইবার হইয়াছে, আমি তাহাকে ক্ষমা করিতে সম্মত হইলাম।" এ কথার পর ভৃত্য ও সৈনিক দর্জ্জিগৃহ হইতে নিরাপদে প্রস্থান করিল। গল্প সমাপ্ত করিয়া মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ স্ত্রীলোকের চরিত্র প্রায়শই এরূপ দুর্জ্ঞেয়। তাহারা কখন কোন্ কারণে কি প্রকার আচরণ করে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা মুহূর্ত্তের কর্ম্ম নহে। রাজকুমারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে, তাহার মূলে কোন্ কারণ অবস্থিত, তাহা স্থির-চিত্তে অনুধাবনীয়।" নৃপতি মন্ত্রি-প্রবরের কথায় কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া সেই দিবসের জন্য রাজকুমারের প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখিলেন। কিন্তু বিচারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার কারাদণ্ড ব্যবস্থা করিলেন। পরদিবস ঐ বিফল মনোরথা রাজদাসী রাজ-সকাশে পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিয়া কহিল, "মহারাজ! রাজাজ্ঞার প্রত্যাহার, বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। বোধহয় মন্ত্রিগণ রাজকুমারের নিকট হইতে উৎকোচ প্রাপ্ত হইয়া তাহার পক্ষ সমর্থনে নিযুক্ত হইয়াছেন, এবং তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টায় আছেন। সময় থাকিতে যদি আপনি ইহার প্রতিবিধান না করেন্ তবে জনৈক রজক তদীয় তনয় হইতে যে দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল, আপনার পক্ষেও তাহা সংঘটিত হইবে, তদ্বিষয়ে আশ্চর্য্যের কথা নহে। রাজার প্রশ্নোত্তরে দাসী বলিতে লাগিল :—

রজক ও তাহার দুষ্ট পুত্রের গল্প।

দারুলথাকা মধ্যে নূহ নামক এক রজক বাস করিত; সে বস্ত্র-পরিষ্কারবিষয়ে তৎকালে প্রায় অদ্বিতীয় ছিল বলিলেও অত্যুক্তি

হয় না। কিন্তু রজক স্বীয়নন্দনের শাসনবিষয়ে নিতান্ত অমনোযোগী ছিল। তদীয় পুত্র স্বেচ্ছাচার ক্ষমতার পরিচালনে ক্রমশঃ এতই দুর্ব্বিনীত হইয়া উঠিল যে, রজক পরিশেষে আর তাহাকে কোনক্রমে শাসনাধীন রাখিতে সমর্থ হইল না। সাংসারিক কার্য্যে সহায়তা করা দূরে থাকুক, রবং সে সময় সময় পিতার সহিত পরিহাস করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। উক্ত রজকের একটী ভারবাহী গর্দ্দভ ছিল। উক্ত গর্দ্দভের সহিত জলক্রীড়াই ক্রমে রজকনন্দনের নিত্যকার্য্য হইয়া উঠিল। পিতার নিষেধ সত্ত্বেও নির্ব্বোধ বালক নদ্যবগাহন হইতে নিবৃত্ত হইল না।

সন্তরণে অপটুতা বশতঃ সে একদা জলমগ্ন হইল। পিতা পুত্রের রক্ষাকল্পে তৎক্ষণাৎ স্রোতোজলে অবতীর্ণ হইলে, সে পিতার শ্মশ্রুরাশি এরূপে আকর্ষণ করিল যে, তাহাতে উভয়েই জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইল। রজক উভয়ের জীবনরক্ষার্থ পুত্রকে আদেশ ও অনুরোধ করিলেও সে স্বীয় মত পরিবর্ত্তিত করিয়া কিছুতেই পিতার পৃষ্ঠোপরি নির্ভর করিল না। ফলে পিতাপুত্র এক সঙ্গে নদীজলে নিমজ্জিত হইয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিল। এরূপে রজক অবাধ্য সন্তানকে উদ্ধার করিতে যাইয়া পূর্ব্বকার শাসন-শিথিলতারূপ পাপের যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিল মহারাজ, ইহা হইতে শাসন-শিথিলতার মন্দফল অবধারণ করুন।” এইকথা শুনিবামাত্র রাজা পুনর্ব্বার উত্তেজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কুমারকে বধ করিবার জন্য ঘাতককে আদেশ করিলেন। এ সংবাদ শ্রবণে দ্বিতীয় মন্ত্রী রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন, “মহারাজ, নির্ব্বন্ধসহকারে বলিতেছি, রাজকুমারের প্রাণদণ্ড আপাততঃ স্থগিত রাখুন। জ্ঞানিগণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন ;—

"বিচারেতে সত্বরতা কভু ভাল নয় ;
কার্য্যশেষে অনুতাপ, ফল বিষময়।"

ফলতঃ বিচারকার্য্যে সদ্‌বিবেচনার পরিচালনা কতদূর আবশ্যক, তাহা আপনার অবিদিত নহে। যে কার্য্যফলে কাহারও সর্ব্বনাশ হইবার কথা, সে কার্য্য ধীরভাবে সম্পন্ন করিবার যৌক্তিকতা মহারাজ-সমীপে উল্লেখ করাই বাহুল্য। নীতিকার বলিয়াছেন,

"অনায়াসে শতপ্রাণ নাশকরা যায়,
মুহূর্ত্ত ভিতরে,
একটী পিপীলি'প্রাণ দানকরা দায়,
জন্ম জন্মান্তরে।

ফলত: মহারাজের ইচ্ছায় এক মুহূর্ত্তে সহস্র প্রাণী শমনভবনে প্রেরিত হইতে পারে; কিন্তু সত্য বলিতে গেলে, কাহারও সহস্র চেষ্টায়, সহস্র বৎসরে একব্যক্তির প্রাণদানও সম্ভবপর নহে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং তিতির পক্ষী যেরূপ তদীয় পত্নীনাশে শেষে মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিল মহারাজও সেরূপ যুবরাজের প্রাণনাশ করিয়া অনুতাপগ্রস্ত ও শোক-নিপীড়িত হইবার পথ প্রশস্ত না করেন, ইহাই দাসের একান্ত অনুরোধ। মহারাজ বলিলেন, সে কিরূপ ?

মন্ত্রী বলিতে লাগিলেন ;—

তিতিরপক্ষী গল্প।

"কোন তিতিরমিথুনের মধ্যে এত অধিক প্রণয় উপজাত হইয়াছিল যে, তাহারা উভয়েই উভয়ের বিরহ অসহ্য জ্ঞান করিত। দাম্পত্যসুখে সুখী হইয়াও তিতিরযুগল অতিশয় মনঃকষ্টে দিনযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল; কারণ প্রতিবারেই উহাদিগের শাবকগুলি

এক শ্যেন পক্ষী উদরসাৎ করিত। শ্যেনপক্ষীকে ইহা হইতে ক্ষান্ত রাখিবার জন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া অবশেষে তিতিরমিথুন অন্যত্র গিয়া বাসানির্ম্মাণ করিতে কৃতসংকল্প হইল। তাহারা মনে ভাবিল,—

"স্বদেশে থাকিতে যদি ঘটে নানা ক্লেশ।
বহুকষ্টে ভ্রমণেও যাইবে বিদেশ।"

পরন্তু স্থান পরিবর্ত্তনের এরূপ উদ্যোগের সময়ে এক হুদহুদ পক্ষীর সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। হুদহুদ পক্ষী, পক্ষী মনে করিয়া তাহাদের নিকট সিরাজ নগরের বহুতর প্রশংসা করিতে লাগিল, এবং কহিল, সাধারণ গোলাপ হইতে সিরাজ নগরের যে কোন শুষ্ক পত্রও শতগুণে কোমল, সুমিষ্ট ও সুগন্ধ। সে স্থানের সামান্য পাথরের নিকট অন্যান্য স্থানের বহুমূল্য হীরকও ঔজ্জ্বল্যে হীনপ্রভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পক্ষী কহিল, সেস্থানে মসল্লা নামক যে একটী স্থান আছে, তাহা প্রায় বৈকুণ্ঠধামের ন্যায় সুখ-শান্তি-প্রদ এবং তথাকার রোকনাবাদনামে পুষ্করিণীর জল অমৃতাপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। সেইদেশে জাপরাদের জল বায়ু এত বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর যে, তথাকার অধিকাংশ লোকেরই আদৌ ব্যাধি হয় না। শিরাজ নগরের ঈদৃশ প্রশংসা শ্রবণ করিয়া তিতিরযুগল সে স্থানাভিমুখে যাত্রা করিয়া অবিলম্বে তথায় পঁহুছিল; এবং প্রসন্নমনে তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তত্রত্য পক্ষী সকলের সহিত তাহাদের সবিশেষ সদ্ভাব ও প্রীতি উপজাত হইল। এরূপে কিয়দ্দিন গত হইলে সে স্থানের নিকটবর্ত্তী দামাস্কস নামক নগরে বহুকালব্যাপী ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল এবং দুর্ভাগ্যবশে ক্রমে ক্রমে পর বৎসরে সিরাজ নগরও উক্ত রাক্ষসের

ভ্রুকুটীভয়ে ভীত হইল। তৎকালীন কবি এতৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

ভীষণ দুর্ভিক্ষচিত্র হেরিয়া নয়নে
শিহরে পরাণ
প্রেমনাই, প্রীতিনাই, সদা শুধু "খাই" "খাই",
জননী অনা'সে ত্যজে আপন সন্তান,—
স্বামী ত্যজে পত্নী ; নাই হিতাহিতজ্ঞান।

ফলতঃ দুর্ভিক্ষের প্রকোপে মানব সময়ে সময়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়, জননীও কোলের শিশুর হত্যাসাধন করে ; সুতরাং এ ক্ষেত্রে তিতিরের মানসিক দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইলেও, জঠর-যন্ত্রণায় কাতর হইয়া তিতির অগত্যা তিতিরীকে পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী তাউস নগরে প্রস্থান করিল। তিতিরী ইহাতে একান্ত দুঃখিতা হইল। প্রাণপ্রিয়, জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীর জন্য তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল এবং চিন্তায় চিন্তায় অবশেষে তিতিরী রোগাক্রান্ত হইয়া বিবর্ণা ও বিরূপা হইয়া পড়িল। কতিপয় বৎসর গত হইলে দুর্ভিক্ষের অবসানে তিতির পুনরায় সিরাজে প্রত্যাগমন করিল। সে এক্ষণে তাহার স্ত্রীর গ্রীবাদেশ ক্ষীণ ও উদরস্থান স্ফীত দেখিয়া তাহাকে গর্ভবতী বলিয়া সন্দেহ করিল ; সুতরাং তিতিরীর প্রতি তাহার ভালবাসা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে ক্রোধভাব সঞ্জাত হইল। তিতিরী নিরতিশয় ক্ষুব্ধচিত্তে আপন নিরপরাধিতার বিষয়ে তিতিরসমক্ষে নানাবিধ প্রমাণপ্রয়োগ উপস্থিত করিল, কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না, ইতর তিতির তিতিরীকে সংহার করিয়া আপন ক্রোধের পরিসমাপ্তি করিল। এ সকল দেখিয়া শুনিয়াই বড় দুঃখে কবি গাহিয়াছেন,—

"ইতরের অনুগ্রহ নিগ্রহসমান,—
ক্ষণে দেয় হাতে স্বর্গ, ক্ষণে লয় প্রাণ।"

যাহাহউক,—এ ঘটনার কিছুকাল পর অপরাপর পক্ষিগণ সমবেত হইয়া তিতিরীর প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করিয়া তিতিরকে তাহার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য নানারূপে ভৎর্সনা করিল। তাহারা বলিল,—যে তিতিরী অনাহার অপেক্ষা তোমার অভাবযন্ত্রণায় সমধিক কাতর হইয়াছিল, তোমার বিরহচিন্তায় রোগাক্রান্তা হইয়া যাহার অস্থিচর্ম্ম সার হইয়াছিল, তাহাকে স্বয়ং বধ করিয়া তুমি পাতিব্রত্যের যে পুরস্কারবিধান করিলে, একদিন অবশ্যই তুমি তাহার উপযুক্ত ফলভোগ করিতে বাধ্য হইবে।" পক্ষিগণের তিরস্কারে তিতিরের তখন প্রকৃত জ্ঞানোদয় হইল এবং অবিমৃষ্যকারিতার জন্য মনে অতিশয় অনুতাপের সঞ্চার হইল। কিন্তু অতীতের উপর কাহারও কোন হাত না থাকায়, অবশেষে আত্মগ্লানিই তাহার সার হইল।" এরূপে গল্প সমাপ্ত করিয়া দ্বিতীয় মন্ত্রী স্ত্রী-চরিত্রসম্বন্ধে দ্বিতীয় গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন ;—

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যার গল্প।

মন্ত্রী বলিলেন, মহারাজ, স্ত্রী চরিত্র দেবতারাও বুঝিতে পারেন না। যে স্ত্রী ঘোর অবিশ্বাসিনী, স্বৈরিণী, সে স্ত্রীও নানা কৌশলে, মিথ্যাচরণে স্বামীকে ভুলাইয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া থাকে। এক বৃদ্ধ ভদ্রব্যক্তির এক সুন্দরী যুবতী ভার্য্যা ছিল। বৃদ্ধ তাহাকে নিঃসন্দেহে ভালবাসিতেন, কিন্তু যুবতীর চরিত্র কলুষিত, সে পরানুপুক্তাছিল। বৃদ্ধ একদিবস কতিপয় মুদ্রাদানে যুবতীকে আবশ্যক দ্রব্য ক্রয়ার্থ বাজারে প্রেরণ করেন। যুবতী বহুমূল্য কিংখাপ মথ-

মলাভরণে সুসজ্জিতা হইয়া প্রকাশ্য হাটে গমনপূর্ব্বক আহার্য্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া তাহা স্বীয় ভবনে আনয়ন করিবার পরিবর্ত্তে তাহার উপনায়কের মনস্তুষ্ট্যর্থ তদীয় বিপণিতে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিল, এবং সেখানে আমোদ প্রমোদে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া রিক্তহস্তে স্বামীভবনে প্রত্যাগমন করিল। স্বামী-সকাশে উপস্থিত হইবামাত্র রমণী অত্যন্ত ব্যাকুলতা ও ক্ষোভপ্রকাশপূর্ব্বক কহিল, "স্বামিন্, অদ্য প্রায় প্রাণে মরিয়াছিলাম! হাটে যাইবার পথে হঠাৎ আমার হস্ত হইতে আপনার প্রদত্ত মুদ্রাগুলি পথিমধ্যে পতিত হয়, আমি সেগুলি কুড়াইতে যাইতেছি, অমনি এক প্রকাণ্ড উষ্ট্র আসিয়া আমাকে ভীমবেগে আক্রমণ করিল, আমি অগত্যা প্রাণভয়ে মুদ্রা ত্যাগ করিয়া এক নিকটবর্ত্তী বিপিণিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম! উষ্ট্র চলিয়া গেলে সেখানে আসিয়া দেখি মুদ্রাগুলি ইতোমধ্যে কে অপহরণ করিয়া লইয়াছে।" বৃদ্ধ যুবতীর এই অমৃতস্যন্দীবচনে আস্থা স্থাপন করিয়া তাহাকে নানা আদরবাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার কতিপয় মুদ্রা প্রদানে হাটে প্রেরণ করিলেন।" গল্প সমাপ্ত করিয়া মন্ত্রী কহিলেন, জাঁহাপানা, অতএব বিশেষ চিন্তা ও প্রমাণগ্রহণ ব্যতিরেকে রাজকুমারের বধসাধনে ক্ষান্ত হউন। ফলতঃ এ ব্যাপারেও কোন প্রকার ছলনা-চাতুরী থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।" নৃপতি এ গল্প শ্রবণে অগত্যা সে দিবসের নিমিত্ত রাজকুমারের হত্যাকার্য্য স্থগিত রাখিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার কারাগারে প্রেরণ করিলেন। এদিকে তৃতীয়দিনেও পূর্ব্বোক্ত দাসী রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে নানা অনুযোগদিয়া বলিতে লাগিল, "প্রভো, আপনি স্বীয় পুত্রের মমতার অনুরোধে কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিয়া প্রজার অভিযোগের

বিচারে দ্বিধা প্রকাশ করিতেছেন; ইহাতে যে আপনি পাপলিপ্ত হইবেন, তাহা কি দেখিয়াও দেখিতেছেন না? বস্তুতঃ আপনি যদি প্রকৃত অপরাধী রাজকুমারের প্রতি দণ্ড প্রয়োগ না করেন, তবে মন্ত্রীর কুপরামর্শে এক যুবরাজ যেরূপ এক দুর্দ্দান্ত-রাক্ষসের হস্তে নিহত হইয়াছিল আপনাকেও সেই দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে। সে কাহিনী শ্রবণ করুন।

এক যুবরাজ ও রাক্ষসের গল্প।

দাসী কহিল,— এক যুবরাজ একদা সাংসারিক কাজ কর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়া শিকার করিবার উদ্দেশ্যে পিতার অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাজা নানা প্রকারে শিকারের অনৌচিত্য প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "বৎস, জ্ঞানিগণ শিকারকে অত্যন্ত দোষ-জনক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই শ্যেন পক্ষীকে চক্ষুরুৎপাটন করিতে দেখিয়া করুণার্দ্র হইয়া থাকিতে পারিবেন না। সহৃদয়ব্যক্তি সুন্দর সুবর্ণ-মৃগকে কুক্কুরের নখরাঘাতে বিদীর্ণ দেখিয়া কি স্থির থাকিতে পারেন? মন্থরগতি, নম্র চকোরকে জালাবদ্ধ করিয়া হত্যাকরা বুদ্ধিজীবী মানবের পক্ষে নিতান্ত নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

শান্তপ্রকৃতি পশু-পক্ষী কাহারো অনিষ্টসাধন করে না, বন্যতৃণও ফল খাইয়া ইহারা জীবন ধারণকরে। আমরা যেরূপ পরম কারুণিক জগদীশ্বরসৃষ্ট, তাহারাও তদ্রূপ, তবে কেন আমরা উহাদের নিরীহ স্বাধীনজীবন নাশ অথবা স্বাধীনতা হরণ করিয়া প্রত্যবায়ভাগী হইব? ফলতঃ এতদুপলক্ষে একটী বিধবা রমণী এক শিকারীকে যে কথা বলিয়াছিল, তাহা নিতান্তই সুসঙ্গত। রমণী বলিয়াছিল, "এই

অখিল সংসারের যাবতীয় জীব একই পিতার সৃষ্ট, তাঁহারই আদেশে ও ইচ্ছায় সকলেই জীবিত আছে, তবে কেন তুমি নিরীহ প্রাণী-সকলের বধসাধনে অগ্রসর? একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকার জীবননাশও অনুচিত। ঐ যে একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকা শস্যকণা মুখে লইয়া যাই-তেছে, উহাকেও পদদলিত করিও না, কারণ তোমার জীবনের ন্যায় উহার জীবনও উহার নিকট অমূল্য।" নীচমনা ইতর জন্তুই পিপীলিকার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয়; হীন অথবা দুর্ব্বলের প্রতি বল প্রয়োগ প্রকৃত বীরোচিত কার্য্য নহে। শিকাররূপ নিষ্ঠুর আমোদ প্রমোদ, অলস অকর্ম্মণ্য লোকেরই কাজ এবং এতদ্দ্বারা ক্রমশঃ মানবহৃদয় পাষাণে পরিণত হয়। এবংবিধ নানা উপদেশ প্রদান করিবার পরও যখন যুবরাজ স্বীয় শিকার-লালসা পরিত্যাগে সম্মত হইলেন না, তখন অগত্যা রাজা একটী বিশ্বস্ত মন্ত্রিসমভিব্যা-হারে পুত্রকে শিকার করিতে আদেশ দিয়া বিশিষ্টরূপে নিষেধ প্রচার করিলেন, যেন যুবরাজ প্রকাণ্ড বালুকাময় প্রান্তরের নিকটবর্ত্তী না হ'ন। কিন্তু এদিকে পথিমধ্যে একদিন এক দুশ্চরিত্র নির্ব্বোধ চাটুকার রাজকুমারকে গোপনে বলিল, "কুমার, যেস্থানে যাইতে আপনার পিতৃদেব বারংবার নিষেধ করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে সেস্থানই শিকারেরপক্ষে নিতান্ত সুবিধাজনক স্থান ও তথাকার প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতীবমনোহর। বস্তুতঃ কুমার! তথায় মাত্র একটী পাত্র মদিরা পান করিলেও মনে এক অনির্ব্বাচনীয় সুখের উদয় হয়।" একথা শুনিবামাত্র অদূরদর্শী রাজকুমার অবিলম্বে তথায় যাইতে উৎসুক হইলেন, এবং কাহারো কথা না শুনিয়া সেই নিষিদ্ধ স্থানে উপস্থিত হইয়া রাত্রি যাপন জন্য পটবাস স্থাপিত করিলেন। মদ্যপান প্রভৃতি নানাবিধ কুৎসিত আমোদ প্রমোদের পর রাজকুমার ক্লান্তি

অপনোদনার্থ শয্যাশায়ী হইবেন এসময় বস্ত্রাবাসের অদূরে একটী সুদৃশ্য গর্দ্দভ তাহার নেত্রগোচর হইল। তিনি তদ্দর্শনে পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া সত্বর স্বীয় সজ্জিত অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহন করিলেন এবং একাকী তাহার অনুসরণে নিবিড় কাননে প্রবিষ্ট হইলেন। এদিকে কাননাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সে গর্দ্দভ সহসা একটী অদৃষ্টপূর্ব্বা রূপসী কামিনীর আকার ধারণ করিল এবং বিবিধ হাব ভাব প্রদর্শনে যুবরাজের মনোহরণে সচেষ্ট হইল। যুবরাজ যুবতীর এতাদৃশ ব্যবহারে প্রণয়বিহ্বল হইলেন, এবং সুযোগ বুঝিয়া সুকেশীও তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া এক প্রশস্ত হর্ম্ম্যময়ী পুরীতে প্রবিষ্ট হইল। সেখানে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র রমণী বিকট চীৎকারে বলিয়া উঠিল, আজ এক অপূর্ব্ব শিকার হস্তগত হইয়াছে, সকলে শীঘ্র আসিয়া দেখ। ঐ শব্দ উচ্চারণ মাত্র চতুর্দ্দিক হইতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার রাক্ষস সকল একে একে যুবরাজের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইতে লাগিল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাকে শত খণ্ডে বিভক্ত করিল। এইরূপে শিকারী রাক্ষসের শিকাররূপে যুবরাজের ইহলীলাশেষবিষয়ক গল্প সমাপনানন্তর দাসী পুনর্ব্বার কহিল, "প্রভো, যুবরাজ যদি দুরভিসন্ধি স্তাবকের কুপরামর্শে মুগ্ধ না হইতেন, তবে তাঁহাকে এরূপে প্রাণ হারাইতে হইত না। সুতরাং স্বীয় কর্ত্তব্য বিষয়ে স্বয়ং বিশেষ বিবেচনা করাই একান্ত যুক্তিযুক্ত। আপনি যদি মন্ত্রিবর্গের পরামর্শে স্বীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হ'ন, আপনার কলঙ্ক পৃথিবীময় হইবে। আর এক কথা, নগণ্য লোকের শত অপরাধ উপেক্ষণীয়, তাহার দুর্নাম সুনাম কুযশঃ সুযশঃ লইয়া কেহ আন্দোলন আলোচনা করে না, সকলে তাহা শুনিতেও পায় না বা চায় না। কিন্তু মহতের সামান্য

দোষ বা কর্ত্তব্যবিচ্যুতি শতজন শতমুখে মুহূর্ত্তমধ্যে শতদিকে প্রচার করে; সুতরাং স্বীয় কর্ত্তব্য স্বীয় হৃদয়ে অনুধাবন করুন।” এত টুকু বলিয়া দুষ্টবুদ্ধি রমণী নীরব হইলে, রাজা পুনর্ব্বার রাজকুমারের বধ বাসনা প্রকাশ করিলেন।

এবারে তদীয় তৃতীয় মন্ত্রী রাজসকাশে নিবেদন করিলেন, রাজন্! যখন তখন যে সে কাজ সম্পন্ন করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক সদসৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিলে কোনই ক্ষতি নাই, বরং লাভ যথেষ্ট আছে। ভাবিয়া দেখুন, “তরবারীর আঘাত প্রদত্ত হইলে তাহার নিবারণ কদাপি সম্ভব নহে। ফল বৃন্তচ্যুত হইলে উহাকে পুনর্ব্বার বৃন্তে সংস্থাপন সম্পূর্ণ অসম্ভব।” সুতরাং গুরুতর কার্য্যে সবিশেষ বিবেচনার পর কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করিবে, ইহাই জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, রাজকুমারের ব্যাপারে ধীরতা অবলম্বন না করিলে আপনাকে বিড়াল (বেজী) বধে সন্তপ্ত ব্যক্তির ন্যায় পশ্চাৎ অনুতাপে দগ্ধ হইতে হইবে। রাজন্! সে কাহিনী মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন।

এক ব্যক্তি ও বিড়ালের গল্প।

কোতায়া (খাতা) সহরে এক অতি সুশীলা সাধ্বী রমণী বাস করিতেন। অসদাচার, পাপ, কুটিলতা প্রভৃতির নামগন্ধও তাঁহারা চরিত্রে কদাপি দৃষ্ট হইত না। জগৎপিতা জগদীশ্বরের পদে তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। স্বামীর প্রতি রমণী অত্যন্ত অনুরাগসম্পান্না ছিলেন; ভ্রমেও তিনি পরপুরুষের ছায়াও অবলোকন করিতেন না। ফলতঃ ‘অসূর্য্যম্পশ্যা’ বিশেষ-

ণের তিনি সম্পূর্ণ অধিকারিণী ছিলেন। স্বীয় স্বামী, প্রদীপ ও বস্ত্রালঙ্কার ব্যতীত তাঁহার দেহাবলোকনে আর কাহারও সুযোগ ঘটিত না। যাহাই হউক, ঈশ্বরানুগৃহীতা এই সরলা কামিনী কালক্রমে গর্ভাবতী হইয়া এক রমণীয় পুত্র সন্তান প্রসব করিবার পর ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার অভাবে তদীয় স্বামী একান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া নানাপ্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রাবণের ধারার ন্যায় অবিরলধারে তাহার যুগল নয়ন অবিরত অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিত। সাধের নন্দন কানন হইতে পারিজাত বৃক্ষটী অদৃশ্য হওয়ার পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোক সংসারের অনিত্যতা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এ সংসার অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী, চিরপরিবর্ত্তনশীল। ইহা দ্বি-দ্বার-বিশিষ্ট প্রকাণ্ড পান্থশালা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একদ্বার দ্বারা আগন্তুক সমুদায় উহাতে প্রবিষ্ট হইয়া অগৌণে অপর দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায়। ইহা পথিকের বিশ্রামাগার মাত্র, চিরদিন কেহ এখানে তিষ্টিতে পায় না। এবংপ্রকার ভাবনার পর সেই ব্যক্তি কিঞ্চিৎ ব্যবস্থিতচিত্ত হইয়া বিষয় কর্ম্মে মনোনিবেশে কৃতসংকল্প হইলেন, এবং মৃতা স্ত্রীর স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ সদ্যোজাত শিশুটীর লালন পালন জন্য একটী সুশিক্ষিতা সৎস্বভাবান্বিতা উত্তমা ধাত্রী নিয়োজিত করিলেন। ক্রমে শুক্ল পক্ষীয় শশধরের ন্যায় রমণীয় শিশুটী পুষ্টাঙ্গ হইতে লাগিল। একদা কোন কার্য্যোপলক্ষে উক্ত ব্যক্তি স্থানান্তরে গমন করিলেন এবং ধাত্রীরও কিয়ৎ কালের জন্য বাটীর বাহিরে গমনের প্রয়োজন হওয়ায়, ধাত্রী গৃহ-স্বামীর পরিপালিত শিক্ষিত বিড়ালটীর উপর শিশুরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। দৈববশে

সে সময়ে এক বৃহৎ বিষধর গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া শিশুর নিকটবর্ত্তী হইতে যাওয়ায়, বিড়াল ও বিষধরে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। অবশেষে বিড়ালটী কৌশলে বিষধরকে নিহত করিয়া সেই শিশুর প্রাণ রক্ষা করে। বলাই বাহুল্য বিষধরের শোণিত বিড়ালের সর্ব্ব শরীর আপ্লুত করিয়াছিল। ইত্যবসরে গৃহস্বামী গৃহে প্রত্যাগত হইয়া বিড়ালের সর্ব্বাঙ্গে শোণিত দর্শন করিয়াই মনে ভাবিলেন, বিড়ালটী তাঁহার প্রাণপ্রতিম পুত্রের ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে। এ চিন্তা মনে উদিত হইবামাত্র তিনি তন্মুহূর্ত্তে সেই বিড়ালের মস্তকাস্থি শত খণ্ডে বিভক্ত করিলেন। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই যখন স্বীয় জীবিত সন্তানপার্শ্বে মৃত বিষধরদেহ অবলোকন করিলেন, তখন সমস্ত ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করিয়া "হা হতোস্মি"-রবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। বিড়ালের অভাবজনিত দুঃখ অবশিষ্ট জীবনে তিনি বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। মহারাজ! সেজন্যই প্রার্থনা করিতেছি, রাজকুমারের বধসাধনের পূর্ব্বে পূর্ব্বাপর বিবেচনাপূর্ব্বক সুবিচার বিধান করুন। মহারাজ স্ত্রী-চরিত্র নিতান্ত রহস্যময়। কলুষিত চরিত্রা রমণীকে চিনিতে পারে, এরূপ লোক সংসারে অতি বিরল। আমি আপনার নিকট স্ত্রী চরিত্রের দুর্জ্ঞেয়তার সম্বন্ধে একটী উদাহরণের উল্লেখ করিব।

এক কুচক্রী রমণীর গল্প।

কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ জনৈক যুবকের স্ত্রী নিতান্ত কুচরিত্রা ছিল। উক্ত যুবক কোনক্রমে গৃহত্যাগ করিলেই ঐ রমণী স্বীয় উপনায়কদিগের সহিত ব্যভিচারে নিরতা হইত। একদা পূর্ব্বোক্ত ভদ্র যুবক কোন কারণে গ্রামান্তরে গমন করেন, রাত্রি অধিক

হওয়ায় তিনি নিজ ভবনে প্রত্যাগমন না করিয়া সে রজনী কিটবর্ত্তী এক পান্থশালায় যাপন করিবার বাসনা করিলেন। যুবক ও নিতান্ত নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ছিলেন না। রাত্রিতে আহারাদি সমাপনান্তে শয্যাশায়ী হইলে, কথায় কথায় পান্থশালাস্থ পরিচারিকাকে কোন সুন্দরী যুবতীলাভের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলে. পরিচারিকা বলিল, অর্থে সকলই সুসম্পন্ন হয়, উপযুক্ত অর্থ পাইলে সে অবশ্যই অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী ললনা সংগ্রহে সমর্থা হইতে পারে। তখন যুবক তাহাকে প্রচুর অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া রমণীসংগ্রহে নিয়োগ করিলেন॥ কিন্তু রাত্রি সুগভীরা হওয়ায় পরিচারিকা সহসা কোন স্থলেই সিদ্ধকাম হইতে না পারিয়া অগত্যা দূর গ্রামাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল। অসতী রমণীর পরিচয় অন্য কুচরিত্রা রমণীর প্রায় অজ্ঞাত থাকে না। পূর্ব্বোক্ত ভদ্রযুবক পরিচারিকার সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও তদীয় পত্নীর কথা তাহার অজ্ঞাত ছিলনা। সে ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে সেই যুবকের পত্নী সমীপে উপস্থিত হইয়া আপন প্রস্তাব উপস্থিত করিল। যুবক পত্নীও সে রজনীতে স্বামীর প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া উল্লাসে পাপপ্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিল, আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম : কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে আমাকে গৃহে রাখিয়া যাইতে হইবে।. আকাঙ্ক্ষিতলাভে হর্ষিতা হইয়া পরিচারিকা তথাস্তু বলিয়া গৃহ হইতে যুবতীসহ নিষ্ক্রান্ত হইল এবং অবিলম্বে পান্থশালায় উপস্থিত হইল। ভ্রষ্টা রমণীদিগের হৃদয়ে লজ্জার কণামাত্রেরও অস্তিত্ব সম্ভবে না। বরং অভিসারে তাহাদিগের প্রবল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। পাপিনী উল্লাসিত অন্তরে অপরিচিত নায়কের সমীপে উপস্থিত হইয়া হাবভাবে তাহার মনোহরণের কৌশল মনে মনে আবৃত্তি করিতে

করিতে যুবক সমীপে উপস্থিত হইল, কিন্তু অপরিচিত নবীন যুবকের পরিবর্ত্তে শয্যায় স্বীয় স্বামীকে শয়িত দেখিয়া সহসা তাহার মস্তকে শত বজ্রাঘাত হইল। তাহার হৃদযন্ত্র বিকল হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু স্বৈরিণীদিগের বুদ্ধি শতমুখপ্রসারিণী। মুহূর্ত্তে সেভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া রমণী তখন পরিহাস-মিশ্রিত ক্ষুব্ধস্বরে যুবককে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, "ছি নাথ," এইকি তোমার গ্রামান্তরে গমন? তুমি কাজের ছলে পরনারী অন্বেষণে গৃহ বহির্গত হইয়াছ? ছি, ধিক্ আমার জীবনে, যে নারী স্বীয় ভর্ত্তার হৃদয়রঞ্জনে অসমর্থা, তাহার জীবনে কি প্রয়োজন? আমি এখনি এ জীবন পরিত্যাগ করিব বলিতে কি পরিচারিকার মুখে তোমার পাপ বাসনার কথা অবগত হইয়া তখনই আমি জীবননাশে উদ্যতা হইয়াছিলাম, কিন্তু পাপচক্ষের সন্দেহভঞ্জনার্থ মাত্র এখানে আগমন করিয়াছি।" যুবক এ ব্যাপারে এরূপ লজ্জিত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন যে, সে যাত্রা তাহাকে বহু তোষামোদে এবং বহুমূল্য অলঙ্কার প্রদানে স্বীয় পত্নীর মনোরঞ্জন করিতে হইয়াছিল। মহারাজ, অতএব ভাবিয়া দেখুন, রমণীর অসাধ্য কাজ কি আছে? দুশ্চরিত্রাগণ অসম্ভবকে সম্ভবপর করিতে পারে, হাঁ কে না করিতে পারে, বিশেষ অনুসন্ধান ব্যতীত উহাদিগের প্রতি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করা আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। রমণীদিগের মধ্যে অধিকাংশই ব্যভিচারিণী, ছলনাময়ী, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সুতরাং রাজকুমার বধসাধন ব্যাপারে নিরস্ত হউন। অগত্যা বিশেষ বিবেচনার জন্য উহা সম্প্রতি স্থগিত থাকুক। রাজা, মন্ত্রীর এবংপ্রকার যুক্তিপূর্ণ নিবেদন অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া অগত্যা সে দিনের জন্য হত্যাদেশ

প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন। চতুর্থ দিবসে পূর্ব্বোল্লিখিত দাসী রাজসকাশে উপস্থিত হইয়াই গভীর ক্ষোভপ্রকাশে বলিতে লাগিল, রাজন্! আপনি এ ব্যাপারে যেরূপ অবিচার ও পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে বিষপানে এ জীবনের পরিহার করাই উচিত বোধ করিতেছি। স্বীয় পুত্রের মমতায় ন্যায়বিচারে অনাস্থা প্রদর্শন মহতের ধর্ম্ম নহে। যাহাই হইক, এখনও আপনি ন্যায়-বিচারে অগ্রসর না হইলে, এই হস্তস্থিত হলাহলপানে দাসী সকল যন্ত্রনার অবসান করিবে। এই নিগৃহীত, ঘৃণিত জীবনে আমার প্রয়োজন নাই। ফলতঃ এই অত্যাচারের প্রশ্রয় প্রদান জনিত পাপে পরিশেষে আপনাকেও ঋক্ষরাজের দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে। কারণ পাপের হস্তে কাহারো পরিত্রাণ নাই, দীন দুঃখীর কাতর প্রার্থনা সর্ব্বান্তর্য্যামীর অগোচর থাকে না।

ঈশ্বর অপক্ষপাতী, অত্যাচারী পাপমতি
সমুচিত দণ্ড সদা পায়,
দীনের ক্ষীণরোদন, শোকার্ত্তের আবাহন
তাঁর কাছে নিষ্ফলে না যায়।

ঋক্ষরাজ ও এক বানরের গল্প।

দাসী আবেগভরে বলিতে লাগিল,— মহারাজ, এক সময়ে এক মর্কট স্বীয় বার্দ্ধক্যবশে সন্তানগণের গল-গ্রহস্বরূপ হইয়া জীবন যাপন করিতে লাগিল। বহুদিন এ ভাবে যাপিত হইলে বানর বুঝিতে পারিল সন্তানগণ তাহার ভরণ পোষণ অতি কষ্টে বহন করিতেছে। কাজেই ক্রমশঃ তাহারা তাহার উপর বিরক্ত হইতেছে। পরের

অনুগ্রহপ্রতিপাল্য হওয়া কীদৃশ কষ্টকর, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। সুতরাং সুধীগণ বলিয়া থাকেন,—

"অনশনে শোণিতাশ্রু হোক প্রবাহিত,
পর-গল-গ্রহ থাকা তবু অনুচিত।"

ফলতঃ বানরও অসম্মানিত হইবার ভয়ে অগত্যা কায়ক্লেশে দিন যাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সন্তানসন্ততি হইতে বিদায়-গ্রহণপূর্ব্বক কাননের এক নিবিড় প্রদেশে প্রবিষ্ট হইল। ক্রমে স্বর ভ্রমণ করিতে করিতে অসংখ্য ফল-পরি-শোভিত এক প্রাচীন আঙ্গুর বৃক্ষ দেখিতে পাইল, এবং ঐ ফল ভক্ষণে বহুদিন কাটাইতে পারিবে ভাবিয়া অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ ও সন্তুষ্ট হইল। এদিকে অনতিবিলম্বে তথায় আততায়িতাড়িত এক প্রচণ্ড কৃষ্ণ ভল্লুক উপস্থিত হইল, এবং গমনজনিত ক্লান্তি অপনোদনার্থ উক্ত বৃক্ষতলে অবস্থান করিতে লাগিল। ভল্লুক যখন তথায় অবস্থান করিয়া আপনাকে নিরাপদ মনে করিল, তখন হৃষ্টচিত্তে নানাদিগবলোকনপূর্ব্বক দেখিতে পাইল, শূন্যোপরি অতি লোভ-নীয় সুশোভন বহুতর সুপক্ক আঙ্গুরফল বিলম্বিত থাকিয়া দর্শকের চিত্ত হরণ করিতেছে এবং এক বৃদ্ধ মর্কট স্বচ্ছন্দে সে ফল ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে। ভল্লুক তৎক্ষণাৎ মর্কটের নিকট কতিপয় আঙ্গুর প্রার্থনা করিয়া বলিল, "ভাই! শত্রু কর্তৃক পশ্চা-দ্ধাবিত হইয়া বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, দুটী ফল দানে আমাকে তৃপ্ত কর।" বানরও এ কাতরোক্তি শ্রবণে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিল। অধুনা ভল্লুক আঙ্গুর রসাস্বাদনে যতই ফুল্ল ও লুব্ধ হইতে লাগিল ততই তাহার সাহস ও দুর্ব্বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; ক্রমে ক্রমে তাহার 'প্রার্থনাবাণী' 'প্রভুত্ব'-গর্ব্বোচ্চারিত আদেশে

পরিণত হইতে লাগিল। এদিকে বানর ভাবিল ঋক্ষের অবাধ আকাঙ্ক্ষানলে অবিরত আহুতি অর্পণ করিলে শীঘ্রই বৃক্ষ ফলশূন্য, সুতরাং তাহাকেও আশ্রয়হীন হইতে হইবে। কাজেই আর ভল্লুকের প্রস্তাবে সম্মত হওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। বানর এরূপ ভাবিয়া ভল্লুককে ফলদানে বিরত হইলে, ভল্লুক উহাকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল এবং ক্রমে প্রকৃতই অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া বানরকে আক্রমণ করিতে কৃতসংকল্প হইল। শাখামৃগ ভল্লুকভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া একমনে জগদীশ্বরস্মরণ করিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ উচ্চ শাখায় অধিরূঢ় হইল। ঋক্ষরাজ যখন দেখিল শাখামৃগ কিছুতেই ফল প্রদান করিল না, তখন সে লম্ফদানে যেমন বৃক্ষ শাখায় আরোহণ করিল অমনি শাখা ভগ্ন হও-য়ায় ভূপতিত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। মহারাজ, অত্যাচারী কদাপি জগদীশ্বরের বিরক্তি ও ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। পাপের ফল অবশ্য ভোগ করিতে হয়। প্রত্যুত পাপের প্রশ্রয় প্রদানও সামান্য অবিচার নহে। পুত্রস্নেহে অবিচারজনিত প্রত্যবায়ে আজ আপনি লিপ্ত হইতে যাইতেছেন, আমি বেশী আর কি বলিব? কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, সংসারে পুত্র কলত্র কেহই কিছু নয়, এক মাত্র ধর্ম্মই পালনীয় ও পরত্রের একমাত্র অবলম্বন।

ধন জন পুত্র কন্যা পত্নী পরিবার,
কেহ কারো নয়, ভবে সকলি অসার;
এক মাত্র লক্ষ্য কর, "ধর্ম্মের সাধন,"
ধর্ম্মহেতু ত্যজ প্রাণ, রাখহ জীবন।

দাসী ওজস্বিনী ভাষায় এরূপে রাজাকে উত্তেজিত করিলে, রাজা পুনরপি গম্ভীরস্বরে আদেশ প্রচার করিলেন, "আমি বলি-

তেছি, সর্ব্বাদৌ ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখাই অবশ্য কর্ত্তব্য। পুত্রবৎসলতায় অন্ধ হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যলঙ্ঘনপূর্ব্বক ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দান আমার পক্ষে একান্ত অসহ্য। অতএব ত্বরায় রাজকুমারের পাপ জীবনের অবসান হউক। প্রচণ্ড অনল কুণ্ডে তাহার জীবন ভস্মীভূত করিতে আর তিলমাত্র বিলম্ব করা অনুচিত।

রাজার এ কঠোর আদেশ শ্রবণে অমাত্যবর্গ পুনর্বায় অতীব বিচলিত হইলেন, এবারে রাজার চতুর্থ মন্ত্রী নিতান্ত বিনীতভাবে রাজসকাশে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ সামান্যা দাসীর অভি-যোগে সাক্ষাৎ প্রমাণগ্রহণ ব্যতিরেকে যুবরাজের প্রাণগ্রহণ কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয় না। কোন গুরুতর ব্যাপারে অযথোচিত সত্বরতা অবলম্বন আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। স্ত্রী লোকেরা বাম উরু হইতে উদ্ভূতা, উহাদিগের প্রকৃতি স্বভাবতই বক্র। বক্রবস্তুতে সরলতার আশাকরা নিতান্তই অসঙ্গত। স্ত্রীলো-কের সাধারণতই খলস্বভাবা, সুতরাং উহারা সহজে বিশ্বাসযোগ্যা নহে। এমতাবস্থায় রাজকুমারের হত্যা ব্যাপার স্থগিত রাখাই যুক্তি-সঙ্গত। বিশেষতঃ রাজা এবং বিচারকদিগের পক্ষে ধীরতা ও গাম্ভীর্য্য অবলম্বনই সুপ্রশস্ত। নতুবা পরিশেষে পরিতাপগ্রস্ত হইতে হয়। বোগদাদ সহরে এক বণিক স্বীয় স্ত্রী হত্যা ব্যাপারে সত্বরতা অবলম্বন করিয়া পরিশেষে কীদৃশ অনুতাপগ্রস্ত হইয়া ছিল, এস্থলে আমি তাহাই বিবৃত করিতেছি।

বণিকের অকারণ স্ত্রী হত্যা।

সমৃদ্ধিশালী বোগদাদ নগরস্থ জনৈক বণিকের এক অতি গুণবতী পত্নী ছিল। উক্ত সুন্দরী সাধ্বী রমণী পতির একান্ত অনুবর্ত্তিনী থাকায় বণিক তাহাকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করিত। ফলতঃ উভয়ের মধ্যে দাম্পত্য প্রণয় এতই প্রবল ছিল যে, একে অপরের বিরহে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িত। একদা বণিক-পত্নী সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়িনী হওয়ায় বণিগ্বর প্রাণপণে তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় তৎপর হইল। কিয়দ্দিবস রোগ-ভোগের পর বণিক্ পত্নী আরোগ্য-মুখিনী হইলে বণিকের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। একদিন রমণী বণিকের নিকট কথায় কথায় জানাইল, রোগান্ত অরুচির অপনোদনার্থ ছেবফল ভোজনে তাহার প্রবলা আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। পত্নীগত-প্রাণ সওদাগর পত্নীর বাসনা পরিপূরণার্থে তন্মুহূর্ত্তেই ছেবফল সংগ্রহার্থ তদীয় ভৃত্যকে আদেশ প্রদান করিল। ভৃত্য বহু অন্বেষণেও উক্ত ফল সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া প্রভু সমীপে নিবেদন করিল, "প্রভো এই অসময়ে হাটে বাজারে সহরের প্রতি গলিতে বহু অনুসন্ধানেও ফল পাইতেছি না, তবে জ্ঞাত হইলাম মৌস্থলের বাগানে অকালেও ছেবফল পাইবার সবিশেষ সম্ভাবনা আছে। অধীনের ক্রটী মাফ করিতে আজ্ঞা হয়।" বণিক ভৃত্যের বচনে কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়া কোন উষ্ট্রচালককে আহ্বান করিতে ভৃত্যের প্রতি অনুজ্ঞা করিল, এবং ক্ষণপরে ভৃত্য জনৈক উষ্ট্রচালক সমভিব্যাহারে প্রত্যাগত হইলে উষ্ট্ররক্ষককে সম্বোধন করিয়া বণিক ব্যগ্রভাবে বলিল, বাহক! তুমি যদি মৌস্থল বাগান হইতে সত্বর কতিপয় ছেবফল সমভিব্যাহারে কল্যমধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন

করিতে পার, আমি তোমার পরিশ্রমের যথোচিত পুরস্কার প্রদান করিব।” উষ্ট্রবাহক অবনতমস্তকে এ প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং দ্বিতীয় দিবসের মধ্যাহ্ন সময়ে দুটী ছেবফলসহ বণিগ্-ভবনে প্রত্যাগত হইলে বণিক হৃষ্টচিত্তে ফলগ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদানানন্তর বিদায় করিল।

. অভীপ্সিত ফল প্রাপ্ত হইয়া বণিক্‌পত্নী সাতিশয় আহ্লাদিতা হইল, বলাই বাহুল্য। বণিকও বহুদিবসের পর পত্নীকে সন্তুষ্টা দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে স্বীয় বহুতর আবশ্যক কর্ম্ম সম্পাদনার্থ আপন কর্ম্মস্থলে গমন করিল। এদিকে দুটী ফল উপাধান সন্নিধানে রাখিয়া বণিক্‌পত্নী যখন নিদ্রা যাইতেছিলেন, সেই অবসরে তাহার দুইটী পুত্র সেই লোভনীয় অকাল-প্রসূত ফল দুটী হাতে লইয়া ক্রীড়োন্মত্তাবস্থায় গৃহের বাহিরে গমন করিল। দৈবক্রমে সে সময়ে এক কদাকার ভীমকায় ক্রীতদাস সে স্থানদিয়া গমন করিতেছিল, সে সুপক্ক ছেবফল দুইটীর লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া বালকযুগল হইতে সে দুটি বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিল। বালকদ্বয় ইহাতে সাতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া প্রথমে করুণস্বরে ক্রীতদাসের নিকট নানাপ্রকার কাতরতা জ্ঞাপন করিয়া ফল প্রত্যর্পণের অনুরোধ করিল, কিন্তু অবশেষে ফল প্রাপ্তির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া উভয়ে বালজনোচিত ক্রোধ-ভরে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, “প্রতারক! আমাদের মা পীড়িতা বলিয়া বাবা কত টাকা ব্যয় করিয়া মৌসুলের বাগান হইতে আজ এগুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, আর তুই এগুলি কাড়িয়া লইতে-ছিস্, রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়া তোর পাপের দণ্ড প্রদান করাইব, নিশ্চিত জানিস্।” নীচমনা ক্রুতদাস এ সকল কথায় ভ্রূক্ষেপও না করিয়া ত্বরিতপদে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল।

ঘটনা বৈচিত্র্যে পূর্ব্বোক্ত বণিক কর্ম্মস্থান হইতে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে স্বীয় ভবনে প্রত্যাগত হইবার পথে ক্রীতদাসকে দেখিতে পাইল। ক্রীতদাস দুষ্প্রাপ্য ফলদুটী সহজে করায়ত্ত করিয়া হৃষ্টচিত্তে সে পথেই যাইতেছিল। বণিক বোগদাদ সহরের কোথাও ফল আছে ভাবিয়া প্রাপ্তিস্থান জ্ঞাত হইবার অভিপ্রায়ে উহাকে প্রশ্ন করিল, "ওহে এ ফল দুটী তুমি কোথায় পাইয়াছ, আমিতো জানিতাম বোগদাদে এ ফল সহজপ্রাপ্য নহে।" ক্রীতদাস সহসা এ প্রশ্নের কি উত্তর প্রদান করিবে স্থির করিতে পারিল না। বণিক তাহার আচরণে কিঞ্চিৎ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, "তুমি কোথা হইতে এ অকালপ্রসূত ফল দুটী সংগ্রহ করিলে, কিরূপেই বা সংগ্রহ করিলে বলিতেছ না কেন, বুঝিতে পারিতেছি না।" বণিকের নিকট উত্তর দিতে বিলম্ব হওয়ায় ক্রীতদাস কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইতে-ছিল, কিন্তু সহসা তাহার মস্তিষ্কে রসিকতা প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল, সে বলিল "মহাশয় কি বলিব, বোগদাদের কোন ধনবান ব্যক্তি তদীয় পত্নীকে ফল দুটী মৌসুলের বাগান হইতে বহু ব্যয়ে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, উক্ত রমণী বহুদিন পীড়িতা ছিল, সে আমার প্রণয়ভাগিনী আমি বহুদিন পরে তাহাকে দেখিতে যাওয়ায় সে এই অকালপ্রাপ্য ফল দুটী আমাকে প্রীতি উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়াছে। এ সকল কথা প্রকাশ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য, তাই এতক্ষণ সংকোচ বোধ করিতে ছিলাম, ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত কামিনী আমাকে সাতিশয় ভালবাসে।" এই বলিয়া কদাকার ক্রীতদাস মনে মনে স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের চমৎকারিত্ব অনুভব করিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিল। এদিকে ক্রীতদাসের উক্তি শ্রবণে বণিক যেন এককালে শত বজ্রাঘাতে চমকিত ও বিমূঢ়

হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, এ ক্রীতদাস যাহা যাহা বলিল, আমার অবস্থার সহিত. সে সকলেরই সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে; আমার স্ত্রী পীড়িতা, আমিই অদ্য মৌসুলের বাগান হইতে বহু-ব্যয়ে ফল সংগ্রহ করিয়াছিলাম, হায় হায়, আমার স্ত্রী এত পাপিষ্ঠা, ভ্রষ্টাচারিণী! আর আমি উহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি!! উঃ পাপিণী কি মায়াবিনী!!! যাহাহউক অদ্য স্বহস্তে উহার পাপ জীবনের অবসান করিতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিব না।" এরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিচারবিমূঢ়, পাপিষ্ঠপ্রতারিত বণিক গৃহে প্রত্যা-গমন করিয়াই বিনাবাক্যব্যয়ে স্বীয় পত্নী সকাশে উপস্থিত হইয়া তীক্ষ্ণ তরবারিসাহায্যে পতিপ্রাণা সাধ্বীর মস্তক বিনাবাক্যব্যয়ে তন্মুহূর্ত্তেই স্কন্ধচ্যুত করিল। বণিক এবংপ্রকারে ক্রোধের কিঞ্চিৎ উপশম করিয়া বহিঃস্থ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবামাত্র তদীয় পুত্রদ্বয় দ্রুতপদে তৎসকাশে উপস্থিত হইয়া ক্রীতদাসের অত্যাচারের কথা পিতৃ-সমীপে যথাযথ নিবেদন করিল। তাহারা বলিল, "বাবা একটা জঘন্য কৃষ্ণবর্ণ লোক আমাদিগের হস্ত হইতে তোমার আনীত ছেব ফল দুটী বলপূর্ব্বক হইয়া গেল, মায়ের পীড়ার কথা, ফলের সংগ্রহের কথা কত করিয়া তাহাকে বলিলাম, কিন্তু পাপিষ্ঠ কিছুতেই কর্ণপাত করিল না। বাবা এখন কি হইবে? মায়ের অজ্ঞাতে আমরা ফল লইয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম, এক্ষণে আর মায়ের নিকটে যাইতে সাহসী হইতেছি না।" অকপটচিত্ত বালকদ্বয়ের কথা শুনিয়া বণিক সমস্ত ব্যপার হৃদয়ঙ্গম করিয়া মস্তকে করাঘাতপূর্ব্বক "হা হতোস্মি" রবে চীৎকার করিতে লাগিল। সে স্বীয় কৃতকর্ম্মের জন্য এক্ষণে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া এরূপ গুরুতর

কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে বলিয়া নিজের জীবনকে শত ধিক্কারে ধিক্কৃত করিয়াও সে শান্তিলাভে অসমর্থ হইল। মহারাজ. অতএব বলিতেছি, গুরুতর ব্যাপারে পূর্ব্বাপর বিবেচনা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এ সকল স্থলে সত্বরতা অবলম্বন কোন ক্রমেই অনুমোদনীয় নহে।

অতএব "তাড়াতাড়ি কার্য্যফলে সর্ব্বনাশহয়, ।
তাড়াতাড়ি কার্য্যকরা কভূ ভাল নয়"
কার্য্যারম্ভপূর্ব্বে চিন্তা নিতান্ত উচিত,
পরে চিন্তা অনুতাপ অতি অনুচিত

রাজন্! এস্থলে আমি স্ত্রীলোকের কপটতার একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তাহাতেই স্ত্রীচরিত্র কত জঘন্য বুঝিতে পারিবেন; রমণী যে কদাপি বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না, সে কাহিনীই তাহার প্রমাণ। আপনি অবহিতচিত্তে উহা শ্রবণ করুন।

এক সৈনিক পুরুষ ও তাহার পত্নীর গল্প।

সাভা সহরে এক সৈনিক পুরুষ ও তদীয় পত্নী বাস করিত। রমণী যুবতী ও সুন্দরী ছিল, কিন্তু উহার চরিত্র নিতান্ত কলুষিত। যাহাই হউক, সৈনিক পুরুষ কিন্তু উহাকে অবিশ্বাস করিত না। একদা সৈনিক পুরুষ রাজকার্য্য উপলক্ষে বিদেশে যাইতে বাধ্য হওয়ায়, তদীয় পত্নী হইতে বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট দিনে উদ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে যাত্রা করিল। এদিকে সৈনিক গৃহবহির্গত হওয়া মাত্রই পাপিষ্ঠা স্বৈরিণী সৈনিকপত্নী তাহার প্রিয়তম উপনায়ককে স্বীয় ভবনে আহ্বান করত দিবসরজনী আমোদ প্রমোদে ক্ষেপণ করিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে পূর্ব্বোক্ত সৈনিক দুই দিবস ভ্রমণের পর সহসা দেখিতে পাইল, সে অত্যাবশ্যক পরিচয়লিপি গৃহে

ফেলিয়া আসিয়াছে। এক্ষণে তাহার গৃহে প্রত্যাগমন অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়ায় অর্দ্ধপথ হইতে পুনরায় গৃহাভিমুখে রওনা হইয়া চতুর্থ দিবসে দ্বিপ্রহরাতীতে আপন আবাসে উপস্থিত হইল। বলাবাহুল্য সৈনিক রমণী দিবারাত্র ভবনদ্বার রুদ্ধ করিয়া স্বীয় প্রণয়পাত্রের সহিত জঘন্য আমোদে মত্ত থাকিত; এক্ষণে সহসা বহির্দ্বারে স্বামীর আহ্বানস্বর শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ বিচলিতা হইল, কিন্তু ভ্রষ্টাদিগের নষ্টা বুদ্ধি সূচাগ্র-মুখিনী। উহারা বিপদে পতিতা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইতে কদাপি অসমর্থা হয় না। স্বামীর আহ্বানে "যাই" বলিয়া উত্তর প্রদান করিয়া স্বীয় উপপতিকে মশক-নিবারণীর (মশারির) অন্তরালে লুক্কায়িত রাখিয়া দ্বারের অর্গল উন্মোচন করিল এবং সহাস্যে স্বামীকে লইয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইল। দিবাভাগে মশক-নিবারণী অভিনবভাবে দোলায়মান দেখিয়া সৈনিক পুরুষ উহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, ব্যভিচারিণী প্রথমে অন্য কথা উত্থাপন করিয়া সহসা সৈনিকের গৃহাগমন ব্যাপারে যেন প্রকৃতই যে উল্লসিতা হইয়াছে এরূপ ভাণ করিয়া বলিল, "তুমি এত দিন গৃহে অনুপস্থিত থাকায় আমি একরূপ জীবন্মৃতা হইয়া ছিলাম। আর ত আমি তোমাকে বিদেশে যাইতে ছাড়িয়া দিতে পারিব না। স্বামী-বিরহের কত যাতনা, তাহা আমি এ কয় দিনে সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। আরো দেখ রমণীর সতীধর্ম্ম কাচের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর। স্ত্রীলোকের মন স্বভাবতই দুর্ব্বল কখন উহারা ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয় কে জানে? আর এক কথা! তোমার যাইবার পর, সে দিন পাড়ায় এক অতি অভিনব ঘটনাও ঘটিয়া গিয়াছে। অমুক তোমারই ন্যায় কিয়দ্দিনের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেলে, তাহার নষ্ট-প্রকৃতি পত্নী তদীয় উপপতি সহ হাস্যপরিহাসে দিন কর্ত্তন করিতেছিল।

ইতিমধ্যে সহসা পথিমধ্য হইতে সে ব্যক্তি গৃহে প্রত্যাগত হইলে, উপায়ান্তর না দেখিয়া ঐ কলুষিতচরিত্রা রমণী তখন এইরূপ মশক-নিবারণীর অন্তরালে তাহার উপপতিকে লুক্কায়িত রাখিয়া স্বামীর অভ্যর্থনা করিল এবং স্বামীকে তাড়াতাড়ি দুগ্ধ-দোহন কার্য্যে অন্যমনস্ক রাখিয়া নানা ছলে হাস্য পরিহাস করিতে করিতে নানা প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া কৌতুকভাণে দ্বিভাজ বস্ত্র দ্বারা তাহার চক্ষু আবৃত করত স্বীয় উপপতির পলায়নে সুযোগ প্রদান করিল। "দ্বিভাজ বস্ত্র দ্বারা তাহার চক্ষুঃ আবৃত করিয়া" এই কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে, প্রকৃত ব্যাপারের অভিনয়ব্যপদেশে পাপিষ্ঠা সৈনিক রমণী যেমন সৈনিক পুরুষের চক্ষুঃ প্রকৃতই স্বীয় অঞ্চল দ্বারা আবৃত করিল, অমনি ই তাহার উপনায়ক রমণীর কৌশল-সঙ্কেত উপলব্ধি করিয়া সত্বর নিঃশব্দে গৃহবহির্গত হইল। সৈনিক স্বীয় পত্নীর হাব ভাব ও বচনকৌশলে এবংপ্রকার মুগ্ধ ও অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল যে, প্রকৃত ব্যপারের বিন্দুমাত্রও সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। মহারাজ, সেই প্রপঞ্চপরায়ণা রমণী কেমন কৌশলসহকারে স্বীয় কাহিনী বিবৃত করিয়া একদিকে স্বীয় উপপতিকে পলায়নের উপদেশ প্রদান করিয়াছিল, এবং অপর দিকে স্বীয় স্বামীকে অন্যমনস্ক রাখিতে সমর্থা হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে উঁহাদিগের শঠতা ও বুদ্ধির কিঞ্চিৎ পরিচয় উপলব্ধি করা যায়। উহারা কদাপি কোন অবস্থায়ই বিশ্বাসযোগ্যা নহে। ফলতঃ "মরে নারী উড়ে ছাই, তবু তারে বিশ্বাস নাই" এ প্রচলিত প্রবাদ সর্ব্বাংশে সত্য। অতএব আপনি সবিশেষ বিবেচনা ব্যতিরেকে এ ব্যপারে রমণীর কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া পরিণামে অনুতাপানলে দগ্ধ হইবার

পথ সুপ্রশস্ত করিবেন না। ইহাই আমাদিগের বিনীত প্রার্থনা। মন্ত্রীর এই জ্ঞানগর্ভ বাক্যে রাজা পুনর্ব্বার তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন এবং পূর্ব্ববৎ রাজকুমার সেদিনেও কারাগারে রক্ষিত হইলেন।

পঞ্চম দিবসে পূর্ব্বোক্তা অন্তঃপুর পরিচারিকা পুনর্ব্বার রাজসমীপে অভিযোগ করিল "মহারাজ আমি বহুদিন সুবিচারের প্রতীক্ষায় যাপন করিলাম, কিন্তু দেখিতেছি, আপনি অত্যাচারীর অত্যাচারের প্রশ্রয় প্রদানই যুক্তিসঙ্গত মনে করিতেছেন, রাজন্! আপনি নিশ্চিত জানিবেন, অত্যাচারী ও অত্যাচারীর প্রশ্রয়দাতা বিচারক উভয়ই তুল্য পাপী। উভয়েই জগৎপিতা জগদীশ্বরের বিরক্তিভাজন হইয়া তুল্যদুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। অত্যাচারীর অত্যাচার কার্য্য কখনও গোপনে থাকে না; এক দিনে হউক, দুই দিনে হউক বা দশ দিনে হউক, এক সময়ে কোন না কোন উপায়ে অবশ্যই পাপীর পাপকার্য্য জগৎ সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, সুতরাং আমার প্রতি অত্যাচারের প্রমাণ এক দিন না এক দিন লোকলোচনের গোচরে আসিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার দুঃখ এই আপনি পুত্রবাৎসল্যে অন্ধ হইয়া 'পক্ষপাতী' বলিয়া জগতে বিঘোষিত হইলেন। মহারাজ, নির্জ্জনের হত্যা-ব্যাপারও দয়াময়ের রাজ্যে গুপ্ত থাকিতে পারে না, এতো প্রকাশ্য দিবালোকের ঘটনা? মহারাজ, আপনি কি সাধু দবেশ ও দস্যুদিগের কাহিনী অবগত নহেন?"

এক সাধু দরবেশ ও দস্যুদলের গল্প।

দাসী বলিতে লাগিলেন, "বাবল নগরে এক অতি সদাচার-পরায়ণ ধার্ম্মিক দরবেশ বাস করিতেন। পীড়িতের শুশ্রূষা, তৃষিতের জলদান, বিপন্নের যথাসাধ্য সহায়তা করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। ফলতঃ সে নগরে এমন ব্যক্তি কেহ ছিল না, যে দরবেশের নাম শ্রবণে তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ না হইত। বহুদিবস সে নগরে অতিবাহিত করিবার পর কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে স্থানান্তরে গমন করিতে হয়। গমনে সত্বরতার অত্যাবশ্যকতা উপলব্ধি হওয়ায় দরবেশ অগত্যা আরণ্যপথে ভ্রমণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া একদা উদ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে যাত্রা করত জন-মানবশূন্য নিবিড় কাননে প্রবিষ্ট হইলেন। সে কাননের কতিপয় লোক কেবল দস্যুতা করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তাহারা দরবেশ সন্দর্শনে তাহাকেও হত্যা করিতে অগ্রসর হইল। দরবেশ তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "দস্যুগণ, তোমরা বৃথা আমাকে হনন করিয়া পাপভাগী হইতে যাইতেছ, আমি কপর্দ্দক-শূন্য, তোমাদের ইচ্ছা হইলে আমার সর্ব্বশরীর অনুসন্ধান করিয়া দেখ, বৃথা কেন আমার জীবন হরণ করিবে?" দরবেশের একথায় দস্যুদল আস্থা স্থাপন করিল না। তাহারা ধনলোভে দরবেশকে সবিশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল দেখিয়া দরবেশ পুনরায় বলিলেন,—"ভাই সব, জগদীশ্বর সর্ব্বতশ্চক্ষুঃ, তিনি তোমা-দের পাপাচরণ প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তোমরা বৃথা আমাকে যন্ত্রণা দিয়া প্রত্যবায়ভাগী হইও না।" দরবেশের এ করুণবচনে দস্যুদলের হৃদয়ে দয়ার পরিবর্ত্তে ক্রোধভাবের উদয় হইল, তাহারা

এ নির্ভীক স্পষ্টবাদী দরবেশকে অশেষ প্রকারে অমানুষিক যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল। দরবেশ মৃত্যু-মুহূর্ত্তে একদল রাজহংসকে আকাশে উড্ডীয়মান দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,— "অবোধ দস্যুদল, তোমরা ভাবিয়াছ, তোমাদের এ পাপকার্য্য তোমরা সংগোপনে সম্পন্ন করিতেছ, কিন্তু ঐ দেখ বিমান-বিহারী মরালদল তোমাদিগের কার্য্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিতেছে, তোমরা নিশ্চিত জানিও অবিলম্বে তোমাদিগকে ইহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। ইহকালের পাপ ইহকালেই ভোগ করিতে হয়।" এই বলিয়া দরবেশ অন্তিমকালে জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিতে করিতে একমাত্র নির্ব্বাক রাজহংসদলকে স্বীয় হত্যার প্রমাণ রাখিয়া বিজন বিপিনে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

কুসংবাদ বায়ুগতি প্রকাশিত হইয়া পরে, জনৈক কাষ্ঠ-সংগ্রাহক-যোগে দরবেশের মৃত্যু সংবাদ ও শীঘ্রই নগরে প্রচারিত হইয়া পরিল। নাগরিকগণ সাধু পর্য্যটকের এবংপ্রকার শোচনীয় মৃত্যু সংবাদে একবাক্যে শোক প্রকাশ করিতে লাগিল এবং হত্যাকারীর অনুসন্ধাননিমিত্ত একযোগে রাজসমীপে নিবেদন করিল। বহু অনুসন্ধানেও যখন হত্যাকারীর কোন তথ্য সংগৃহীত হইল না, তখন অগত্যা তাহারা এব্যাপারের অনুসন্ধান নিমিত্ত এক গুপ্তচর নিযুক্ত করিল। এদিকে, কোন নির্দ্দিষ্ট উৎসব দিবসে বিবল নগরে এক বাৎসরিক মহামেলার প্রতিষ্ঠা হইত। রাজ্যের সমস্ত প্রজা ঐ মেলাস্থলে সংমিলিত হইয়া আমোদ প্রমোদ ও ক্রয় বিক্রয় কার্য্য সম্পাদন করিবার প্রথা বহুকাল প্রচলিত ছিল। ঐ নির্দ্দিষ্ট দিবসে মহামেলাস্থলে কতিপয় লোকের মস্তকোপরি বারংবার, কতিপয় মরাল অঙ্গসঞ্চালন ও উপবেশন করিয়া অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ

করায়, একদিকে সেই কতিপয় লোক যেমন বিরক্ত হইতে লাগিল, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গ তেমনই বিস্মিত হইতে লাগিলেন। যাহাই হউক, সন্ধ্যাতীতে পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায় ফিরিয়া যাইবার কালে এ ব্যাপারের সমালোচনা ব্যপদেশে উহাদিগের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি কহিল;—"ওহে, দেখিতেছি রাজহংসদল আমাদিগকে ভুলিতে পারে নাই,—অবশেষে উহারাই দরবেশের হত্যার প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইল নাকি?" এ কথায় অবশিষ্ট দল অট্টহাসি হাসিল। বলা বাহুল্য যে এ সকল ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত দরবেশের হত্যাকারী দস্যু সম্প্রদায়। যাহাই হউক, যখন নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে উহারা পূর্ব্বোল্লিখিত কথোপকথন করিতেছিল, তখন এক ব্যক্তি অতি গুপ্তভাবে উহাদিগের অনুসরণ করিতেছিল, ইহারা তাহা আদৌ উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

এক্ষণে ঐ গুপ্তব্যক্তি তাহাদিগের কথা শ্রবণে ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া উহাদিগের বাসস্থান নিরূপিত করিয়া সে রাত্রি নগরে প্রত্যাগত হইল। পরদিবস অতি প্রত্যূষে রাজকীয় বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী কর্তৃক উক্ত দস্যুদল ধৃত ও বিচারার্থ বিচারকসমীপে উপস্থাপিত হইল, এবং অবশেষে নিরুপায় ভাবিয়া আপনাদিগের দোষ স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। তখন তাহারা বুঝিতে পারিল,—"যদ্যপি গোপনে পাপ হোক অনুষ্ঠিত,

দুর্লক্ষ্য ঘটনাসূত্রে হয় প্রকাশিত," ।

বিচার ক্ষেত্রে সুবিচারকের সুবিচারে দস্যুদল চরমদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল। মহারাজ, অতএব বলিতেছি পাপাচরণ গোপনে থাকিবে না। বৃথা আপনি এ ব্যাপারে পক্ষপাতী-নাম ক্রয় করিয়া জগতে আপনার নির্ম্মল যশশ্চন্দ্রমা কলঙ্কযুক্ত

করিতেছেন।” দাসীর কৌশলবিন্যস্ত বচনপরম্পরায় পুনরায় রাজা বিমুগ্ধ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানবিরহিত হইলেন এবং তদ্দণ্ডেই দৃঢ়তাসহকারে যুবরাজের বধাজ্ঞা ঘোষণা করিয়া দিলেন। এবারে রাজার পঞ্চম মন্ত্রী রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “প্রভো, আপনি বিচক্ষণ, কিন্তু এ ব্যাপারে আপনার অব্যবস্থিত-চিত্ততা প্রকাশ পাইতেছে দেখিয়া, রাজ্যবাসী সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছে। বিনাবিচারে অভিযোগকারীর আবেদন মাত্র শুনিয়া কাহারো প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান অপেক্ষা অবিবেচনা ও অদূরদর্শিতার কার্য্য কি হইতে পারে? ইহা অপেক্ষা অত্যাচার এ জগতে কি থাকিতে পারে? সন্দেহস্থলে কোনও অপরাধী ব্যক্তির মুক্তিপ্রদান বরং ধর্ম্মসম্মত বলিয়া বিবেচিত হইবে, কিন্তু সন্দেহ বশে ব্যক্তিবিশেষের প্রাণহরণ কীদৃশ পাপমূলক কার্য্য তাহা নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখুন। আমার মতে বিচারে সত্বরতা অতীব গর্হিতাচরণ। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে জ্ঞানিগণ একবাক্যে নিষেধ করিয়াছেন।

ক্রোধে বশীভূত হলে মানবের মন,
সদসৎ জ্ঞান তায় থাকে না কখন।”

একের প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া অপরের প্রাণ হনন কদাপি ধর্ম্মসম্মত কার্য্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ উত্তেজনার প্রাবল্যে কৃত কার্য্যের জন্য বহুতর ব্যক্তি এজগতে আজীবন অনুতাপগ্রস্ত হইয়া গিয়াছেন। একদা এক পালিত বাজপক্ষীকে অকারণে সংহার করিয়া জনৈক ভূপতি কি প্রকার শোকগ্রস্ত হইয়াছিলেন, আপনার অবগত্যর্থ এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি; শ্রবণ করুন।

এক বাজপক্ষী ও ভূপতির গল্প।

মন্ত্রী বলিতে লাগিলেন, মহারাজ, কোন রাজা বড়ই মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। বন্য হরিণ, বন্য বরাহ প্রভৃতি পশু, বন্য কপোত ঘুঘু প্রভৃতি পক্ষী শিকারেই তিনি দিবসের অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করিতে ভালবাসিতেন। শিকারী পশুপক্ষী প্রভৃতি জন্তুগণের প্রতিও তাহার একান্ত অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। তন্মধ্যে একটী শ্যেন পক্ষী তাহার অতিশয় প্রীতি ও স্নেহভাজন হইয়া পড়িয়াছিল। শয়নে, অশনে, জাগরণে ভ্রমণে সকল সময়েই সেই বাজ পক্ষী তাহার চিরসহচর ছিল। একদা রাজা মৃগয়োপলক্ষে কোন কাননে উপস্থিত হইলে একটী সুদৃশ্য সুবৃহৎ বন্য কুরঙ্গ তাহার নয়নপথের পথিক হইল। রাজা উহার অনুসরণে স্বীয় সহচর-বর্গ হইতে বিছিন্ন হইয়া ঘোর নির্জ্জন বনে প্রবিষ্ট হইলেন। দ্রুতানুসরণে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া রাজা অগত্যা মৃগের পশ্চাদ্ধাবনে ক্ষান্ত হইলেন এবং এক প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষতলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। এক্ষণে ভূপতি তৃষ্ণায় অতীব কাতর হইয়া পরিলেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বাজপক্ষী ব্যতীত অপর কেহ তাহার সমভিব্যাহারে না থাকায় পানীয়ের অনুসন্ধানে স্বয়ং ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে রাজা লক্ষ্য করিলেন, তিনি যে বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহারই অনতিদূরে অন্য এক প্রকাণ্ড বনশাল বৃক্ষের অত্যুচ্চ কোটর হইতে বিন্দু বিন্দু জল ভূপতিত হইতেছে। ভূপতি তদ্দর্শনে একান্ত

আহ্লাদিত হইয়া বহুক্ষণ করাঞ্জলিতে সেই বিন্দু বিন্দু জল সংগৃহীত করিয়া পানার্থ উদ্যত হইলেন। এদিকে তাঁহার সমভিব্যাহারী বাজপক্ষী এতক্ষণ নিতান্ত উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছিল, যখন দেখিল রাজা পানার্থ করাঞ্জলি ওষ্ঠসংস্পৃষ্ট করিলেন, তখন সহসা পক্ষসঞ্চালনে সে বারি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল। রাজা একে নিদারুণ তৃষ্ণায় কাতর, তাহাতে বহুকষ্টে বিন্দু বিন্দু জল সংগৃহীত করিয়াছিলেন, কাজেই বাজের এ ব্যবহারে নিতান্ত বিরক্ত হইলেন, কিন্তু পক্ষীজাতি নিতান্ত নির্ব্বোধ, বিচার বা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য এরূপ মনে করিয়া এ যাত্রা বাজকে ক্ষমা করিয়া একটু দূরে অপসারিত করিয়া দিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ জল সংগ্রহানানন্তর তাহা পানার্থ উদ্যত হইলেন। এবারেও বাজপক্ষী চীৎকারপূর্ব্বক সহসা সে পানীয় হস্তচ্যুত করিবার জন্য রাজার করযুগলে নখরাঘাত করিল। প্রাণান্তকর তৃষ্ণাকাতর রাজা এবারে বাজের ব্যবহারে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বিশিষ্ট দণ্ড প্রদানে উদ্যত হইলেন, কিন্তু বাজের প্রতি তাঁহার একান্ত আসক্তি বশতঃ অগত্যা এবারেও তিনি বাজকে ক্ষমা করিলেন। অধুনা তিনি বাজকে বহুদূরে অপসারিত ও পূর্ব্ববৎ জল সংগ্রহ করিয়া যেমন উহা পান করিতে যাইবেন অমনি বাজ পুনরায় নখর ও চঞ্চুদ্বারা রাজার বদন ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাহাকে জলপানে প্রতিনিবৃত্ত করিল।

ভূপতি এবারে আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার ধৈর্য্য সীমা অতিক্রম করিল। তিনি এক্ষণে পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া,—বৃক্ষ কোটরে জল সঞ্চয়ের সম্ভাবনার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে বাজ কর্ত্তৃক কৌশলে পুনঃ পুনঃ আকৃষ্ট হইয়াও সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া—অচিরে বাজকে ধৃত ও তাহাকে

সজোরে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন। বাজ তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ক্রোধের উত্তেজনা কিঞ্চিৎ শমিত হইলে রাজা বাজের আচরণ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে বুঝিতে পারিলেন, কোন গূঢ় উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই হয়ত বাজ বারংবার তাঁহাকে সলিলপানে বিরত হইতে ইঙ্গিত করিতেছিল। রাজা ক্রমে ক্রমে এ বিষয়ে যতই পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন, ততই তাহার মনে সন্দেহের উদ্রেক হইতে লাগিল, পরিশেষে তিনি বৃক্ষ কোটরে জলের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভবপর সে বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তাহার জনৈক অনুচর সেস্থলে উপস্থিত হইলে তাহাকে সলিলকোটর পরিদর্শন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন, এবং স্বয়ং মনোযোগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সে সলিল বিন্দু পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। এবারে ভূপতি স্পষ্ট অনুভব করিলেন সে সলিল দুর্গন্ধ অপরিষ্কার। এদিকে বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া সহচর দেখিল, কোটরে এক প্রকাণ্ড অজগর মৃতাবস্থায় শায়িত। তাহারই পচনশীল দেহ হইতে বিন্দু বিন্দু বিষাক্ত জল কোটর বাহিয়া ভূপতিত হইতেছে।

অনুচর যখন এ সকল কথা ভূপতিসমীপে নিবেদন করিল, তখন তাহার শোকাক্ষেপের পরিসীমা রহিল না। তিনি উচ্ছ্বাসে বলিতে লাগিলেন, "হায় হায়, আমি এমনই মূর্খ, এমনই কৃতঘ্ন যে, যে আমাকে প্রাণদান করিতে সতত চেষ্টা করিতেছিল, আমি অবশেষে তাহাকেই অকারণে বিনষ্ট করিলাম। জীবনদাতার জীবন-হরণ-জনিত পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত করিব? মৃত্যুই এক্ষণে আমার প্রকৃত দণ্ড। হায় হায়, ক্রোধের বশীভূত হইলে মানব কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন পশু অপেক্ষা ও অধম হইয়া পরে। সদসৎ

জ্ঞান তাহার তখন এককালে বিলুপ্ত হয়। হায় হায়, পৃথিবীতে ক্রোধই মানবের প্রধান শত্রু।”—

গৃহ হ’তে অগ্নি যথা গৃহান্তরে ধায়
সমীরণ সহযোগে নগরজ্বালায়।
তেমন ক্রোধিত জন কোপান্বিত হ’য়ে
আপনিও হয় নষ্ট অন্যকে নাশিয়ে॥

ফলতঃ মহারাজ, উত্তেজনা প্রাবল্যে কোন কার্য্য সম্পাদন করিলে এরূপ অনুশোচনা অনিবার্য্য। মন্ত্রী একথা বলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, “বিশেষতঃ স্ত্রীলোক যে ক্ষেত্রে কোন কার্য্যের প্ররোচনকর্ত্রী, সেস্থলে বিচারে বিবেচনা সর্ব্বাংশে কর্ত্তব্য। স্ত্রীচরিত্র কতদূর রহস্যময়, রমণী কতদূর ছলনাময়ী, তাহারও একটী কাহিনী এস্থলেই বর্ণনা করিতেছি।”

সওদাগর ও তদীয় পত্নীর গল্প।

মন্ত্রী বলিলেন,— “জনৈক সওদাগরের স্ত্রী বড়ই ব্যভিচারিণী ছিল। পতিবর্ত্তমানে এক উপপতিতেও তাহার পাপ বাসনা চরিতার্থ হইত না। সুযোগ ক্রমেই দুষ্টা নিত্য নূতন নাগর সংগ্রহে আগ্রহান্বিতা হইত। সওদাগর স্বীয় কর্ম্ম স্থলে গমন করিবামাত্র পাপিনী একতর উপনায়ক সমভিব্যাহারে ভোগ-বিহারে নিরতা হইত। একদা অসময়ে দিবাভাগে বণিক স্বীয় কর্ম্মস্থান হইতে স্বভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বহির্দ্বার উন্মোচনার্থ পত্নীকে আহ্বান করিলে গৃহস্থিত উপনায়ক প্রাণভয়ে ভীত হইয়া

নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু কৌশলে অভ্যস্তা স্বৈরিণী তাহাকে নানাবচনে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, "তোমার ভয় নাই, তুমি সাহসের সহিত আমার নির্দ্দেশমত কার্য্য কর, তোমার চিন্তার বিন্দুমাত্র কারণ ও বিদ্যমান থাকিবে না।" বিপদ্‌গ্রস্ত উপনায়ক অগত্যা এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে ভ্রষ্টা বলিল, "তুমি ঐ কুক্কুট-মঞ্চের উপরিভাগে কোন ক্রমে কিয়ৎকাল লুক্কায়িত থাক, পরে সুযোগক্রমে সহসা বণিক্‌সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিও, তুমি কাল। পাপাচারের দণ্ড প্রদান তোমার কর্ত্তব্য, তুমি সর্ব্বত-শ্চক্ষুঃ, সর্ব্বত্র বিদ্যমান।" আমি নিশ্চিত বলিতেছি তুমি সাহস অবলম্বন করিলে এ কুসংস্কারগ্রস্ত বণিকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া তোমারপক্ষে নিতান্ত সহজ হইয়া দাঁড়াইবে। উপপতির প্রতি উপদেশ প্রদান করিয়া দুষ্টবুদ্ধি রমণী মুহূর্ত্তে স্বীয় পালিত ভেড়াটীকে বন্ধন মুক্তকরিয়া দিয়া ত্বরিতপদে বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়াই ভূপতিত হইল, এবং কোনক্রমে দ্বারার্গল মোচন করিয়া হাপাইতে হাপাইতে বলিল, "সর্ব্বনাশ, আজ আমার প্রাণান্ত হইয়াছিল! আজ দুর্দ্দান্ত ভেড়াটা সহসা আমাকে আক্রমণ করিলে আমি ভয়ে মুর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িয়া ছিলাম, ভাগ্যে এ সময়ে বহির্দ্বারে তোমার স্বর শুনিতে পাইলাম, তাই কোন ক্রমে সাহসে ভর করিয়া আত্মরক্ষাক্রমে এতক্ষণে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি! জগদীশ্বর আজ বড় সুপ্রসন্ন, "তাই এত সত্বর গৃহ-প্রত্যাগমনে তোমার সুমতি হইয়াছিল। আইস, শীঘ্র আসিয়া দুরন্ত ভেড়াকে শান্তকর।" একবারে—এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া পাপিনী সাগ্রহে স্বামীকে লইয়া প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইল। বণিক ভ্রষ্টার বাক্‌প্রাপঞ্চে মুগ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে

ভেড়াকে বন্ধনমুক্ত দেখিয়া এতদ্বিষয়ে তাহার আর সন্দেহ রহিল না। সে অনতিবিলম্বে এক লগুড়হস্তে ভেড়াকে আক্রমণ করিল। ভেড়া সহসা গৃহস্বামীর বিসদৃশ আচরণে আত্মরক্ষার্থ নানাস্থানে উপস্থিত হইয়া অবশেষে কুক্কুটমঞ্চে আশ্রয় গ্রহণই যুক্তিযুক্ত মনে করিল এবং একলম্ফে যেমন তদুপরি আরোহণ করিল অমনি উহা ভঙ্গ হওয়ায় কুক্কুটগুলি ইতস্ততঃ উড্ডীয়মান হইল। এদিকে বণিক্‌পত্নীর পূর্ব্বোক্ত উপনায়ক ইহাকেই উত্তম সুযোগ ভাবিয়া ভৈরব রবে সহসা লম্ফ প্রদানে বণিক সম্মুখে উপস্থিত হইল। বণিক্‌পত্নী এক্ষণে বণিকের আকস্মিক ভীতি বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে "মা— গো— এ কি!" বলিয়া সহসা ধরাশায়িনী হইল। বণিকও এই অভূত-পূর্ব্ব আকস্মিক ব্যাপারে একেবারে হতবুদ্ধি ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিল,— "একি! তুমি কে? উপনায়ক তখন গম্ভীর বিকৃত স্বরে বলিতে লাগিল, "আমি কাল, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বসাক্ষী; তুই নিরীহ ভেড়ার প্রাণ বধে বাসনা করিয়াছিস্, কিন্তু দয়াময় জগদীশ্বরের রাজ্যে দুর্ব্বলের উপর প্রবলের নিপীড়ন হইতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। আমি তোর এ আচরণের উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিব! আমি তোকে তোরই উত্তোলিত লগুড়ে সংহার করিয়া স্ববশে আনয়ন করিব। যম তোর শিয়রে উপস্থিত! "যম" এ শব্দ উচ্চারিত হইবা মাত্র কুসংস্কারাচ্ছন্ন বণিক একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, সে কম্পিত-কণ্ঠে যুক্তকরে বলিতে লাগিল, "প্রভো, ক্ষমা করুন, আমি কুকর্ম্ম করিয়াছি, এ জীবনে আর কাহারো উপর লগুড় উত্তোলন করিব না। কাহারোপ্রতি আক্রমণে আমি আদৌ অভ্যস্ত নহি, কেবল পত্নী-পীড়ন-রত ভেড়াকে আজ আমি তাড়াইতেছিলাম।

যাহাই হউক, এ জীবনে আর এরূপ অপকর্ম্ম করিব না, আজ আমাকে মুক্তি দিউন।” উপপতি এক্ষণে উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়া এই বলিতে বলিতে প্রস্থান করিল, “তোর পত্নী ভেড়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাতে তাহার প্রাণান্ত করার চেষ্টা অতীব গর্হিত। যাক্, এ যাত্রা আমি তোকে ক্ষমা করিলাম।” উপপতি নির্ব্বিঘ্নে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে পর প্রবঞ্চন-পরায়ণা রমণী সম্বিৎলাভের ভাণ করিয়া ভূমিশয্যা ত্যাগ করিল এবং পাপবাক্যে বণিককে এ অদ্ভুত কার্য্য কলাপের সত্যতা উপলব্ধি করাইয়া দিল। মহারাজ, অতএব ভাবুন স্ত্রীলোকের অসাধ্য কর্ম্ম জগতে কি আছে? এক্ষণে এরূপ স্ত্রীজনবাক্যে অপরের প্রাণ সংহার কীদৃশ অবিবেচনার কার্য্য? বিশেষতঃ উপস্থিত ব্যাপারে অন্তঃপুরচারিণী যেরূপ ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করিতেছে, তাহাতে তাহার আচরণ অতীব সন্দেহজনক।” রাজা এতচ্ছ্রবণে চিন্তিত হইলেন, এবং সেদিনও রাজকুমারের বধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিলেন।

পরদিবস অতি প্রত্যূষে অন্তঃপুরচারিণী সেই প্রবঞ্চনপরায়ণা সৈরিন্ধ্রী পুনরায় রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধস্বরে বলিতে লাগিল, “মহারাজ দেখিতেছি, আপনি পুনঃ পুনঃ স্বীয় আদেশের প্রত্যাহার করিয়া একান্ত অব্যবস্থিতচিত্ততা ও কর্ত্তব্য-ভ্রষ্টতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন, ইহাতে আপনার কলঙ্কের সীমা থাকিবে না। ফলতঃ আপনি উদারহৃদয় মহৎ, কাজেই আপনার সরলহৃদয় সহজেই কর্ত্তব্যের নিকট নম্রতা স্বীকার করে। কর্ত্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া রাজকুমারের বধাজ্ঞা প্রদানে আপনি স্বীয় বিচার শক্তির যথেষ্ট নিরপেক্ষতা প্রমাণ করেন, কিন্তু

মন্ত্রিগণের কুপরামর্শে পুনরায় মনের দৃঢ়তা লোপ পায়, বিবেক-বুদ্ধির প্রকৃত শক্তি শিথিল হইয়া পরে। মহারাজ! সদসৎ বিবেচনা কার্য্যে মনের দৃঢ়তাবলম্বন অত্যাবশ্যক। কাহারো পরামর্শে আপন বিবেকবুদ্ধির বিরুদ্ধভাবাপন্ন হওয়া কোনক্রমেই অনুমোদনীয় নহে। কোন বানরের পরামর্শে একদা এক শার্দ্দূল কিরূপ বিপন্ন হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন; বুঝিতে পাইবেন, আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহারো পরামর্শ গ্রহণ করিলে পরিশেষে কি ফলপ্রাপ্ত হইতে হয়।

এক বানর ও ব্যাঘ্রের গল্প।

কোন সওদাগর বহুসংখ্যক মূল্যবান অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র প্রভৃতি সমভিব্যাহারে বাণিজ্যার্থ দেশান্তরে গমন করিতেছিল; পথি মধ্যে সে কোন অপরিচিত পান্থশালায় যামিনীযাপনার্থ উপস্থিত হইয়া আপন অশ্ব, অশ্বতর প্রভৃতিকে এক বৃক্ষতলে একত্র সংবদ্ধ করিল। এবং স্বয়ং তাহাদিগের নিকটেই অবস্থান করিবার যথোচিত ব্যবস্থা করিল। এদিকে এক চোর একতর অশ্ব অপহরণমানসে অন্ধকারছায়ায় বণিকের অগোচরে সেই বৃক্ষারূঢ় হইয়া অশ্বাপহরণের উপযুক্ত অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে এক বিকটাকার মাংসলোলুপ শার্দ্দূল অন্ধকার রজনীতে নিকটস্থ অরণ্য হইতে বহির্গত হইয়া বৃক্ষতলস্থিত অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র প্রভৃতি হইতে একতর জন্তুকে আক্রমণজন্য ধীরপদে সাবধানতার সহিত উহাদিগের নিকটে অগ্রসর হইয়া যে মুহূর্ত্তে প্রস্তুত হইতেছিল, পূর্ব্বোক্ত সুযোগান্বেষণকারী বৃক্ষস্থিত তস্করও সেই মুহূর্ত্তে তন্দ্রোত্থিত

সাহসী ও কৌশলী শত্রুর সম্মুখীন হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে।” কিন্তু একথায় মর্কট নিরস্ত না হইয়া ব্যাঘ্রের নিকট বুদ্ধিমান ও সাহসী বলিয়া পরিচিত হইবার আশায়, বারংবার প্রকৃত ব্যাপারের অবগতির জন্য ব্যাঘ্রকে উত্তেজিত করিতে লাগিল এবং স্বয়ং প্রথমে অগ্রসর হইয়া ব্যাঘ্রকে পথপ্রদর্শনে অনুরোধ করিয়া বলিল,—“পশুরাজ, আপনি ভীত হইতেছেন কেন, নিশ্চিতই দেখিবেন আমার অনুমান সত্য—আপনার সংশয় নিরাকরণার্থ আমি অগ্রে গমন করিতেছি, আপনি আমার পশ্চাদনুসরণ করুন।” ব্যাঘ্র এবারে লজ্জায় ও প্রতিপত্তি-হ্রাসের ভয়ে অগত্যা মর্কটসমভিব্যাহারে পূর্ব্বকথিত তিন্তিড়ী বৃক্ষোদ্দেশ্যে গমন করিল ও অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, মর্কটের অনুমান মিথ্যা নহে। একব্যক্তি বৃক্ষ শাখায় আরোহণ করিয়া বিশ্রামলাভ করিতেছে। এবার মর্কট নিতান্ত দম্ভের সহিত বলিতে লাগিল,—“পশুরাজ, দেখুন আমার অনুমান সত্য কি না, আপনি যদি প্রকৃত ব্যাপারের অনুসন্ধান না করিয়া কুসংস্কারগ্রস্তহৃদয়ে কাননে প্রস্থান করিতেন, আজীবন আপনার এ অকারণ ভীতি হৃদয়ের অন্তস্তলে অবাধে রাজত্ব করিত। কিন্তু এক্ষণে সকল ভয় দূর হইল, এক্ষণে আপনার নির্য্যাতনকারীকে আহার্য্যে পরিণত করিয়া গত যামিনীর ক্লান্তি অপনোদন করুন।” ব্যাঘ্র এ সকল কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল,—“ভাই তোমার এ প্রস্তাবে আমি স্বীকৃত হইতে পারিতেছি না। যদ্যপি এ ব্যক্তি আমার ভক্ষ্য তথাপি, এ বিষম দুঃসাহসী, উহাকে নিহতকরা সহজসাধ্য নহে। দুঃসাহসী ব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই, অতএব উহার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করাই উচিত বলিয়া মনেকরিতেছি।” এ কথায় মর্কট

উচ্চ হাসি হাসিল। সে হাসি ব্যাঘ্রের হৃদয়স্পর্শ করিল। অবশেষে সে মর্কটের কথা শুনিয়া অগত্যা তাহার স্বমত পরিবর্ত্তনে বাধ্য হইল। মর্কট অবজ্ঞাভরে বলিতেছিল,—"আজ অসম্ভব সম্ভবপর হইল, সামান্য মানবভয়ে শার্দ্দূলরাজ ভীত হইলেন, ইহাপেক্ষা কলঙ্কের ও বিস্ময়ের বিষয় আর কি থাকিতে পারে! আমি না হয় নীরবে থাকিব, কিন্তু আপনার এ ভীতিব্যাবহারের অপবাদ—ঐই আপনার জীবিত শত্রুর মুখে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই পৃথিবীময় বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। আর আপনি উহাকে বধ করিতে ভীত হইতেছেন!! ছি ছি, আসুন আমিই অগ্রে বৃক্ষোপরি আরোহণ করিব।" বানরের অবজ্ঞা-মিশ্রিত উত্তেজনাবাক্যে ব্যাঘ্র স্থির থাকিতে না পারিয়া বৃক্ষোপরি আরোহণ করাই শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিল। এদিকে চোর আপন বিপদ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কিরূপে ব্যাঘ্রকে নিহত করিতে পারিবে তাহারই উপায় উদ্ভাবনে চিন্তিত হইল। ইতোমধ্যে শার্দ্দূল বৃক্ষারূঢ় হইয়া ক্রমশঃ চোরের নিকটবর্ত্তী হইতেছিল দেখিয়া চোর অগত্যা শাখা হইতে শাখান্তরে গমন করিতেছিল, পরিশেষে চোর বৃক্ষতলে এক কূপ লক্ষ্য করিয়া একতর শাখাবলম্বনে ক্রমে ক্রমে সেই কূপের দিকেই অগ্রসর হইল। পরে যখন দেখিল ব্যাঘ্র তাহারই অনুসরণে সে শাখাবলম্বনে তাহার অতি নিকটে উপস্থিত হইল, তখন সে শাখাগ্রভাগে দেহ বিলম্বিত করিয়া শূন্যলম্ফে সহসা উৎক্ষিপ্ত হইয়া পুনর্ণমিত হইল, তখনই ব্যাঘ্র সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে সহসা শাখা বিচ্যুত হইয়া নিম্নস্থ কূপগহ্বরে নিপতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন মর্কট ব্যাঘ্রের সেরূপ অপমৃত্যু দর্শনে ভীত হইয়া অবিলম্বে সেস্থান পরিত্যাগ করিল।" এরূপে গল্প সমাপ্ত করিয়া দাসী কহিল,—মহারাজ, আপন বিবেকবুদ্ধির বিরুদ্ধে অপ-

রের উত্তেজনায় চালিত হওয়া কিরূপ বিপজ্জনক তাহা এ গল্পে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। অপরে যাহা সুসঙ্গত জ্ঞান করে, তাহা নিতান্ত ভ্রম সঙ্কুল হইতে পারে, সে জন্যই জ্ঞানিগণ আপন বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। নীতি শাস্ত্রে আছে,—

"আপন বিবেক জ্ঞানে কর্ত্তব্যের নির্দ্ধারণে,
হবে অগ্রসর।
ধরম বিচার কালে কদাপি করো না ভুলে,
অপরে নির্ভর॥"

সুতরাং মহারাজ মন্ত্রিগণের কথায় বিচলিত হইয়া স্বীয় মত পরিহারে অধর্ম্মসঞ্চয়ে নিরস্ত হউন। আমি নিশ্চিত বুঝিয়াছি আপনি এ ক্ষেত্রে অপত্য-স্নেহাপেক্ষা কুমন্ত্রণার অত্যধিক বশতায় অধর্ম্মগ্রস্থ হইতেছেন। পরমন্ত্রণার কুফল পূর্ব্বগল্পে প্রমাণিত হইয়াছে, এক্ষণে স্বয়ং স্বীয় কর্ত্তব্যের নির্দ্ধারণ করুন। সৈরিন্ধ্রীর এই বাক্যগল্পে মহারাজ পুনর্ব্বার প্রত্যাশ্বিত হইলেন, পুনর্ব্বার তিনি অবিচলিত দৃঢ়স্বরে রাজকুমারের বধের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। এ আদেশে মন্ত্রিবর্গ পুনর্ব্বার বিচলিত হইলেন।

এবারে ষষ্ঠ মন্ত্রী আপন বক্তব্য বলিবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিয়া, এরূপে বক্তব্যের ভূমিকা আরম্ভ করিলেন, "মহারাজ, আপনি সুবুদ্ধি, বিজ্ঞ ও স্বধর্ম্মপরায়ণ, আপনার সুবিচারে এ অবধি প্রজাবর্গ আপনার অতিশয় অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছে। বিচারকের উপযুক্ত গুণাবলী, ধীরতা, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতির অভাব আপনার চরিত্রে কদাপি পরিদৃষ্ট হয় নাই; কিন্তু না জানি কোন্‌গ্রহ-বৈগুণ্যে অধুনা এ কয়েক দিবস আপনাকে নিতান্ত অব্যবস্থিত-চিত্ত উপলব্ধি

হইতেছে। সকলে অনুমান করিতেছে, মহারাজ স্ত্রীলোকের বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া স্বীয় সুখনাশের ও রাজ্যের প্রজামণ্ডলীর মনঃপীড়ার কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছেন। মহারাজ, স্ত্রীলোকের অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে? বিশেষতঃ বিচারে "রাজধর্ম্ম" গ্রহণ না করিয়া সিংহগাম্ভীর্য্য অবলম্বন নিতান্ত উচিত। যাহা গত হয় তাহার উপর কাহারও হাত থাকেনা, সেজন্য উপস্থিত কার্য্য ধীরতার সহিত সম্পন্ন করিতে পণ্ডিতগণ ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়াছেন। রাজন! এক বণিক সহসা উত্তেজনাবশে স্বীয় সাধ্বী পত্নীর জীবন নাশ করিয়া কি প্রকারে পাতকগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ আদ্যোপান্ত শ্রবণ করুন। এস্থলেই আমি তাহার উল্লেখ করিতেছি।

বণিক, তদীয় পত্নী ও এক ক্রীত দাসের গল্প।

মন্ত্রী কহিলেন, অতি প্রাচীনকালে বেবিলন নগরে এক বণিক স্বীয় সাধ্বী পত্নীসমভিব্যাহারে অতিশয় সুখভোগে দিনাতিপাত করিতেছিল। বণিকের আবাসে এক ক্রীতদাস ব্যতীত অপর দাস দাসী কেহই ছিলনা। এই ক্রীতদাস বড়ই দুষ্টবুদ্ধি ও ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি ছিল। বণিক দম্পতি সুখে ও স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন, ইহা তাহার প্রাণে সহ্য হইল না। বিশেষতঃ বণিক্-পত্নীর লোকবিমোহন সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে তাহার প্রাণে এক অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরিত হইল। সে প্রথমে নানা উপায়ে বণিক পত্নীর মনোহরণে সচেষ্ট হইল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে কৌশলে তাহাকে হস্তগত করিবার এক উপায় উদ্ভাবন

করিল। এক দিবস সে কথা প্রসঙ্গে বণিক্‌পত্নীকে জ্ঞাপন করিল,—“কর্ত্রি! আপনি একটু সাবধান হইবেন। প্রভুর ব্যবহার লক্ষ্য করিবেন, তিনি অপরে আশক্ত হইয়াছেন। আমি আপনার উপকারার্থ আপনাকে এ কথা বলিতেছি, দেখিবেন প্রভু সমীপে একথার উত্থাপন করিয়া আমাকে বিপদ্‌গ্রস্ত ও স্বয়ং ধর্ম্মবিচ্যুতা হইবেন না।” এ কথায় বণিকপত্নী তত মনঃসংযোগ করিলেন না বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের হৃদয় বড়ই সংশয়প্রবণ সুতরাং এ কথার স্মৃতি তাহার অন্তঃকরণ হইতে বিলুপ্ত হইল না। এদিকে কুবুদ্ধি ক্রীতদাস অভীষ্টসাধনে অকৃতকার্য্য হইয়া মনে মনে ভাবিল, “দাম্পত্য প্রেমে সন্দেহ উপস্থিত না করিলে দেখিতেছি উপায়ন্তর নাই; বণিকের মনে এমনি সন্দেহ উপস্থিত করিব, যাহাতে বণিক্‌ পত্নীকে গৃহবহিষ্কৃত না করিয়া নিরস্ত না হয়।” একথা ভাবিয়া একদিন সে বণিককে বলিল, „প্রভো, আমি অন্যত্র প্রস্থান করিব, শীঘ্রই অন্য দাসের অনুসন্ধান করুন!” বণিক্‌ তাহার কথায় বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলে পাপিষ্ঠ অসংকোচে কহিল, “আমি দেখিতেছি, অচিরেই আপনি এক গুরুতর বিপদ-গ্রস্ত হইবেন, আপনার অতি বিশ্বস্ত কোন ব্যক্তি বিশ্বাস হনন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।”

আপনি প্রভু, আমি ভৃত্য; আপনার পত্নী আমার কর্ত্রী, এক্ষেত্রে ইহার অধিক প্রকাশ করা আমার অসাধ্য। ভৃত্যের এ প্রকার বচনচাতুর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া বণিক সমস্ত বিবরণ জানিতে উদ্বিগ্ন হইলে দুর্বৃত্ত বলিল, “আপনি কিয়দ্দিন অপেক্ষা করুন, স্বয়ং সকলই দেখিবেন। অগত্যা আমি স্বীকার করিতেছি, আপনার মঙ্গলার্থ আপনার ভবনে থাকিয়া আপনাকে সময়ে সাবধানতা অবলম্বন

করিতে ইঙ্গিত করিব। কিন্তু এক কথা, আপনি অদ্যকার এ ব্যাপার ঘুণাক্ষরেও কাহার নিকট প্রকাশ করিবেন না; এমন কি এ বিষয় আপনি আপনার পত্নীকেও জ্ঞাত করিবেন না, অল্প দিবস মধ্যেই স্বয়ং সমগ্র দেখিতে পাইবেন।" ফলতঃ পাপ-মতি ক্রীতদাস এ সকল কথা এমনই কৌশলসহকারে বিবৃত করিল যে বণিক্ তাহার কথার সত্যতা বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইলেন, এবং স্বয়ং নিতান্ত সন্দিগ্ধমানে দিনপাত করিতে লাগিলেন। বণিক্-পত্নী পতির সন্দিগ্ধ ব্যবহারকে ক্রমে ক্রমে অনাদর ভাবিয়া নিতান্ত বিষণ্ণা হইলেন এবং ক্রীতদাসের মিথ্যা বচনে আস্থাস্থাপন করিতে উদ্যতা হইলেন। দুর্ম্মতি ক্রীতদাস বণিগ্দম্পতির এ চিত্ত-বৈপরীত্য মনোযোগসহকারে লক্ষ্য করিতেছিল, এক্ষণে সে সুযোগ বুঝিয়া বণিক্‌পত্নী সকাশে উপস্থিত হইয়া গোপনে বলিল,—কর্ত্রি! আপনি আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন না, কিন্তু ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে, পরিশেষে আপনাকে পথের ভিখারিণী হইতে হইবে। এসময়ে প্রভুর প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তনে কৃতসংকল্পা হউন, নতুবা শেষে পরিতাপগ্রস্তা হইবেন। আপনাকে বেশী কিছু করিতে হইবে না, অদূরে এক বহুদর্শী দরবেশ বাস করিতেছেন তৎসমীপে গমনকরিয়া অবিলম্বে স্বীয় স্বামীকে বশীভূত রাখিবার ঔষধ সংগ্রহ করুন। ঐ দরবেশ এবিষয়ে সিদ্ধহস্ত।" একথা বলিয়া কিয়ৎক্ষণ পর পুনরায় দুষ্টবুদ্ধি বলিল,—"আর উহাতেও অসম্মত হইলে অগত্যা আজ্ঞা করিলে আমিও আপনার প্রতিনিধিরূপে ঐ দরবেশের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি। বলিতে কি, আপনাদিগের অন্নে এ দেহ বর্দ্ধিত হইয়েছে, সে জন্যই সংসারের রক্ষাকল্পে আপনার মঙ্গলের জন্য আমি এতদূর আগ্রহ প্রকাশ

করিতেছি।” এবারে বণিক্‌পত্নী প্রতারিতা হইলেন, তিনি অসতের অভিসন্ধি না বুঝিয়া এ প্রস্তাবে স্বীকৃতা হইলেন এবং বলিলেন, “তোমার এ ব বহারে আমি তোমার বাধ্য হইলাম। পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, তুমি নিঃস্বার্থভাবে আমার উপকারে রত হইয়াছ বলিয়া আমি তোমাকে ধন্যবাদ করিতেছি। আমি কুলবধূ, একাকিনী দরবেশের সহিত সাক্ষাৎকরা ভাল দেখাইবে না, অতএব তুমিই এক্ষেত্রে আমার প্রতিনিধি হইয়া কাতরবচনে দরবেশের সহায়তা ভিক্ষা কর। ফলতঃ আমি এ কয়দিন আমার প্রভুকে বড় অন্যমনস্ক ও উদাসীন দেখিতেছি। এক্ষণে বুঝিতেছি, আমি তোমার পূর্ব্ব কথার ইঙ্গিতে সাবধান না হইয়া কুকর্ম্ম করিয়াছে, তুমি প্রকৃতই আমার হিতকামী।”

ক্রীতদাস রমণীর এই বিনয়বচনে অতীব আহ্লাদিত হইল এবং নিতান্ত নিঃস্বার্থপরতার ভাণ করিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইল। পরদিবস সে সুযোগক্রমে বণিক্‌পত্নীকে কহিল, ‘সাধ্বি! আমি দরবেশের নিকট বহুবিনয়ে আপনার জন্য ঔষধ ভিক্ষা করায় তিনি বলিয়াছেন, কল্য শনিবার, আপনার স্বামীর অজ্ঞাতে তদীয় শ্মশ্রু তাঁহার হস্তগত হইলে তিনি ইহার প্রতিষেধক ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারেন, অতএব আপনি ইহা অগ্রই সংগ্রহ করিতে বিস্মৃতা হইবেন না। বলাবাহুলা, তিনি প্রগাঢ় নিদ্রাভিভূত হইলে সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরদ্বারা এইকার্য্য করিতে হইবে। দরবেশ আগামী পরশ্ব দিবসে দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইবেন, ইহাও আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন। “স্বামীর শ্মশ্রুসংগ্রহব্যাপারে কোনই অসুবিধা নাই, বিশেষতঃ উহাতে দোষের বিষয়ই বা কি থাকিতে পারে!” মনে মনে এরূপ ভাবিয়া বণিক্‌পত্নী এপ্রস্তাবে আপন সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

এদিকে দুষ্ট ক্রীতদাস বণিক্‌পত্নীর অগোচরে বণিক্‌ সমীপে উপস্থিত হইয়া নিতান্ত বিমর্ষভাবে ধীরে ধীরে বলিল, "প্রভো, আজ আমি আপনাকে একটা কথা বলিব, আপনি স্বয়ং এবিষয় পরীক্ষা করিবেন, সুতরাং উহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে এক্ষণে অপর কিছুই বক্তব্য নাই, তবে আমার প্রার্থনা, আপনি অপরাধীর হত্যা সাধন করিবেন না, অপর যে কোন দণ্ড প্রদান করিয়া তাহাকে নিষ্কৃতি দিবেন।" বণিক্‌ একথা শ্রবণে এতই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইতে তাহার মুহূর্ত্ত বিলম্ব সহ্য হইল না, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—"তোমার সকল প্রস্তাবেই আমি সম্মত, এক্ষণে প্রকৃত কথা প্রকাশ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ কর।" ধূর্ত্ত এক্ষণে অতি নিম্নস্বরে নিতান্ত বিষণ্ণমুখে বলিল, আপনার পত্নী ব্যভিচারিণী; তিনি অদ্য রাত্রিযোগে আপনার হত্যাসাধনান্তর গৃহ পরিত্যাগ করিবেন। আপনি নিদ্রার ভাণ করিয়া জাগ্রত থাকিলেই প্রকৃত ব্যাপার হৃদয়ঙ্গমে সমর্থ হইবেন।" একথা শুনিয়া বণিক্‌ শিহরিয়া উঠিলেন এবং নিতান্ত উৎকণ্ঠিতচিত্তে বহিঃপ্রাঙ্গণে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। বণিক্‌ আজি শারীরিক অসুস্থতার ভাণ করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাত্রি অপেক্ষা সত্বর শয্যাশায়ী হইলেন এবং গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন বুঝাইবার নিমিত্ত নাসিকাগর্জ্জন করাইতে লাগিলেন। এদিকে নিত্যকর্ম্ম সমাপনানন্তর শয্যাকক্ষে আগমন করতঃ বণিক্‌পত্নী যখন দেখিতে পাইলেন, বণিক্‌ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, তখন সরলা সাধ্বী রমণী নিতান্ত অকপটচিত্তে বণিকের শ্মশ্রুসংগ্রহার্থ একখানি সুতীক্ষ্ণ ক্ষুর লইয়া বণিকের নিকটবর্ত্তিনী হইতে লাগিলেন। বণিক্‌ পূর্ব্ব হইতেই সন্দিগ্ধমনাঃ ছিলেন,

এক্ষণে যেমন রমণী গ্রীবাদেশ সমীপে অস্ত্র লইয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি লম্ফপ্রদানে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া সরলা রমণীকে পদাঘাতে ভূতলশায়িনী করিলেন। বণিক্ স্বীয় সাধ্বী পত্নীর বাক্যমাত্র শ্রবণ না করিয়া তাঁহাকে প্রাণঘাতিনী কল্পনা করিয়া ক্রোধে আত্মহারা হইলেন এবং পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্যাবস্থায় পতিব্রতা পত্নীকে অবিলম্বে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ, এ বণিক্ জগদীশ্বরের বিচারে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হ'ন নাই। অবশেষে উন্মত্তাবস্থায় তাহাকে বহু নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। তজ্জন্যই বলিতেছি, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে পাতকগ্রস্ত হওয়া কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজন্! স্ত্রীলোক কদাপি বিশ্বাসযোগ্যা নহে, উহাদিগের বুদ্ধি অধর্ম্মেরদিকে ধাবিতা হইলে অতি বুদ্ধিমানেরও অনধিগম্য হইয়া পড়ে। এ বিষয়েও এক যুবক এবং এক মণ্ডলাধিপতির (বিচারকের) কন্যার কাহিনী ইতিহাসে উল্লিখিত আছে, শ্রবণ করুন।

এক যুবক ও মণ্ডলেশ্বর-তনয়ার গল্প।

এক সহরে এক সুপুরুষ বলবান যুবক বাস করিতেন। তাহারই আবাসভবনের অতি সন্নিকটে, স্থানীয় মণ্ডলাধিপতির রাজকীয় ভবন প্রতিষ্ঠিত ছিল। উক্ত মণ্ডলাধিপতির এক পরমা সুন্দরী যুবতী কন্যা অল্পবয়সে মাতৃহীনা হইয়া সতত পিতৃসমীপে বাস করিতেন। কন্যা ক্রমশঃ পিতার অত্যধিক আদরে স্বাধীনপ্রকৃতি-সম্পন্না হইয়া পড়িলেন। বয়সে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইল, অল্পবয়সেই কুমারী ব্যভিচারিণী হইয়া পড়িল।

কন্যার যখন এরূপ অবস্থা, তখন পূর্ব্বোক্ত ভদ্রযুবক একদিবস তাহার নয়নপথের পথিক হইলেন। বহু বিলোল কটাক্ষ, শত অঙ্গভঙ্গী যখন ব্যর্থ হইল, তখন উক্ত মণ্ডলেশকন্যা কতিপয় রজনী বিশেষ পরিশ্রম করিয়া, স্বীয় শয়নকক্ষ হইতে উক্ত যুবকের শয়নকক্ষ পর্য্যন্ত এক সুরঙ্গ প্রস্তুত কবিয়া একদা সহসা মধ্যরাত্রিতে সেই যুবক সমক্ষে উপস্থিত হইয়া আপনার পাপাভিলাষ স্বমুখে ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন,—"যুবক আমি তোমাকে দেখিয়া অবধি আত্মহারা হইয়াছি। নানাউপায়ে তোমার মনোহরণে যখন অসমর্থা হইলাম, তখন সর্ব্বশেষে এ দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি,— তুমি বিস্মিত হইওনা; ইহাব্যতীত আমার আর কি গতি ছিল? রমণী একবার এক পুরুষপদে প্রাণ বিকাইয়া দ্বিতীয়বার পরপুরুষ দর্শনেও অধিকারিণী নহে,— কাজেই আমার জীবন যৌবন সকলই তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম. এক্ষণে তুমি যদি আমাকে প্রগল্‌ভা মনে করিয়া চরণে ঠেলিয়া ফেল, তবে আত্মহত্যা আমাব শেষ অবলম্বন হইবে, আর চরণে স্থান দিলে দাসী আপন জীবন সার্থক জ্ঞান করিবে।" রমণীর এবংপ্রকার কাতরবচনে যুবকের হৃদয় আর্দ্র হইল, কুলটাকে সাধ্বীজ্ঞানে তিনি স্বীয়হৃদয়ে ধারণ করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু তখনই মনে ভাবিলেন. রমণীর পিতার অনুমতি ব্যতীত ইহার সহিত বিবাহবন্ধনে সংবদ্ধ হওয়া ধর্ম্ম বিরুদ্ধকার্য্য। কিন্তু যুবক ইহাও বিশিষ্টরূপে জ্ঞাতছিলেন যে, তাহার বংশমর্য্যাদা যেরূপ অত্যল্প, সমাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি যেরূপ নগণ্য, তাহাতে মণ্ডলাধীশের কুমারীর সহিত তাহার বিবাহ সংঘটন কদাপি সম্ভবপর নহে। কাজেই সর্ব্বদিক বিবেচনায়

তিনি নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন। বলিলেন, "সখি! আমার প্রতি আপনার অনুরাগ দর্শনে নিতান্ত সুখী হইয়াছি, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সর্ব্বদিক বিবেচনায় পরিণাম চিন্তা করিয়া আমি বিষণ্ণ না হইয়া থাকিতে পারিতেছি না। বিবাহবন্ধনের পূর্ব্বে গুপ্তভাবে প্রেম সম্ভাষণে যুবক যুবতীর একত্র সম্মিলন নিতান্ত পাপজনক কার্য্য। ধর্ম্মলঙ্ঘন কদাপি কর্ত্তব্য নহে। আবার বর্ত্তমান অবস্থায় আপনার সহিত উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবার আশা করা আমার পক্ষে বাতুলতা মাত্র। সুতরাং আমি এ বিষয়ের উপায় নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইতেছি!" দুঃশীলা কুমারী, ব্যভিচারিণীর মত যুবকের সহিত গোপনে প্রণয়স্থাপন করিবে পূর্ব্বাপর এরূপই আশা করিয়াছিল; কিন্তু নানাপ্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া যখন বুঝিতে পারিল বিবাহ ব্যতিরেকে যুবক স্বধর্ম্ম-বিচলিত হইবেন না, তখন পাপিয়সী কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর বলিল, "আপনার চিন্তিত হইবার কারণ নাই। আপনার সহিত আমার ধর্ম্মতঃ বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইবে, আপনি এক শুভদিবস ধার্য্য করিয়া আপনার আত্মীয় পরিজনকে স্বীয় আবাসে আহ্বান করুন, কিন্তু পাত্রীর সম্বন্ধে কোন কথা কাহারও নিকটে ব্যক্ত করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন, ইহাই বিনীত অনুরোধ।" যুবক এ প্রস্তাবে আনন্দিত হইলেন, কিন্তু উহার সম্ভাবনা বিষয়ে সন্দিহান হইয়া বলিলেন,— "আপনার বচনে আপ্যায়িত হইলাম, কিন্তু বিবাহ কিরূপে সম্পন্ন হইবে, বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার পিতার অনুমতি ও অভিপ্রায় ব্যতিরেকে একার্য্য ধর্ম্মানুসারে সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে, কেননা বিবাহের পৌরহিত্য তাঁহাকেই করিতে হইবে। তিনি কি এ সম্বন্ধে ঐকমত্য প্রকাশ করিবেন?" রমণী এবারে অসংকোচে

উত্তর করিলেন,—“সে ভার আমি স্বয়ং গ্রহণ করিলাম। কিন্তু পুন পুনঃ বলিতেছি, এ বিবাহের পাত্রী কে, তাহা আপনি আমার পিতা বা অপর কাহারো নিকট ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিতে পারিবেন না। বিবাহস্থলে আমার কর্ত্তব্য আমি সমাধা করিব, আমার কোন কার্য্যে কেহ কোন প্রকারে বাধা প্রদান না করে আপনাকে তদ্বিষয়েও সাবধান হইতে হইবে। অদ্য এ পর্য্যন্ত, আগামী রজনীতে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে, এক্ষণে সত্বর আপনি বিবাহে উদ্যোগী হউন।” এ বলিয়া রমণী নিতান্ত অনিচ্ছায় যুবকের শয়ন-কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। কিয়দ্দিবস এরূপে অতিবাহিত হইল। যুবক যথাযথভাবে বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। তদীয় বিবাহকার্য্যে পৌরহিত্যগ্রহণার্থে বিচারকসমীপে যথারীতি আবেদনাদিও প্রেরিত হইল। সর্ব্বশেষে বিবাহের দিবস শুভলগ্নও উপস্থিত হইল, এবং মণ্ডলেশ-কন্যার গুপ্তনির্দ্দেশানুসারে যুবকের শয়নকক্ষে বিবাহ সুসম্পন্ন হইবে স্থিরীকৃত হইল। পাত্র-পাত্রী নানাবিধ বসনবিভূষিত হইয়া সুবর্ণালঙ্কৃত মসনদোপরি যথারীতি আসন গ্রহণ করিলেন। মণ্ডলাধীশ আগমন করিলে বিবাহমন্ত্রপাঠ আরম্ভ হইল। পাত্রীর পরিচয় স্থলে এবারে মণ্ডলেশ্বর যাহা জ্ঞাত হইলেন, তাহাতে তাঁহার মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইল; স্বীয় কন্যার অনুরূপ পাত্রী সম্মুখে উপবিষ্টা, পরিচয় নিতান্তই সন্দেহোদ্দীপক, পাত্রীর পিতার নামের স্থলে তাঁহারই নাম উক্ত হইতেছে, অথচ বিবাহসম্বন্ধে তিনি কিছুই জ্ঞাত নহেন! এ সকল ব্যাপারে মণ্ডলাধ্যক্ষ নিতান্ত অন্যমনস্ক হইলেন। তিনি এক্ষণে বিবাহকার্য্য স্থগিত রাখিয়া কার্য্যব্যপদেশে একবার স্বভবনে যাইবার নিমিত্ত অতীব ঔৎসুক্য

প্রকাশ করিতে লাগিলেন; অগত্যা বিবাহমন্ত্রপাঠ সে সময়ের জন্য বারিত হইল। মণ্ডলপতি দ্রুতপদে স্বভবনে গমন করিলেন। এ দিকে মণ্ডলেশ্বর গৃহবহির্গত হইবামাত্র সে ভবন জনশূন্য হইল, গৃহদ্বার রুদ্ধ হইল। কন্যা বিবাহপরিচ্ছদের নিম্নে পূর্ব্বাহ্নেই পরিচ্ছদান্তর পরিধান করিয়াছিলেন, এক্ষণে নিমেষে উদ্বাহ-পরিচ্ছদ উন্মোচন করিয়া সুরঙ্গপথে সত্বর স্বীয় শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া স্বকীয় শয্যায় শায়িতা হইলেন। মণ্ডলেশ্বর যখন স্বীয়ভবনে আগত হইয়া আপন কন্যাকে পর্য্যঙ্কোপরি শায়িতা দেখিলেন, তখন তিনি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া ত্বরিতপদে বণিক-ভবনে যাত্রা করিলেন। ইত্যবসরে কন্যা বণিকের শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া বিবাহবসনে ভূষিতা হইয়া যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। এক্ষণে মণ্ডলেশ্বর অকুণ্ঠিতচিত্তে বণিক ও তদীয় পত্নীর বিবাহকার্য্য সমাধা করিলেন। ধর্ম্মানুসারে বিবাহ সমাপ্ত হইলে পর কিয়ৎক্ষণমধ্যেই পাত্রীর পরিচয় চতুর্দ্দিকে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। মণ্ডলেশ্বর তখন আপন কন্যার দুঃসাহস ও স্বেচ্ছাচারিতা দর্শনে নিরতিশয় শোকপীড়িত হইলেন। মহারাজ, এক্ষণে স্ত্রীবুদ্ধির গভীরতা অনুভব করুন। উহাদের অসাধ্যকর্ম্ম জগতে কিছুই নাই। এরূপ কূটবুদ্ধি রমণীর কথায় আস্থা স্থাপন করিলেন পরিশেষে মর্ম্মপীড়িত হওয়া কোন ক্রমেই বিচিত্র নহে। এতদপেক্ষা অধিক আর আমি কি বলিব?

রাজা এ গল্প শ্রবণে স্ত্রী চরিত্রে এতদূর বীতশ্রদ্ধ হইলেন যে, তিনি এবারও তাহার কঠোরাদেশ প্রত্যাহার করিলেন। এরূপে রাজপুত্র ষষ্ঠদিবসেও কারাবদ্ধ থাকিলেন। সপ্তম দিবসের অতি প্রত্যুষে আলুলায়িত কুন্তলে শোকের জীবন্তপ্রতিমূর্ত্তি সাজিয়া

সেই অন্তঃপুরচারিণী রাজদাসী রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া তেজোগর্বিতবচন-বিন্যাসে বলিতে লাগিল.—"মহারাজ, বুঝিতে পারিলাম, আমার অদৃষ্ট অতীবমন্দ, নিতান্ত কুৎসিতভাবে আক্রান্ত হইয়া আমি রাজাশ্রয় গ্রহণ করিলাম কিন্তু ভাগ্য-দোষে সুবিচারে বঞ্চিত হইলাম। আরো বুঝিলাম, সংসারে সকলের বিজ্ঞতা, কর্ত্তব্য-জ্ঞান ও ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে সর্ব্বসময়ে নির্ভর করা মূর্খতার কার্য্য। বুঝিলাম, ক্ষেত্রভেদে নিতান্ত ধর্ম্মভীরুব্যক্তিও বিচারে দণ্ডের তারতম্যসাধনে কিঞ্চিৎমাত্রওদ্বিধা বোধ করেন না। রাজন্! বুঝিলাম, আমার পার্থিব রাজ্যের উচ্চাসনে বসিয়া অনেকেই বিস্মৃত হন, রাজার রাজা পরমন্যায়পরায়ণ জগৎপিতা জগদীশ্বর সকলের সকলকার্য্য সমভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, একদিন সকলকেই তৎসমীপে উপস্থিত হইতে হইবে। মহারাজ, আপনি অপরের কুপরামর্শে পরিচালিত হইয়া এ অসহায়া রমণীর সরল সত্য অভিযোগে কর্ণপাত করিতে কাতরতা প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু যদি ধর্ম্ম থাকেন, পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার যদি দয়াময় জগদীশ্বরের অভিপ্রেত হয়, তবে ইহার ফল একদিন অবশ্যই ফলিবে। এ পাপে এ রাজ্যের প্রভূত অনিষ্ট সংসাধিত হইবে। সত্যের জ্যোতিঃ লুক্কায়িত রাখে কাহার সাধ্য? তোষামোদজীবী শত মন্ত্রী, সহস্র স্বার্থপর চাটুকারের চাতুরীজাল তখন নিমেষে উচ্ছিন্ন হইবে,—পাপকার্য্য কদাপি গোপনে থাকিবে না।" রাজা মন্ত্রমুগ্ধবৎ এ সকল কথা শ্রবণ করিতেছেন, দেখিতে পাইয়া দাসী পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিল,—"মহারাজ, এমন দিন ছিল, যেদিনে পুত্রস্নেহাপেক্ষা অপক্ষপাতকার্য্য মহাপুরুষদিগের নিকট অধিকতর সমাদৃত হইত, যেদিন তুচ্ছ বাৎসল্যমোহে

মুগ্ধ না হইয়া, বাক্‌প্রপঞ্চে না ভুলিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজন্যবৃন্দ স্বীয় ধর্ম্ম-বুদ্ধি-বশে পুত্রপৌত্রনির্ব্বিশেষে দণ্ড প্রদান করিয়া, অপক্ষপতিত্বের ও সুবিচারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া এ মর জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। হায়! অধুনা বুঝি সেদিন গত হইতে চলিল! ওহো, বাদশাহ্ নৌসেরওয়ার কীর্ত্তি কাহিনী কে না অবগত আছে?"

নৌসেরওয়ার সুবিচারের গল্প।

পরিচারিকা বলিল,—"বাদসাহ নৌসেরওয়ার যৌবনসমাগমেই রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। সুতরাং যুবজনোচিত আমোদ প্রমোদ, মৃগয়া বিহার প্রভৃতিতে অত্যধিক আসক্ত ছিলেন। কিন্তু শৈশব হইতেই তাঁহার ধর্ম্মানুরক্তি অতীব প্রবলা ছিল। রাজা স্বয়ং রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ না করিলে কর্ম্মচারিবৃন্দের যথেচ্ছাচারিতায় প্রজাসাধারণ কি প্রকার নিপীড়িত ও হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া পরে, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। বাদশাহ নৌসেরওয়ারেব প্রজাবর্গও রাজার প্রত্যক্ষ শাসনে না থাকায় ক্রমে ক্রমে দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপনীত হইল এবং তাঁহার আজ্ঞাতে তদীয় রাজ্যত্যাগ করিয়া অনেকে অপর-রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। অবশিষ্ট প্রজামণ্ডলী জীবন্মৃতের ন্যায় অত্যাচারী সম্প্রদায়ের ক্রীড়নক স্বরূপ হইয়া চক্ষুর জলে বক্ষঃ ভাসাইতে লাগিল। বৃদ্ধ মন্ত্রী বুজুরচেমেহের বহু দিন নৌসেরওয়ারের দৃষ্টি রাজকার্য্যে আকৃষ্ট করিতে বৃথা যত্ন করিয়া ছিলেন। কিন্তু

দুর্ভাগ্যক্রমে মন্ত্রীর শত চেষ্টায়ও মৃগয়োন্মত্ত নৌসেরওয়ার স্বীয় কর্ত্তব্যে মনোযোগী হইলেন না। ভৃত্য অথবা প্রতিনিধির সাহায্যে রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন কস্মিন কালেও হইতে পারে না; কাজেই মন্ত্রীর প্রাণপণ চেষ্টা এক্ষেত্রে নিষ্ফল হইয়া গেল। ওদিকে নৌসেরওয়ার বৃদ্ধমন্ত্রী সমভিব্যাহারে একদিন মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে বিশ্রামার্থ এক প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষতলে আসীন হইলে দেখিতে পাইলেন, উক্ত অশ্বথ্য বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট এক পেচকমিথুন নিবিষ্টমনে কথোপকথনে প্রবৃত্ত আছে। বৃদ্ধ মন্ত্রী বুজুরচেমেহের পশু পক্ষীর আলাপ বুঝিতে পারিতেন, একথা রাজ্যময় প্রচারিত ছিল, এক্ষণে নৌসেরওয়ার পক্ষীর কথোপকথন বিষয় জানিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়া মন্ত্রীসমীপে স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে, মন্ত্রী সবিশেষ মনোযোগসহকারে উহাদিগের কথোপকথন শুনিয়াছেন এরূপ ভাণ করিয়া রাজসমীপে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ আমি এ পেচক-দম্পতির সম্পূর্ণ কথোপকথন শ্রবণ করি নাই, তবে যতদূর শুনিয়াছি, তাহাও প্রকাশ করিয়া বলিতে সংকোচ বোধ করিতেছি, ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন।" রাজা এতচ্ছ্রবণে নিতান্ত কৌতূহলী হইয়া বলিলেন, 'মন্ত্রিবর, শ্রুত-কথা বলিতে আপনার সঙ্কুচিত হইবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। পক্ষীদিগের কথা আপনি পুনরাবৃত্তি করিবেন মাত্র, উহাতে আপনার অপরাধ কি? আপনি অবিকল উহা আমার নিকট সবিস্তার বর্ণনা করুন। মন্ত্রী সুযোগ বুঝিয়া বলিতে লাগিলেন, 'মহারাজ, কথাবার্ত্তায় বুঝিতে পারিয়াছি উহারা দম্পতি; উহাদিগেরমধ্যে পেচকপত্নী স্বামীকে বলিতেছিল, 'স্বামিন্, তুমি যে কন্যাকে যৌতুক স্বরূপ পঞ্চদশখানি বিজন গ্রাম দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ, তাহাতে

আমি চিন্তিতা হইয়াছি, পঞ্চদশখানি বিজন গ্রামের সন্ধান কোথায় পাইবে?" পত্নীবাক্যে পেচক অতি হর্ষভরে উত্তর করিল,— 'সাধ্বি! জগদীশ্বর মহারাজ নৌসেরওয়ারকে দীর্ঘজীবী করুন, তাহার রাজত্বে বিজন গ্রামের অভাব হইবে না, পঞ্চদশ গ্রাম দূরের কথা, নৌসেরওয়ারের কৃপায় অচিরে অসংখ্য জনপদ বিজন হইবে, সেজন্য চিন্তা করিও না।" মন্ত্রী একথা বলিয়া ভূমি-নিবদ্ধ দৃষ্টিতে রাজসমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা নৌসেরওয়ার মন্ত্রিমুখে পেচকদম্পতির এইরূপ কথোপাকথন বৃত্তান্ত শুনিয়া মর্ম্মপীড়িত ও অনুতপ্ত হইয়া তদ্দণ্ডেই স্বয়ং রাজকার্য্য সম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, এবং সে দিনেই রাজ্যময় এ শুভ সংবাদ ঘোষণা করিয়া প্রজামণ্ডলীকে আশ্বস্ত করিলেন। তিনি প্রকাশ্যে ইহাও প্রচার করিয়া দিলেন, অতঃপর যাহার যে অভিযোগ থাকে, সে যেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাজনির্দ্দিষ্ট লৌহসিন্দুকে প্রদান করে; তিনি স্বয়ং সে সিন্ধুকস্থিত অভিযোগ পত্রগুলি পাঠ করিয়া প্রতীকার পরায়ণ হইবেন। প্রজাবর্গ রাজার এবংপ্রকার ঘোষণা বাক্যে যেন হাতে স্বর্গ প্রাপ্ত হইল, দলে দলে আপনার দুঃখকাহিনী বিবৃত করিয়া নির্দ্দিষ্ট সিন্দুকে পত্র স্থাপন করিতে লাগিল। নৌসেরওয়ার আপন প্রতিশ্রুতি অনুসারে যখন লৌহ সিন্দুকের কীলক উন্মোচিত করিলেন, তখন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, দিবস মধ্যে সেই সুপ্রশস্ত সিন্ধুক তাহার প্রজাবর্গের আবেদনে পূর্ণহইয়া গিয়াছে। রাজা ইহা হইতেই অত্যাচারের মাত্রার পরিমাণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশেষে ক্রমে ক্রমে আবেদন পত্রগুলি পাঠ করিয়া তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইলেন, এবং এ সকল অত্যাচারের প্রকৃত দণ্ড বিধানে কৃতসংকল্প হইয়া বিচার-

প্রার্থী এবং অভিযুক্তদিগকে রাজসভায় আহ্বান করিলেন। অভিযোগ সকলের মধ্যে যুবরাজের বিরুদ্ধে একটী গুরুতর অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছিল। রাজপুত্র বল-প্রয়োগে কোন প্রকৃতি-কন্যার সতীধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছেন, ইহাই ঐ অভিযোগের মর্ম্ম ছিল। রাজা এ ব্যাপার অবগত হইয়া অভিযুক্ত রাজপুত্র ও বিচারপ্রার্থীকে যথারীতি বিচারসভায় উপস্থিত হইতে বাধ্য করিলেন এবং স্বীয় পুত্রকে উহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে উপযুক্ত উত্তর প্রদান করিতে আদেশ করিলেন।

রাজকুমার অনৃতকথনে অনভ্যস্ত ছিলেন, তিনি এ কথার কোনই প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া অগত্যা মৌনাবলম্বী হইয়া রহিলেন। "মৌনংসম্মতি লক্ষণম্"—সুতরাং রাজা ব্যাপার বুঝিলেন। তিনি বিচারকের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া পক্ষপাতশূন্য-হৃদয়ে, অসংকোচে পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ রাজপুত্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়া প্রজামণ্ডলী সমীপে ন্যায়ের অবতার আখ্যাপ্রাপ্ত হইলেন। মন্ত্রিগণ বিচারে দণ্ডের তারতম্য-সাধনার্থ যথেষ্ট প্রয়াস-পর হইয়াছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধি নোসের-ওয়ারের হৃদয় কিছুতেই বিচলিত হইল না, তিনি অম্লানবদনে, অক্ষুণ্ণহৃদয়ে ন্যায় ও সত্যের রক্ষাকল্প তৎপরতা প্রদর্শন করিয়া এ মরজগতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন। মহারাজ, "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"—কীর্ত্তিবান্ নোসেরওয়ার কোন্‌যুগে প্রজাপালন করিয়াছিলেন,—কিন্তু আজিও তাঁহার নামে প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়ে ভক্তি-স্রোতঃ উদ্বেল হইয়া উঠে! রাজন্, আপনি আপন পুত্রের অত্যাচারে নিঃসন্দেহ হইয়া তাঁহার বধাদেশ প্রচার করিয়াছেন, এক্ষণে যদি মন্ত্রিবর্গের কুপরামর্শে স্বীয় কর্ত্তব্য লঙ্ঘনে অগ্রসর হন,

তবে এ দাসীর গত্যন্তর কোথায়? ইহজগতে দাসীর উপর অত্যাচারের বিচার হইবার অপর কোন আশাও থাকিতে পারে না। কিন্তু মহারাজ! নিশ্চিত জানিবেন, ধর্ম্ম এত অত্যাচার, এত অবিচার, এত পক্ষপাতিত্ব নীরবে সহ্য করিবেন না,—আজিও চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত নিয়মিত, আজিও দিনের পর রাত্রি—রাত্রির পর দিন হয়, আমি আর বেশী কি বলিব? ইহাই আমার সর্ব্বশেষ প্রার্থনা,— ধর্ম্মেরদিকে লক্ষ্য করুন পাপ মায়াবশে ধর্ম্মলঙ্ঘন সমীচীন নহে। যদি এহেন অত্যাচারেরও যথোচিত বিচার না হয়, তবে এরূপ পাপপূর্ণ সংসারে এ কলঙ্কিত পাপদেহ ধারণ করিয়া জীবিত থাকিবার প্রয়োজন নাই। আমি এ দণ্ডেই আপনার সমক্ষে এ পাপপ্রাণ পরিত্যাগ করিব, যেখানে ধর্ম্ম-বিচার নাই, অথবা পাত্রভেদে দণ্ডভেদের ব্যবস্থা বিদ্যমান, সে পাপ-পুরী সতী রমণীর বাসের নিতান্ত অযোগ্য।" দাসীর এ প্রকার বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া রাজার নিশ্চিত ধারণা হইল, তিনি কুমন্ত্রণায় স্বীয় কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিতেছেন, বাৎসল্যবশে বিচারে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন, সুতরাং এবারে আর কাহারও পরামর্শ শ্রবণ করিবেন না, এরূপ সংকল্প করিয়া রাজা পুনর্ব্বার রাজকুমারের বধাদেশ প্রদান করিলেন।

এবার মন্ত্রিবর্গ নিরুপায় হইলেন, রাজা কাহারও মন্ত্রণা শুনিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁহারা চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিলেন। যাহাই হউক, অবশেষে নিতান্ত সম্ভ্রম ও সংকোচ-সহকারে রাজার সপ্তম মন্ত্রী সংক্ষেপে তাহার বক্তব্য শেষ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া রাজসমীপে অগ্রসর হইলে রাজা বলিলেন, "তোমাদের চেষ্টা বৃথা হইবে। আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমি

স্থিরচিত্ত, তথাপি যদি কিছু বক্তব্য থাকে সংক্ষেপে বলিতে পার।" এবারে রাজার সম্মতি পাইয়া সপ্তম মন্ত্রী গাম্ভীর্য্যসহকারে ধীরেধীরে বলিতে লাগিলেন, "মহরোজ! আপনি বিজ্ঞ; আপনাকে আমি অধিক কিছুই বলিব না। আপনি চিন্তা করিয়া দেখুন, যাহা আপনার সম্পূর্ণ করায়ত্ত, তাহার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশে ফল কি? যাহা করা যুক্তিযুক্ত, তাহা অবশ্যই সম্পাদিত হইতে পারিবে। এই হত্যাব্যাপার যে কোন মুহূর্ত্তে সম্পন্ন করিতে আপনাকে বাধা প্রদানে কে সমর্থ হইবে? কিন্তু হত্যাকার্য্য সাধন করিয়া তাহার প্রত্যাহাব আপনার ক্ষমতাতীত; একবার হত্যা করিলে. পুনর্ব্বাব প্রাণপাত করিয়াও কি হতব্যক্তির মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারে কেহ কখনও সমর্থ হইবেন? ফলতঃ অপরাধীর বিচারকার্য্যে বিলম্ব ঘটিলে কাহারও কোনই ক্ষতি হইবার বিশিষ্ট কারণ থাকে না, কিন্তু দণ্ডপ্রদানে সত্বরতা প্রকাশ করিলে তাহাতে যদি কোন নিরপরাধ ব্যক্তির গুরুতর অনিষ্ট সংসাধিত হয়,—প্রাণবিয়োগ ঘটে, তবে কি বিচারকের সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে? রাজন! আমি তর্কের অনুরোধে মুহূর্ত্তের জন্য স্বীকার করিলাম, রাজকুমার এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপরাধী; কিন্তু তাহাকে এ দণ্ডেই হত্যা না করিলেই কি আপনাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে? কিয়দ্দিন অপেক্ষার পর অপরাধের অনুরূপ দণ্ড প্রদান কবিলে কি ধর্ম্ম লঙ্ঘিত হয়? মহারাজ! অদ্য নৃশংসদণ্ড প্রদানের পর কল্য যদি যুবরাজের নিষ্কলঙ্কতা নির্ণীত হয়, তখন এ দণ্ডের প্রত্যাহারের বা প্রতীকারের কোন পথ অবলম্বন সম্ভবপর হইবে কি? ফলতঃ মহারাজ! দেখিতে পাওয়াযায় সময়ে সময়ে কুমন্ত্রণাবশে মন উত্তেজিত হইলে ধৈর্য্যের বন্ধন শিথিল হইয়া পরে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সহজে স্থির করিতে পারা

যায় না। কিন্তু এরূপ উচ্ছৃঙ্খলমনা হইয়া কোন গুরুতর কর্ম্ম সম্পাদন করা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। পূর্ব্বে বিবেক বুদ্ধিদ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া পরে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন,—

কুচিন্তার কশাঘাতে, মনোবাজী হলে উচ্ছৃঙ্খল,
বিবেক-বল্গাতে তারে, প্রশমন করে জ্ঞানিদল।

মন্ত্রী এ কথার পর পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ এখনও সময় আছে, এখনও এ ভীষণ আদেশের প্রত্যাহার করুন, গুরুতর কর্ম্মে সত্বরতা কোনস্থলেই বাঞ্ছনীয় নহে। এক মন্ত্রী কোন অপরিচিত যুবকের কুহকে মুগ্ধ হইয়া কি প্রকার অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। উহা হইতেই প্রতিপন্ন হইবে, সত্বরতার সহিত যে কোন কর্ম্ম সম্পাদনে ব্যগ্র হইলেও পদেপদে অপদস্থ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে!

এক মন্ত্রী ও অপরিচিত যুবকের গল্প।

কোন রাজার এক অতি-বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন। রাজা যে কোন কার্য্যেই তাঁহার উপদেশ আগ্রহসহকারে গ্রহণ করিতেন। মন্ত্রী ও যথাসাধ্য ন্যায় ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া আজীবন রাজাকে সদুপদেশ প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন। ফলতঃ তিনি এরূপ উদার ও সাধুপ্রকৃতি ছিলেন যে, রাজ্যের সকলেই মন্ত্রীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত। বাইজেণ্টিয়স (ইস্তাম্বুলের) এক চর্ম্মকার-নন্দন ব্যবসায় উপলক্ষ্যে কিয়দ্দিন যাবৎ উক্ত রাজার রাজ্যে বসতি করিতে ছিল। সে মন্ত্রীর উদারতা-বাহুল্যদর্শনে তাঁহার সহায়তায় এক

অতি দুঃসাহসিকতা-মূলক কার্য্যে সফলতালাভেপ্রয়াসী হইল। ঐ রাজ্যের ভূপতির এক পরমা রূপবতী কন্যা ছিল। রাজা তাহাকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা জ্ঞান করিতেন, সেজন্য—বিশেষতঃ রাজা অপুত্রক থাকায় ভাবী জামাতাই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবেন ভাবিয়া পাত্রের শারীরিক সৌষ্ঠব এবং মানসিক গুণাবলীর প্রতি নিরতিশয় লক্ষ্যপরায়ণ হওয়ায়, পাত্রনির্ব্বাচনে বিলম্ব অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। রাজ-মন্ত্রী ও রাজা নানাদিকে সুপাত্রান্বেষণে লোক প্রেরণ করিলেন। এদিকে পূর্ব্বোক্ত চর্ম্মকারযুবক এ সকল অবগত হইয়া কৌশলে রাজ-জামাতা হইবার এক উপায় উদ্ভাবনে যত্নপর হইল। ধূর্ত্ত, আপন ব্যবসায় নিয়োজিত অর্থ সংগৃহীত করিয়া কৃত্রিম মণিমাণিক্যাদি এবং বস্ত্র পরিচ্ছদাদি ক্রয়-পূর্ব্বক সম্ভ্রান্ত ভদ্রযুবকের বেশ গ্রহণ করিল এবং কৌশলে একটী বহুমূল্য অশ্ব সংগ্রহ করিয়া এক দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে মন্ত্রিভবনের সমীপে উপস্থিত হইল। যুবক হীনবংশজ হইলেও উহার রূপলাবণ্য এবং দেহাকৃতি ভদ্রজনোচিত থাকায়, কৃত্রিম বেশভূষা ধারণে তাহাকে সম্ভ্রান্ত যুবকের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। মন্ত্রী প্রাত্যহিক ভ্রমণে বহির্গত হইবার কালে সহসা সম্মুখে এক অপরিচিত সম্ভ্রান্ত যুবক দর্শনে স্বতই কৌতূহলী হইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসু হইলেন এবং সেও নিতান্ত অন্যমনস্কতা প্রদর্শনে বলিতে লাগিল—"মহাশয় এ অধমের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে লজ্জিত করিবেন না। আমার মত দুর্ভাগ্য ব্যক্তি পৃথিবীতে বিরল, দুর্ভাগ্যদিগের কাহিনী যত গোপনে থাকে ততই মঙ্গল; দুর্গন্ধ দিগন্ত প্রসারিত হইলে উহা কাহারও প্রীতি উৎপাদন করে না। তবে আপনি বৃদ্ধ, পিতৃতুল্য, বিশেষতঃ আপনাকে সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব বলিয়া বোধ

হইতেছে, সেজন্য আপনার আদেশ লঙ্ঘনে আমার প্রবৃত্তি নাই; কিন্তু আপনি আমার পরিচয় জন-সমাজে প্রকাশিত করিয়া আমাকে লজ্জিত ও অপদস্থ করিবেন না, ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ।” এরূপ ভূমিকার পর দুর্বৃত্ত বলিতে লাগিল “এ হতভাগ্য, ইস্তাম্বুলের রাজার একমাত্র পুত্র; ভাগ্যবশে নিতান্ত দীনহীনের ন্যায় পথে পথে পরিভ্রমণ করিয়া স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতার ফল ভোগ করিতেছে।” মন্ত্রী, যুবকের এবংপ্রকার আক্ষেপোক্তি ও বিনয় বাহুল্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে অতি সমাদরে স্বীয় ভবনে অভ্যর্থনা করিলেন এবং সবিশেষ আগ্রহের সহিত তাহাকে কিছুদিন এরাজ্যে বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। যুবকের কল্পিত উপাখ্যানে মন্ত্রী পূর্ব্বাহ্লেই আস্থাস্থাপন করিয়াছিলেন এক্ষণে দিন দিন ক্রমে ক্রমে মন্ত্রী, যুবকের ব্যবহারে নিতান্ত প্রীত হইতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে তিনি রাজদরবারেও যুবকের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন। এবং রাজকন্যার সহিত ইহার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে সুখের ব্যাপার হয়, এরূপ মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। রাজা মন্ত্রীকে ইস্তাম্বুলে (কনস্তান্তিনোপলে) লোক প্রেরণ করিতে বলিলে, মন্ত্রী যুবকেরই পরামর্শগ্রহণে রাজাকে উত্তর করিলেন, “যুবরাজ পারিবারিক মনোমালিন্যে গৃহত্যাগ করিয়াছেন, এ সময়ে বিদেশে আসিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, এরূপ সংবাদ প্রেরণ যুবরাজ যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিবেন না, তারপর তাহার পিতা এক্ষণে তাহার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ আছেন, এরূপাবস্থায় পিতৃসমীপে এরূপ স্বেচ্ছাচারিতামুলক প্রস্তাব উত্থাপনে তাঁহার মনঃকষ্টও বর্দ্ধিত হইতে পারে, সুতরাং ইহা নিতান্তই অসঙ্গত এবং

অযৌক্তিক।" এবংপ্রকার যুক্তিপরম্পরা শ্রবণে, ক্রমে মন্ত্রীর আগ্রহাতিশয্যে রাজা যুবরাজের পিতার অগোচরেই যুবকের করে কন্যা সম্প্রদানে মানস করিলেন; সকলে ভাবিলেন, বিবাহ সমাধার পর কিছুদিন গত হইলে, এবং ইস্তাম্বুলরাজের ক্রোধাবসানের পর, যুবরাজ সস্ত্রীক দেশে গমন করিবেন। ইহা স্থির হইবার পর রাজ্যে বিবাহের উৎসবায়োজন আরম্ভ হইল। এক্ষণে ভাবী রাজজামাতৃরূপে চর্ম্মকারযুবক পরম আহ্লাদে মন্ত্রিগৃহে কালাতিপাত করিতে লাগিল। বিবাহের যখন দুইদিবস মাত্র বাকী, তখন দৈবক্রমে ইস্তাম্বুলের একজন দূত কারণান্তরে সেই রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি স্পষ্টভাবে বিজ্ঞাপিত করিলেন, 'ইস্তাম্বুলের যুবরাজ বর্ত্তমানে সেখানেই অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার সহিত তদীয় পিতার কোনই মনোমালিন্য ঘটে নাই। এ সকলই প্রতারণা।' রাজদূত ছদ্মবেশী রাজকুমারের দর্শন কামনা করিলে রাজা তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিসহ কথিত যুবরাজকে সভায় উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিলেন। চর্ম্মকার-যুবক দূতাগমনসংবাদ বিন্দুমাত্রও অবগত হয় নাই, সুতরাং ভাবী শ্বশুরের আহ্বানে, শূন্যে সৌধ নির্ম্মাণের সুখময়ী কল্পনাকে কিয়ৎক্ষণের জন্য অসম্ভবরূপে অবসরদিয়া বিনীতভাবে মন্ত্রিসহ রাজসভায় উপস্থিত হইল। কিন্তু অবিলম্বেই তাহার ভাবের নিরতিশয় বিপর্য্যয় পরিলক্ষিত হইল। নির্দ্দিষ্ট আসনে ইস্তাম্বুলের দূতাবলোকনে চর্ম্মকারনন্দন সহসা শিহরিয়া উঠিল এবং ক্ষণকাল ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপের পর সহসা দ্রুতপাদক্ষেপে সভাগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া কোথায় অন্তর্হিত হইল। মন্ত্রিবর ব্যাপার সন্দর্শনে বিস্ময়-বিমূঢ় হইলেন এবং পূর্ব্বাপর সমস্ত শ্রবণ

করিয়া এরূপ লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইলেন যে, ইহার পর বহুদিন রাজসভায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না।” এরূপে গল্প সমাপ্ত করিয়া সপ্তম মন্ত্রী বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! অপেক্ষাকৃত সামান্য বিষয়ে, বিবেচনার সামান্য একটু ত্রুটী হইলে সাধু ব্যক্তিকেও কিরূপ অপদস্থ ও হতবুদ্ধি হইতে হয়, এ মন্ত্রীই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। এক্ষণে আপনি কত গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন তাহা ভাবিয়া দেখুন; ইহাতে সামান্য ত্রুটি ঘটিলে রাজ্যের একতম অসামান্যব্যাক্তির প্রাণান্ত হইবে, এবং পরে এ ত্রুটী সংশোধনের কোনই উপায় থাকিবে না। অপরাধী ব্যক্তির ‘প্রাণহরণ’ ধর্ম্ম-সঙ্গত কি না তাহাতেই যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্টহয়; এ ক্ষেত্রে আবার দণ্ডিতব্যক্তি যথার্থ অপরাধী কি না তাহাই সন্দেহের বিষয়; বিশেষতঃ এব্যাপারে একটী ইতর রমণী অভিযোক্ত্রী, স্বয়ং রাজপুত্র অভিযুক্ত। মহারাজ! রমণী সাধারণতই প্রতারণাময়ী, এ কথা কে অস্বীকার করিবেন? ইহাদিগের লীলার অন্ত নাই, ইহারা ‘নয়’কে ‘হয়’ করিতে, ‘হয়’কে ‘নয়’ করিতে সর্ব্বদা অভ্যস্ত। রমণী কদাপি বিশ্বাসযোগ্য নহে। এস্থলে আমি এক গণৎকার পত্নীর সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাত আছি তাহাই যথাযথ বর্ণনা করিতেছি; দেখিবেন, কুলটা রমণীর বুদ্ধি কিরূপ সুচ্যগ্র-সূক্ষ্মা, তড়িৎ-বিকাশিনী!

এক গণৎকারপত্নী ও জনৈক সৈন্যের গল্প।

সুপ্রসিদ্ধ সমরকন্দ সহরে জনৈক গণৎকারের এক পরমা রূপবতী যুবতী ভার্য্যা ছিল। গণৎকারপত্নী যৌবনের সন্ধিস্থলে উপনীত হইলে স্বীয় অমূল্য সতীধর্ম্ম বিক্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি

সম্পাদন করিল। ক্রমে ক্রমে উক্ত রমণী এমনই ইন্দ্রিয়াসক্তা হইয়া পড়িল যে, দু একজন নিকট প্রতিবেশী উহার নির্লজ্জ ব্যবহারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। রমণীর সৌভাগ্যবশে এতদিন তাহার স্বামী কিন্তু এ বিষয়ে বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারে নাই; অপিচ পত্নীরপ্রতি সাধু গণৎকারের যথেষ্ট আস্থা স্থাপিতছিল। বিরক্তির মাত্রা অতিশয় বর্দ্ধিত হইলে অগত্যা কোন প্রতিবেশী গণৎকারসমীপে তদীয় পত্নীর দুশ্চরিত্রতার সম্বন্ধে নানাদোষারোপ করিয়া ইঙ্গিতে তাহাকে সাবধান হইতে পরামর্শ দিল। গণৎকার প্রতিবেশীর কথায় সম্পূর্ণ আস্থাস্থাপন না করিলেও, কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ হইল; এবং মনের সন্দেহ দূরীকরণার্থ পত্নীর চরিত্র পরীক্ষার কৃতসঙ্কল্প হইয়া একদিন পত্নীকে কহিল,—"আমি অদ্য নিশাপুর নামকগ্রামে যাইতেছি আসিতে কয়েকদিন বিলম্ব হইতেপারে সাবধানে থাকিও। বিশেষ চেষ্টা করিয়াও ক্রীতদাসীর যোগাড় করিতে পারিলাম না, দুঃখের বিষয় বটে। কিন্তু নিজের দেহ এবং চরিত্রের রক্ষক নিজের মন, নিজেরমত নিজের রক্ষক এ জগতে কেহই নাই।" ভ্রষ্টারমণী স্বামীর প্রবাস-গমন-সংবাদে মনে মনে নিরতিশয় আহ্লাদিতা হইয়া প্রকাশ্যে কপটদুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল, "তোমার একান্ত প্রয়োজন থাকিলে নিশাপুর যাইতে বাধা প্রদানকরা আমার পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত; নতুবা স্বামীর প্রবাস গমনে কোন্ সাধ্বী কুলবতী সহর্ষে অনুমোদন করিবে? যতই সাবধানে থাকুক না কেন, সতী রমণীর মন স্বামীর অনুপস্থিতি-সময়ে নিতান্তই ভীত হইয়া পরে, কেন না সতীধর্ম্ম কাচ অপেক্ষাও ক্ষণভঙ্গুর।" এবংপ্রকার কথাবার্ত্তার পর গণৎকার দিবা দ্বিপ্রহরে নিশাপুর উদ্দেশে গৃহ

বহির্গত হইয়া সমস্ত দিবাভাগ এক অরণ্যে অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার অব্যবহিতপর অতি গুপ্তভাবে স্বভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইল; এবং লুক্কায়িতভাবে তদীয় পত্নীর ভাব গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। গণৎকার-পত্নী স্বামীর গৃহত্যাগ করিবার কিঞ্চিৎ পরই স্বকীয় উপ-পতিদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম এক সৈনিক উপপতিকে সে রজনীতে ভোগবিহারার্থ স্বগৃহে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিল। এক্ষণে রজনীর প্রারম্ভেই সে স্বীয় প্রিয়তম উপনায়কের মনোরঞ্জনার্থ নানাবিধ আহারীয় সংগ্রহে এবং বেশ ভূষা পরিধানে মনঃসংযোগ করিল। যথাকালে সৈনিক নায়ক গণৎকারগৃহে আগমন করিয়া দ্বারে করাঘাত করিল, তখন গণৎকার পত্নী তাহাকে সমাদরে শয়নগৃহে আহ্বান করিল। এদিকে গণৎকার এক্ষণে স্বীয় পত্নীর ব্যবহারে সম্পূর্ণ সন্দিগ্ধ হইলেও, পাপিনীর কার্য্য কলাপ স্বচক্ষে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে নিতান্ত গুপ্তভাবে কৌশলে স্বীয় শয়ন কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া পর্য্যঙ্কতলে লুক্কায়িত হইল। গণৎকার এ ব্যাপারে যতই সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকুক না কেন, কুলটা রমণীর চক্ষে ধূলিপ্রক্ষেপ করা সহজসাধ্য নহে। রমণী তাহার এই গুপ্তাগমন লক্ষ্য করিতে সমর্থা এবং মুহূর্ত্তে স্বকীয় ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া হস্তচালনায় এবং নয়নেঙ্গিতে সৈনিক-নায়ককে সাবধান করতঃ নিতান্ত শিষ্টৈরন্যায় সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিল,—"মহাশয়, অদ্য একটী অপরিচিতা কুলবতী যুবতী রজনীযোগে আপনাকে স্বীয় ভবনে আহ্বান করিয়াছে বলিয়া হয়ত আপনি কতই বিস্মিত হইয়াছেন এবং তাহাকে প্রগল্ভা মনে করিতেছেন। যাহা হউক, সেজন্য আমিচিন্তিতা নহি, কারণ আমি জানি যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ নির্দোষ, তাহাকে অপরের সমালোচনায় ভয়

করিয়া চলিতে হয় না। এক্ষণে আপনার সমীপে আমার বিনীত অনুরোধ এই, আপনি অদ্যই অশ্বারোহণে নিশাপুরনামক গ্রামোদ্দেশে যাত্রা করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধকরুন। আমার স্বামী অদ্য পদব্রজে নিশাপুর যাত্রা করিয়াছেন; আপনি বোধহয় অজ্ঞাত নহেন, নিশাপুর গমন করিতে হইলে এক অতি দুর্গম অরণ্য অতিক্রম করিতে হয়। একে স্বামী একাকী, তাহাতে পদব্রজে গমন করিয়াছেন, সুতরাং তাহার বিপদ চিন্তায় আমি নিতান্ত অধীরা হইয়াছি। স্বামীর যাত্রাসময়ে ব্যস্ততানিবন্ধন এত কথা ভাবিবার অবসর পাই নাই, এক্ষণে সকলদিক চিন্তা করিয়া আমি স্থির থাকিতে না পারিয়া আপনাকে সংবাদ দিয়াছি। আপনি প্রতিবেশী,— বিশেষতঃ সাহসী বলিয়া প্রখ্যাতনামা। সেজন্যই এ ক্ষেত্রে এ দাসী বিশেষভাবে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছে। আপনাকে এক্ষণে বিংশ স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতেছি; স্বামিসহ নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিলে যথেষ্ট পুরস্কৃত হইবেন। আশাকরি, আমার এ অনুরোধ উপেক্ষিত হইবে না। আর এ দাসী অতি দরিদ্র; আপনি নিমন্ত্রিত, সুতরাং আপনার জলযোগার্থ যে কিছু সামান্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছি তাহা গ্রহণ করুন, কাহাকেও অভুক্ত বিদায় দেওয়া গৃহস্থধর্ম্মানুমোদিত নহে।” একথা বলিয়া ইঙ্গিতে বিপদজ্ঞাপন ও ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্ব্বক সে রজনী গণৎকার পত্নী স্বীয় উপনায়ককে বিদায় করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় গাত্রাভরণাদি উন্মোচিত করিল এবং শয্যাশায়িনী হইয়া স্বীয় স্বামীর বিরহবেদনাসূচক আক্ষেপ প্রকাশ করিতে লাগিল। অপরিচিতের অভ্যর্থনার্থ এইরূপ বিরহ বেদনায় ব্যথিত হইয়াও তাহাকে যে বসন ভূষণে সজ্জিত হইতে হইয়াছিল, তাদৃশভাবে

বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করিতেও কুলটা ক্ষান্ত থাকিল না। পর্য্যঙ্কতলে লুক্কায়িত গণৎকার, পত্নীর কৌশলজালের মর্ম্মভেদ করিতে নিতান্তই অসমর্থ হইয়াছিল; সুতরাং এক্ষণে এ সকল প্রতারণামূলক বাক্যে আস্থাস্থাপন করিয়া ভাবিতে লাগিল, "আমি এমন সতী সাধ্বীর প্রতি সন্দিগ্ধমনা হইয়া প্রত্যবায়ভাগী হইয়াছি, অবশ্যই এজন্য আমাকে প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।" এরূপ ভাবিয়া গণৎকার তথন পর্য্যঙ্কতল হইতে বহির্গত হইয়া পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া স্বীয় ব্যবহারের জন্য পত্নী সমীপে বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিল, এবং তদবধি সতী সাধ্বীজ্ঞানে তৎপ্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আসক্ত হইল।" মন্ত্রী এরূপে গল্প সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! স্ত্রী চরিত্র এমনই অদ্ভুত, এমনই প্রতারণাময়। সুতরাং উহাদিগের বাক্যে আস্থাস্থাপন করিয়া যুবরাজের হত্যাসাধন কতদূর ধর্ম্ম সঙ্গত, বিবেচনা করুন। আমার আর কিছুই বক্তব্য নাই। চিরদিন মহারাজের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছি, সেজন্য কর্ত্তব্যবোধে এতকথা বলিলাম, ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।" মন্ত্রীর এরূপ যুক্তিগর্ভ বিনয়-নম্রবচনে মহারাজের মন পুনরায় সন্দেহদোলায় দুলিতে লাগিল; মহারাজ মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মন্ত্রিন্! আমি এ ব্যাপারে হত-বুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতে পারিতে-ছিনা। আচ্ছা বলদেখি, রাজকুমার যদি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, তবে সে আত্মসমর্থনে অগ্রসর হইতেছে না কেন? মৌনাবলম্বনেত স্বীয় সম্মতিই প্রকাশিত হইতেছে।" মন্ত্রী রাজার এ কথায় কিঞ্চিৎ সাহসী হইয়া বলিলেন "মহারাজ, এ দাসের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না; সত্য বলিতে গেলে, এ ব্যাপারে মহারাজের কিঞ্চিৎ

অব্যবস্থিত-চিত্ততাই প্রকাশ পাইতেছে; কু প্ররোচনাই ইহার মূলীভূত কারণ। কিন্তু মহারাজ! রমণী কদাপি বিশ্বাসযোগ্যা নহে। আর যুবরাজের মৌনাবলম্বন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মহারাজের স্মরণে থাকিতে পারে, কুমার এ অভিযোগের পূর্ব্বাবধিই মৌনাবলম্বী। অবশ্যই ইহার কোন বিশিষ্ট কারণ আছে। সেজন্যই আমাদিগের প্রার্থনা, রাজ্যবাসী সকলের নিবেদন, কিয়দ্দিন অপেক্ষা করিয়া এ অভিযোগের বিচার করুন, সত্য অবশ্যই প্রকাশিত হইবে। এবারও মন্ত্রীর কথায় রাজা অসম্মত হইতে পারিলেন না, তিনি ধীরস্বরে বলিলেন,— আমি এবারে তিন দিবসের সময় প্রদান করিতেছি, এ সময় মধ্যে তোমরা কুমারের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা কর, নতুবা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, চতুর্থ দিবসে প্রসঙ্গমাত্র উত্থাপন না করিয়া অপরাধীর প্রাণদণ্ড বিধান করিব, ইহার অন্যথা হইলে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব,— ইহাই আমার শেষ আদেশ।" এবারে মন্ত্রী দ্বিরুক্তি না করিয়া কারাগারে রাজকুমার-দর্শনের অনুমতি গ্রহনানন্তর রাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, মন্ত্রণা সভা ভঙ্গ হইল।

নিস্তব্ধতার অবসান।

এরূপে সপ্ত দিবারাত্রির অবসান হইল। অষ্টমদিবসে রাজকুমার নির্দ্দিষ্ট নিস্তব্ধতার সময় অতিবাহিত হইয়াছে দেখিয়া মনে মনে দয়াময় জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং ভক্তিভরে তৎপদে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া স্বীয় বিপদ হইতে মুক্ত হইবার জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন। সপ্তম মন্ত্রী পূর্ব্ব

দিবসে কারাবাসে রাজকুমারদর্শনের অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি কৌশলে রাজকুমার হইতে কোন বিষয় জ্ঞাত হইতে সমর্থ হ'ন কিনা তদ্বিষয় চেষ্টা করিতে কারাগারে উপস্থিত হইলেন। তাহার আগমনমাত্র রাজকুমার তাঁহাকে যথাযোগ্য অভিবাদন পুরঃসর নিতান্ত বিনীতভাবে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন দেখিয়া মন্ত্রী যারপর নাই বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। ফলতঃ রাজকুমারের নিস্তব্ধতার অবসান হইয়াছে দেখিয়া মন্ত্রী আনন্দোচ্ছ্বাসে এতই উন্মনস্ক হইয়াচিলেন যে, কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার জন্য রাজকুমারকে উপযুক্ত শিষ্টাচার প্রদর্শন না করিয়াই প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমার! আপনার নিস্তব্ধতার অবসান হইয়াছে দেখিয়া আমি আনন্দে অধীর হইয়াছি, এক্ষণে প্রকৃত কথা স্পষ্টভাবে বিবৃত করুন। কি জন্যই বা আপনি এতদিবস মৌনাবলম্বী হইয়া ছিলেন, কেনই বা আপনার উপর এ কুৎসিত অভিযোগ উপস্থাপিত হইল? এত দুত্তরে রাজকুমার সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলেন— 'সকলই অদৃষ্টবশে হইয়াছে। সকলই আমি সর্ব্ব-সমক্ষে বিবৃত করিব। আপনি দয়া প্রদর্শনে পিতৃদেবকে আগামী কল্য সমস্ত মন্ত্রিবর্গ এবং রাজ্যের উচ্চপদস্থ ও সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটী সভার অধিবেশন করিতে এ দাসের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিবেন, এবং গুরুদেব সিন্ধবাদ মহাশয়কে এ অধমের মস্তকে পদধূলি প্রদান করিতে বলিবেন।" মন্ত্রী এবংপ্রকারে হর্ষ-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সে সময়েই রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া রাজকুমারের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। রাজাও একথা শ্রবণে নিতান্ত পুলকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বৃহতী সভার অনুষ্ঠান করিতে কর্ম্মচারি-বর্গকে আদেশ প্রদান করত সে দিবস হর্ষোদ্বেগে অতিবাহিত করিলেন।

এক অতি বিস্তৃত শুভ্র চন্দ্রাতপতলে, রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ লইয়া যথাসময়ে পরদিবস যথারীতি প্রকাশ্য বৃহতীসভার অধিবেশন হইল। নির্দ্দিষ্টস্থানে রাজা নানা মণিরত্নবিখচিত রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন; এবং সভাসদগণ যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজকুমারের আগমন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে সিন্ধবাদ সমভিব্যাহারে রাজকুমার সভাস্থলে আগমন করিয়া নির্দ্দিষ্টস্থান অধিকার করিলে উপস্থিত জন সমূহের হৃদয় যুগপৎ আনন্দ ও ঔৎসুক্যে উদ্বেজিত হইয়া উঠিল। স্বয়ং রাজা তখন সভার গাম্ভীর্য্য ভঙ্গকরিয়া রাজকুমারের উদ্দেশে প্রশ্ন করিলেন,— কুমার! তুমি রাজপুত্র হইয়াও আজ সপ্তদিবা সপ্তরাত্রি কারাবন্দী; কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞানপ্রণোদিত হইয়া আমি ইতোমধ্যে তোমার বধাদেশ অবধি প্রদান করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি এ সম্বন্ধে একটী কথাও এতদিন উচ্চারণ কর নাই; পরন্তু রাজধানীতে আগমনের পর তুমি গত কল্য পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা অবলম্বন করিয়াছিলে, ইহার কারণ কি? এবং তোমার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগের সম্বন্ধেই বা তোমার কি বক্তব্য আছে?" রাজা একথা বলিয়া নীরব হইলে, রাজপুত্র তখন সিন্ধবাদের অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক সেই প্রকাশ্য সভামণ্ডপে দণ্ডায়মান হইয়া রাজার প্রশ্নের উত্তর লক্ষ্য করিয়া নিতান্ত বিনয়নম্র অথচ গম্ভীরতাজ্ঞাপকস্বরে বলিতে লাগিলেন,— "আমি নিতান্ত দুরদৃষ্টব্যক্তি, কেননা এ অবধি আমি পিতৃ-সন্তোষসাধনে সততই বঞ্চিত আছি। বাল্যকালে শিক্ষায় অমনোযোগী হইয়া প্রত্যক্ষদেব পিতা মহাশয়ের মনঃকষ্টের কারণ ছিলাম, তৎপরে পরমপূজ্য গুরুদেব সিন্ধবাদের অনুগ্রহে যদ্যপি

নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু এ অবধি পিতার সন্তুষ্টিসাধনের সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। যাহা হউক, আমি ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, সুখ দুঃখ ভোগ সকলই অদৃষ্টায়ত্ত। আমি এতদিন যে কারারুদ্ধ হইয়া দিন যাপন করিয়াছিলাম, আমার বিরুদ্ধে যে সম্পূর্ণ অমূলক এক কুৎসিত অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে, এ সকলই আমার দুরদৃষ্টবশতঃ হইয়াছে। ধন, জন, সহায়, সম্পত্তি, এ সকলদ্বারা কাহারও অদৃষ্টলিপি খণ্ডিত হয় না। বাহুবলে অদৃষ্টজয় সম্পূর্ণ অসম্ভব, অদৃষ্টের কারণ নির্ণয়ও মনুষ্যের ক্ষমতা-তীত। সমুদয় জড়-জগৎ অদৃষ্টের সম্পূর্ণ দাস। যাহাহউক, এক্ষণে আমার মৌনাবলম্বনের কারণসম্বন্ধে দুই একটী কথা সর্ব্বসাধারণের গোচর করিতেছি। পিতৃপদদর্শনার্থ রাজধানীতে আগমনকালে গুরুদেব সিন্ধবাদ মহাশয় গণনা করিয়া দেখিলেন, নির্দ্দিষ্ট সপ্ত দিবা রাত্রি আমার পক্ষে ঘোরদুর্দ্দিন। এ সময়ে আমার সমূহ বিপদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বিদ্যমান। এমন কি একালে আমার জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে পারে। সেজন্য গুরুদেব নিতান্ত চিন্তিত হইলেন, এবং আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বৎস, তোমার সমূহ বিপদ সম্মুখে উপস্থিত, ইহার নিবারণ হয় কি না বলিতে পারি না, তবে গণনাদ্বারা ইহাও বুঝিতে পারি-তেছি, ইহার একমাত্র প্রতীকারের উপায় তোমার মৌনবলম্বন। তুমি যদি সপ্তদিবা সপ্তরাত্রি সম্পূর্ণ মৌনী থাকিতে পার, তবে সম্ভবতঃ তোমার বিপদ কাটিতে পারে। কিন্তু উহার ব্যতিক্রমে তোমার প্রাণসংশয় অনিবার্য্য। পূজনীয় গুরুদেবের উপদেশই আমার নিস্তব্ধতার একমাত্র কারণ।" এতটুক বলিয়া রাজ-কুমার মহারাজকে সম্বোধন করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,

দেব, আমি আপনার প্রদত্ত বধাদেশ শ্রবণ করিয়াও নীরব রহিয়াছি বলিয়া আপনি বিস্ময় প্রকাশ করিতেছিলেন, কিন্তু ইহার একমাত্র কারণ এই যে, আমার নিশ্চিত ধারণা, মৃত্যু যখন অদৃষ্টফলে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইবে, তখন উহাকে কেহই বাধাপ্রদান করিতে সমর্থ হইবে না। অন্যপক্ষে আয়ুষ্কাল নিঃশেষিত না হইলে মৃত্যু কাহারও কেশাগ্রস্পর্শ করিতেও ক্ষমতাবান নহে। ফলতঃ এ সম্বন্ধে এক আরব্য পণ্ডিতের মত সর্ব্বদাই আমি স্মরণ করিয়া থাকি। পণ্ডিত সংক্ষেপে বলিয়াছেন,—

মৃত্যুকালে প্রাণদান অসম্ভব হয়,
আয়ুষ্কালে বধকরা কারো সাধ্য নয়।"

ফলতঃ—আমার ধারণা জন্মিয়াছে, জগতীতলে যত কিছু ঘটনা-পরম্পরা সংঘটিত হয়, সকলই অদৃষ্টাধীন। এই যে অন্তঃপুর-চারিণী রমণী আমার উপর বৃথা অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছেন, আমি সে কুৎসিত অভিযোগমূলে জনসমাজে বিশেষতঃ ভবৎসকাশে নিরতিশয় লজ্জিত, অবমানিত ও অপদস্থ হইয়াছি, তাহাও নিয়তিবশে—অদৃষ্টফলেই সংঘটিত হইয়াছে। উহাতে প্রকৃতপক্ষে আমার বা তাহার কোনই দোষ নাই। এ সংসারের যাবতীয় ঘটনায় ঈশ্বরের মঙ্গলময় হস্ত নিরীক্ষণ করাই মানবের কর্ত্তব্য। ফলতঃ সংসারে অনেক সময়ে এমন ঘটনাও পর্য্যবেক্ষণ করাযায়, যাহাতে কাহারই দোষগুণ লক্ষ্য করা যায় না, অথচ সে ঘটনাদ্বারা দৃষ্টতঃ সংসারের প্রভূত ইষ্টানিষ্ট ঘটে। এস্থলে আমি ইহার একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি, সকলে ক্ষমা করিবেন।"

অভাবনীয়রূপে সর্প বিষের আবির্ভাব।

রাজকুমার বলিতে লাগিলেন,— কোন নগরে এক অতি দয়ালু ভদ্রলোক বাস করিতেন, সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার এবং দয়া প্রদর্শনই তাহার একমাত্র মূলমন্ত্র ছিল, তিনি সকলকেই সমভাবে দর্শন করিতেন। ফলতঃ তিনি বলিতেন,—

দয়াদানে ভেদনীতি করো না গ্রহণ,
দেবতার মেঘ করে সর্ব্বত্র বর্ষণ।"

যাহাই হউক, এই ভদ্রলোক একদা কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তিকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়দ্বারা বিশিষ্টরূপে আহার করাইয়াছিলেন। আহারান্তে দেখাগেল, সকলেই বিষ-লক্ষণাক্রান্ত হইয়া শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইল। এ ব্যাপারে কেহ কেহ বা মৃত্যুমুখে নিপতিত হওয়ায় সেদিকে গৃহস্বামী এবং অপরাপরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; অবশেষে বহু অনুসন্ধানফলে জানাগেল, দুগ্ধ পরিবেশনার্থ পরিবেশিকা যৎকালে ভাণ্ডহস্তে দুগ্ধ লইয়া আসিতেছিল, তন্মুহূর্ত্তে একতর শ্যেনপক্ষী সর্পমুখে শূন্যমার্গে ভাণ্ডের উপর দিয়া গমন করিয়াছিল। তৎকালে সর্প. হয়ত বিষ উদ্গীরণ করিয়া থাকিবে, এবং সে বিষ ভাণ্ডমধ্যে পতিত হইয়াছিল, সকলেই এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। বস্তুতঃ সে সিদ্ধান্ত বোধ হয় ভ্রমশূন্য এবং সম্পূর্ণ সমীচীন হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে আমার প্রশ্ন এই, ভাণ্ডমধ্যে এরূপ আকস্মিক বিষাবির্ভাবে যে কয়েকটী লোক মৃত্যুগ্রাসে কবলিত হইয়াছিলেন, অনেকে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য ন্যায়তঃ দায়ী কে? কেহ বলিতে পারেন, অসাবধানতা দোষে

পরিচারিকা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপরাধিনী, অপরে বলিবেন ইহাতে দাসীর কোনই দোষ নাই, যেহেতু সর্প বিষের বিষয় সে কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই, পরন্তু সে স্থলে সে সময় দুগ্ধের সহিত সর্প-বিষের মিশ্রণ সম্পূর্ণ আকস্মিক ঘটনা। কেহ কেহ দুগ্ধপায়ী-দিগকেও এক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত করিতে অগ্রসর হইবেন, কিন্তু অপরে এ বিষয়ের যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ করিবেন। দুই একজন এক্ষেত্রে নিমন্ত্রণকারী ভদ্রলোকের স্কন্ধেই হয়ত দোষের ভার চাপাইতে চাহিবেন, কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ অসঙ্গত। তবে দোষ কাহার? আমি বলিব, এক্ষেত্রে দোষ কাহারই নহে, নিমন্ত্রণ-ভোজীদিগের অদৃষ্ট-বশে তাঁহারা অনুরূপ ফল ভোগ করিয়াছেন, দোষ তাহাদিগের অদৃষ্টের! ফলতঃ বিদ্যাবুদ্ধি শৌর্য্য-বীর্য্য সকলেই অবনতমস্তকে সতত অদৃষ্টের অধীনতা স্বীকার করিয়া আসিতেছে, উহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই যে, আমার সম্বন্ধে দুইটী কুৎসিত অভিযোগ রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছে, উহার জন্য আমি কাহাকেও দোষভাগী করিতে প্রস্তুত নহি। সমস্ত দোষ আমার মন্দ অদৃষ্টের। নতুবা যে পিতৃদেবের প্রসাদ-কণায় এ দেহাধিকারী হইয়াছি, যাঁহার চরণ প্রসাদে এ সংসারালোক দেখিতে সমর্থ হইয়াছি, আজীবন পদসেবায় নিযুক্ত থাকিলেও যাঁহার এক মুহূর্ত্তের ঋণ পরি-শোধিত হইবে না, যাহাকে হত্যা করিবার পাপকথা রসনায় উচ্চারিত হইলেও জীবন কলুষিত হয়—আমি সেই পিতৃদেবের জীবননাশ করিয়া কি না সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি! একথাও কি সম্ভবপর? রাজপুত্র আমি, একজন সামান্যা পরিচারিকার প্রতি কুভাবগ্রস্ত হইয়াছি, এ সকল মিথ্যা কথায় হৃদয় যত অবসন্ন না হইয়াছে, পিতৃদেবের প্রতি আমার পৈশাচিক

আচরণের মিথ্যা অভিযোগে আমি ততোঽধিক অবমানিত ও মর্ম্মক্লিষ্ট হইয়াছি। কিন্তু আজ স্পষ্টাক্ষরে সর্ব্বজনসমক্ষে আমি অকাতরে বারংবার বলিতেছি, পিতৃদেবের হৃদয়ে যদি এ মিথ্যা অভিযোগের সত্যতার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণাও বদ্ধমূল হইয়া থাকে, তবে আমি এইদণ্ডে, স্বহস্তে এই পাপজীবনের অবসান করিতে কিছুমাত্র কাতরতা প্রকাশ করিব না। অথবা এই হৃদয়ের শোণিত এই তরবারি দ্বারা নির্গত করাইয়া অকাতরে পিতৃপদে বিশ্বস্ত-ভাবে উপঢৌকন প্রদান করিতেও এ দাস সতত প্রস্তুত। আর পরিচারিকার কথা,— "মাতৃবৎ পরদারেষু"—পরিচারিকাকে আমি প্রতিমুহূর্ত্তে স্বীয় জননীর ন্যায় দর্শন করিয়া আসিতেছি, এখনও এ মুহূর্ত্তে আমি জননী বলিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহাকে সম্বোধন করিব; কিন্তু আমার বিশ্বাস কলুষিতচরিত্রা রমণী আমাকে পুত্রভাবে গ্রহণ করিতে নিতান্তই সঙ্কুচিতা হইবে, এ বিষয়ে ইহার অধিক এক্ষণে আমি কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। বরং রাজ-সভায় তাহাকে আনয়ন করিলে সকলের সমক্ষে তাহার আচরণ সম্বন্ধে তাহাকে একটী মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু ইহাও স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি, এসকল মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছে বলিয়া সৈরিন্ধ্রীর প্রতি আমি কুপিত নহি, কারণ আমি অদৃষ্টবাদী। আপনার ভাগ্যফলের জন্য অসন্তুষ্টিপ্রকাশ মূঢ়তার কার্য্য। অদৃষ্টফলে বিপন্ন হইলে তখন ধৈর্য্য ও যথাসম্ভব সন্তোষাবলম্বনই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু উদ্যোগ অদৃষ্টের সহিত সমসূত্রে গ্রথিত, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য।"

রাজা রাজকুমারের এরূপ সরল যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণে নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন, এবং অনতিবিলম্বে সর্ব্বসমক্ষে

রাজকুমারের নির্দ্দোষিতা ঘোষণা করিয়া সন্তোষভরে তাহাকে স্নেহালিঙ্গন প্রদান করিলেন। ' সমস্ত সভাসদ ও পরিষদবর্গ পূর্ব্বাহ্নেই রাজকুমারের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে সিঃসন্দেহ ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার বক্তব্য শ্রবণ করিয়া ও রাজার প্রিয় ব্যবহার দেখিয়া সকলেই মনে মনে পরম প্রীতি অনুভব করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বারংবার রাজা ও রাজকুমারের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এ উপলক্ষে সমস্ত দিন দীনদুঃখীদিগকে প্রভূত ধন বিতরণ, দরিদ্রদিগকে ইচ্ছানুরূপ আহার্য্য প্রদান, অপরাধীদিগের দণ্ডের মুক্তিপ্রদান প্রভৃতি সংকার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হইল—রাজবাটী উৎসবময়ী হইয়া উঠিল। ইহার পরদিবস দাসীর ধৃষ্টতা ও মিথ্যাপবাদ উত্থাপনের বিচার দিন ধার্য্য হইল। যথারীতি এ দিবসেও সভার অধিবেশন হইলে বিচারারম্ভের পূর্ব্বাহ্নেই রাজা সিন্ধবাদের নানাগুণের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে সভাস্থলেই জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশয়! আমার প্রাণাধিক পুত্র পূর্ব্বে এতাদৃশ জ্ঞানী, বিদ্বান বা বিনয়ী ছিল না। শিক্ষিত শিক্ষক মণ্ডলী তাহাকে শিক্ষাদানে অসমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার শিক্ষাবিষয় একপ্রকার হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। ভাগ্যবশে তাহাকে আপনার শিক্ষাধীনতায় রক্ষিত করিয়া আশাতিরিক্ত ফললাভে সমর্থ হইয়াছি; আমার পুত্রের মত শিক্ষিত ব্যক্তি এক্ষণে বোধ হয় জগতে দুর্ল্লভ সুতরাং আমি আপনার নিকট দুশ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতা-সূত্রে চির আবদ্ধ রহিলাম। কিন্তু আমার বিনীত জিজ্ঞাস্য—কিরূপে আপনি তাহাকে শিক্ষায় অনুরক্ত করিতে সমর্থ হইলেন? কিরূপে তাহার মতিগতি এত সহজে পরিবর্ত্তিত হইল?" সিন্ধবাদ রাজার প্রশ্নে আপ্যায়িত হইয়া সভাসমক্ষে বিনীতভাবে

বলিলেন,—মহারাজ! এসম্বন্ধে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই,—সময়ের সুযোগে, অধ্যবসায় ও সদয় ব্যবহারদ্বারা, সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হওয়া যায়, ইহা বোধহয় সর্ব্ববাদিসম্মত। যে সময়ে রাজকুমারের যেরূপ মনের ভাবের পরিবর্ত্তন হইত, সেই সময়ে সেইভাবে তাহাকে শিক্ষাদানে নিযুক্ত রহিয়াছি। ফলতঃ সকলেই বুঝিতে পারেন, গ্রীষ্মকালে কখনও শৈত্যানুভবের আশা করা সমীচীন নহে, নিম্ববৃক্ষে আম্রফল উৎপাদন সম্ভবপর হয় না। বিকৃতমতি যুবকের কাছে প্রথমেই নীরস নীতিকথা উত্থাপন করিয়া আমি তাহাকে বিরক্ত করি নাই। আবার ইহাও স্বীকার্য্য উপ্তখর্জ্জুর বৃক্ষ এক দিবসেই সুদীর্ঘতা প্রাপ্ত হয় না, এক মুহূর্ত্তে বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ নিতান্তই অসম্ভব। ধীরে ধীরে, একে একে আমি রাজকুমারকে লইয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইয়াছি। সর্ব্বোপরি আমি তাহার সহিত সর্ব্বদাই সদয় ব্যবহার করিয়াছি। আমোদ দ্বারা শিক্ষাকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছি। ফলতঃ নির্দ্দয় কটু ব্যবহারে কোন বিষয়ে কাহারও মন আসক্ত করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। ভালবাসায় বনের পশু বশতাস্বীকার করে, ইহা প্রত্যক্ষসত্য।” একথা বলিয়া সিন্ধবাদ নীরব হইলে, রাজা সস্নেহে রাজকুমারকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৎস, প্রথমে তোমার শিক্ষায় বিন্দুমাত্র অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত না; বিনয় বা শিষ্টতারদিকে তোমার আদৌ লক্ষ্য ছিলনা। কিন্তু এক্ষণে তুমি ভুবনে আদর্শ যুবরাজ হইয়া আমার অতুল সুখের কারণ হইয়াছ। কোন্‌সূত্রে তোমার এপ্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, তাহা তোমারই মুখে শুনিতে আমার বাসনা হইয়াছে, অতএব এসম্বন্ধে তোমার বক্তব্য সভাসমক্ষে বিবৃত কর।” এতদুত্তরে রাজকুমার

নিতান্ত সৌজন্য প্রদর্শনে বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন,—"পিতঃ এ অধম আপনার প্রশংসার নিতান্ত অযোগ্য পাত্র ; যাহাই হউক, আপনার প্রশ্নোত্তরে আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, শিশুকালে সকলেরই মনোবৃত্তি সকল অপরিপুষ্ট থাকে, এসময় বালকবুদ্ধি আদৌ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য হিতাহিত জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারে না। এমত্যাবস্থায় কোনক্রমে আমোদ-প্রমোদ কিংবা বিলাসের প্রতি তাহার দৃষ্টি পতিত হইলে সে দিকেই তাহার শিশুবৃত্তিগুলি সহজে প্রধাবিত হয়। আপাততিক্ত শিক্ষার দিকে সে আদৌ দৃষ্টিপাত করে না। কিন্তু কালে জীবনে এরূপ সময় সমাগত হয়, যখন মনোবৃত্তি সকল পরিস্ফুট হইবার উপক্রমে মানবহৃদয়ে জ্ঞানের পিপাসা স্বতই উপজাত হয়। সে সময়ে সৌভাগ্যক্রমে সুশিক্ষকের সাহায্য প্রাপ্ত হইলে ঈশ্বরানুগ্রহে বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় বয়স্কেরাও শিক্ষিত, বিনীত, শিষ্ট ও জ্ঞানী হইতে পারেন। সুতরাং শৈশবে বিদ্যায় অবহেলা করিলেও নিরাশ না হইয়া যুবকেরও বিদ্যোপার্জ্জনে যত্নবান হওয়া বিধেয়। শৈশবে যাহারা শিক্ষানুরাগী হ'ন, তাঁহাদের সে অনুরাগ তাড়না জনিত, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি প্রণোদিত নহে, ইহা নিশ্চিত বলা যায়। যাহাহউক, শৈশবই যে শিক্ষার সুপ্রশস্ত সময়, ইহাতে সন্দেহ নাই। একথা বলিয়া রাজকুমার সভ্যবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন, যৌবন অতি বিষম কাল। এ অধমের মতে যৌবনের পূর্ব্বে সকলেরই জ্ঞানোপার্জ্জন একান্ত আবশ্যক। উদ্দাম মনোবৃত্তিগুলি দমিত রাখিবার একমাত্র সাধন জ্ঞান। যৌবনে উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি নরনারী পশুবৎ আচরণ করে ; এমনকি, ঘটনাবিশেষে তখন উহাদের বোধশক্তি সম্যক বিলুপ্ত হইয়া পড়ে, একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। আমি

এস্থলে একটী উদ্দামপ্রকৃতি রমণীর দৃষ্টান্তের উল্লেখদ্বারা আমার উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিব।

এক উদ্দামপ্রকৃতি রমণীর কথা।

এক যুবতী সুন্দরী রমণী স্বীয় স্বামি-প্রেমে পরিতৃপ্ত না হইয়া সততই পুরুষান্তর সংগ্রহের চেষ্টা করিত। উন্মুক্ত বাতায়নপথে সতত দৃষ্টি সঞ্চালন, সুসজ্জিতবেশে প্রাসাদোপরি পরিভ্রমণ উহার নিত্যকর্ম্ম ছিল।। কিন্তু বহুকালের চেষ্টায়ও সে পাপিষ্ঠা স্বীয় মনোমত পুরুষ দেখিতে পাইত না। অবশেষে একদিবস কলসীসহ গৃহের অদূরবর্ত্তী একটী কূপসন্নিধানে জলানয়নে গমন করিলে, অকস্মাৎ এক অতি রমণীয় যুবকের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার ঘটিল। অশিক্ষিতা উদ্দামপ্রকৃতি রমণী যুবকদর্শন মাত্রেই এত অধীরা হইয়া পরিল যে, তাহার বাহ্যজ্ঞান সম্যক বিলুপ্ত হইল। হস্তস্থিত কলসী ইত্যবসরে কূপমধ্যে পতিত হইল। যুবতী নির্নিমেষ-নয়নে যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। যুবক নিতান্ত সচ্চরিত্র ও সাধু পুরুষ ছিলেন, সুতরাং রমণীর এ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু রমণী হৃদয়াবেগ কিছুতেই প্রশমিত করিতে পারিল না; সে কিয়ৎকাল উন্মাদিনীবৎ চতুর্দ্দিকে হতাশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। পরিশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনে মনন করিল। এদিকে তাহার দুই বৎসর বয়স্ক শিশুটী ইতোমধ্যে মাতার অনুসরণ করিয়া কূপসান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। পাপিষ্ঠা এক্ষণে অন্যমনে শিশুটীর গলে

রজ্জু বাঁধিয়া কলসীভ্রমে তাহাকেই কূপজলে নিমজ্জিত করিতেছিল। শিশুর ক্রন্দনে অবিলম্বে চতুর্দ্দিকে লোকের সমাগম হইলে, পাপিষ্ঠা তখন প্রকৃত ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপন ব্যবহারে বিস্মিতা হইল। ফলতঃ ক্ষণকালের জন্যও বোধশক্তি বিপর্য্যস্ত হইলে মানুষ পশুরও অধম হয়। জ্ঞানাঙ্কুশদ্বারা কুপ্রবৃত্তি করিণীকে শাসিতা না রাখিলে মুহূর্ত্তে প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হয়। যাহাই হউক, সর্ব্বশেষে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, কি শৈশবে, কি যৌবনে, প্রৌঢ় কি বার্দ্ধক্যে ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতীত কোন কালে কোন কার্য্যেই কৃতকার্য্যতা লাভ করা যায় না। সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকার্য্য সর্ব্বতোভাবে জগদীশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। ঈশ্বরানুগ্রহে দৈবানুকূল্যে কেহ কেহ শৈশবেও অলৌকিকী বুদ্ধিশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, এরূপ দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে। এমন কি যাহারা অন্ধ, খঞ্জ, বধির, যাহারা কস্মিন কালেও বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক পরিচালনা করিবার অবকাশপ্রাপ্ত হয় না বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস, তাহাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ ঈশ্বরানুকম্পায় সুতীক্ষ্ণ সাংসারিকী বুদ্ধির প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। আমি এস্থলে তিনটী উদাহরণদ্বারা আমার এ উক্তির যথার্থ্য সপ্রমাণ করিয়া আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিব। প্রথমে আমি এক দুগ্ধপোষ্য শিশুর অতি-মানুষিক কার্য্যের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি।

এক দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা।

এক ব্যভিচারিণীর এক শিশু পুত্রছিল। রমণীর স্বামী কার্য্যোপলক্ষ্যে বিদেশে গমন করিলে ঐ পাপিষ্ঠা স্বৈরিণী যদৃচ্ছাক্রমে স্বীয় উপনায়ক সমভিব্যাহারে কদাচারে রত হইত। দিবসরজনী-নির্ব্বিশেষে পাপক্রীড়ায় নিরতা থাকায় রমণী স্বীয় শিশু পুত্রের লালন পালনেও অমনোযোগিনী হইয়া পরিল। যাহাই হউক, অবশেষে একদিন দিবা দ্বিপ্রহরে পাপিষ্ঠ নায়ক ব্যভিচারিণী-সমীপে উপস্থিত হইলে শিশু-সন্তানটী মাতার অগোচরে তাহাকে বলিতে লাগিল,— "মহাশয়, আপনি কি ধর্ম্মাধর্ম্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন? এ বিপুল জগতের কি একজন অধিনায়ক নাই? পাপ পুণ্যের কি বিচার হইবে না? ঈশ্বর কি সর্ব্বতশ্চক্ষুঃ সর্ব্বব্যাপী নহেন? এ দিন কি এ ভাবেই গত হইবে? এখনও পরকালের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করুন, এখনও ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞাতা জ্ঞানে পাপের লিপ্সা পরিত্যাগ করুন। পরিণামে ক্ষমা পাইলেও পাইতে পারেন।" বৎসরেক বয়স্ক শিশুর মুখে এবংপ্রকার তত্ত্বকথা শ্রবণে ব্যভিচারী পাপীর হৃদয় কম্পিত হইল, এই অভূতপূর্ব্ব ব্যপারে সে এমনই বিচলিত হইয়া পরিল যে, সে স্বীয় উপনায়িকার সহিতও সাক্ষাৎকার না করিয়া ত্বরিতপদে গৃহনিষ্ক্রান্ত হইল এবং সে দিবস হইতে সর্ব্ববিধ পাপকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভগবদারাধনায় দিন-পাত করিতে লাগিল। অবশেষে নাকি সে ব্যভিচারী পুরুষ নানা সদ্‌গুণে বিভূষিত হইয়া পরম সাধুজীবন অবলম্বন করিয়াছিল। রাজকুমার পুনর্ব্বার কহিলেন,— এক্ষণে বুঝা যাইতেছে এ বালক

কেবল ঈশ্বরানুগ্রহেই দৈবশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ফলতঃ জগদীশ্বর কোন্ কার্য্য দ্বারা কি ভাবে কোন্ ফলের সূচনা করেন, তাহা ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের বোধগম্য নহে। এক্ষণে একটী পঞ্চম বর্ষীয় বালকের তীক্ষ্ণবুদ্ধির দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি, তচ্ছ্রবনে সদস্যগণ বুঝিতে পারিবেন, এ বালকও স্বাভাবিক বুদ্ধিমান্, স্বতঃ প্রতিভাশালী।

পঞ্চম বর্ষীয় বালকের তীক্ষ্ণবুদ্ধির কথা।

একদা তিনব্যক্তি কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া, প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়াছিল। কিন্তু সে ধনে তাহাদিগের ধনতৃষ্ণা নিবারিত না হওয়ায়, তাহারা লব্ধধন একস্থলে সঞ্চিত রাখিয়া পুনর্ব্বার বিদেশে ব্যবসায়বাণিজ্য করণার্থ বহির্গত হইতে মানস করিয়াছিল। একদিন উহারা পরামর্শক্রমে নগরের এক সচ্চরিত্রা ধর্ম্মপরায়ণা রমণীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, সাধ্বি! আমরা বন্ধুত্রয়ে আপনার নিকট সহস্র স্বর্ণমুদ্রা গচ্ছিত রাখিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। আমরা শীঘ্রই বাণিজ্যোদ্দেশে বিদেশে গমন করিব, সুতরাং আমাদিগের প্রার্থনা, আপনি দয়া করিয়া আমাদিগের এ ধন রক্ষাকরুন, আমরা তিনব্যক্তি এক সময়ে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া গচ্ছিত মুদ্রা গ্রহণ করিব। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, আমরা তিন বন্ধুতে সম্মিলিত হইয়া মুদ্রাগ্রহণ করিতে না আসিলে, আপনি এক কিংবা দুই ব্যক্তিকে সঞ্চিত মুদ্রা প্রদান করিবেন না। আশাকরি, আপনি আমাদিগের এ অনুরোধে অসম্মত হইবেন না।” ধর্ম্মশীলা বৃদ্ধা রমণী বন্ধুত্রয়ের কথা শুনিয়া

প্রথমে মুদ্রা গচ্ছিত রাখিতে অসম্মতই হইয়া ছিলেন ; কিন্তু পরিশেষে তাহাদিগের আগ্রহাতিশয্যে অগত্যা মুদ্রাগুলি গ্রহণ করিলেন। এদিকে বন্ধুত্রয় মুদ্রাগুলি প্রদানানন্তর সকলে পূর্ব্বোক্ত রমণীর গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, ইহাদিগের মধ্যে একজন অপর অংশীদারদিগকে প্রতারিত করিবার অভিপ্রায়ে কৌশলাবলম্বন করতঃ কহিল, বন্ধুগণ বিলম্বে প্রয়োজন কি ? চল এক্ষণেই আমরা সম্মুখস্থ পুষ্করিণীসলিলে স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী পান্থশালায় আহারান্তে প্রবাসাভিমুখে যাত্রাকরি। সময়ের বৃথা অপব্যবহার আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে।" এ প্রস্তাবে কাহারও কোন আপত্তি করিবার কারণ থাকিল না, সুতরাং সকলে সেখানেই অবগাহনার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল। এক্ষণে সহসা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিল,— "বাঃ, আমি দেখিতেছি প্রথমেই বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম। যাত্রার প্রারম্ভেই এবংপ্রকার অসাবধানতা আমার পক্ষে শুভলক্ষণ নহে। আমি আমার বস্ত্রাদিপূর্ণ হস্ত-পেটিকা ভদ্ররমণীর গৃহেই ফেলিয়া আসিয়াছি, বলিয়া বোধ হইতেছে।" এতটুকু বলিয়া সে বন্ধুদ্বয়কে সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া নিতান্ত ব্যস্ততার সহিত রমণীর গৃহাভিমুখে গমন করিল। সেস্থলে উপস্থিত হইয়া সে ব্যক্তি অতীব বিনীতভাবে রমণীকে আহ্বান করিয়া কহিল. "ভদ্রে, আপনাকে পুনর্ব্বার বিরক্ত করিতে আসিলাম। আমার বন্ধুদ্বয় ঐ দেখুন আপনার বাপীতটে অপেক্ষা করিতেছেন, আমাদের একটু ভ্রম হইয়াছে, স্বর্ণ মুদ্রাগুলি আমরা গণনা করিয়া সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া ছিলাম বটে, তবে উহাতে দ্বিবিধ মুদ্রা আছে, সুতরাং উহার একটা মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া রাখা আবশ্যক ; বিশেষতঃ মুদ্রাপূর্ণ পেটিকা

আমাদিগের নামাঙ্কিত শিলমোহর বন্ধকরিয়া রাখিয়া যাওয়াই শ্রেয়স্কর মনে করিলাম; সুতরাং পেটিকা বাহির করুন; অত্যল্পকাল মধ্যে আপনার সমক্ষেই আবশ্যক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া বিদায় হইতেছি। আপনাকে বৃথা নানাপ্রকার কষ্ট প্রদান করিতেছি, ক্ষমা করুন।" ধূর্ত্ত ব্যক্তির এরূপ বাক্‌প্রপঞ্চে বিশ্বাস করিয়া রমণী অসন্দিগ্ধচিত্তে মুদ্রাপূর্ণ পেটিকা তাহার হস্তে প্রদান করিলে, সে মুহূর্ত্তের সুযোগে পেটিকাসহ অন্যপথে পলায়ন করিল। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

"সর্ব্ব এবহি সৌখ্যেন সঙ্কটান্যবগাহতে।
এব এবহি লোভস্য কার্য্যোহয়মতিদুষ্করঃ।"

এদিকে তাহার প্রত্যাগমনে বিলম্ব ঘটায় সহচর বন্ধুদ্বয় তাহার অনুসন্ধানজন্য রমণীগৃহে উপস্থিত হইল এবং সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া কিয়ৎক্ষণ অবাক্ থাকিয়া পরিশেষে কহিল,—আপনি এক্ষেত্রে অপরাধী কিংবা সম্পূর্ণ নিরপরাধ, তাহা আমরা বিবেচনা করিতে যাইব না, আমরা যখন আপনার নিকট মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়াছি তখন আইনানুসারে আপনি আমাদিগের মুদ্রা প্রদানে বাধ্য। বিশেষতঃ এতগুলি মুদ্রার ব্যাপারে আপনার কথিত সরল উপাখ্যান ধ্রুব সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইব কেন? যাহাই হউক, এক্ষণে আপনি মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিয়া আমাদিগের উদ্বেগ প্রশমিত করুন।" রমণী ব্যক্তিদ্বয়ের কথা শুনিয়া নিতান্ত বিরক্ত হইলেন, এবং কহিলেন, এই মুহূর্ত্তমধ্যে তোমাদের সহচর সমস্ত মুদ্রা ফিরাইয়া লইল, আবার আমি তোমাদিগকে এতগুলি মুদ্রা কোথাহইতে প্রদান করিব? নিতান্ত নিঃস্বার্থভাবে তোমাদের হিতসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলাম বলিয়া ইহাই কি আমার উপযুক্ত

পুরস্কার বিধান করিতে চাহিতেছ? এবম্প্রকার নানা বাগ্‌বিতণ্ডার পর অবশেষে উক্ত ব্যক্তিদ্বয় নিরুপায় হইয়া গচ্ছিত মুদ্রা আদায় করিবার জন্য রমণীর নামে রাজদ্বারে অভিযোগ আনয়ন করিলে, কাজিসাহেব উভয় পক্ষের কথাশুনিয়া সেই ধর্ম্মশীলা রমণীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "উহারা তিনব্যক্তি একত্র হইয়া গচ্ছিত টাকা প্রতিগ্রহণ করিবে, ইহাই নির্দ্ধারিতছিল, কিন্তু তুমি যখন একব্যক্তিকে সমস্ত টাকা প্রত্যর্পণ করিয়াছ তখন আইন অনুযায়ী এ টাকার জন্য তুমিই দায়ী হইয়াছ দেখিতেছি। তুমি এটাকা আত্মসাৎ কর নাই সত্য,কিন্তু এক্ষেত্রে তোমার নির্ব্বুদ্ধিতার দণ্ড স্বরূপ অন্ততঃ তোমাকে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রার দুই তৃতীয়াংশ উহাদিগকে অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে; ইহাই ন্যায়সঙ্গত বিচার।" বিচারকের এ কথায় রমণী কোন উত্তর প্রদান করিতে না পারিয়া অগত্যা টাকা সংগ্রহের জন্য তিন দিবসের সময় প্রার্থনা করিয়া নিতান্ত বিমর্ষচিত্তে বিচারগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। রমণী বিষণ্ণ-মুখে, অশ্রুপূর্ণলোচনে, পন্থাতিক্রম করিতেছেন এবং স্বীয় উদারতার জন্য আপনাকে ধিক্কৃত করিতেছেন, এরূপ সময়ে পঞ্চবৎসর বয়স্ক একটী শিশুর সহিত রমণীর সাক্ষাৎকার ঘটিলে, বালক নিতান্ত করুণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, আপনাকে এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? কেনই বা আপনার নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়াছে শুনিতে পাই কি?" রমণী বালকের মুখে এরূপ সহানুভূতিসূচক প্রশ্ন শ্রবণে বিস্মিতা হইয়া অতি আদরের সহিত তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, বৎস, তুমি আমার দুঃখের কথা শুনিয়া কি করিবে? আমাকে কতিপয় প্রতারকের হস্তে নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে; অপরিচিতের অনুরোধ

রক্ষা করিতে যাইয়া আমি মহাবিপদগ্রস্ত হইয়াছি।” বালক এরূপ উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমগ্র ঘটনা শুনিতে একান্ত আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিলে, অগত্যা রমণী তাহাকে পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতরূপে বুঝাইয়া বলিলেন। সমস্ত ব্যাপারশ্রবণে বালক কয়িৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, “মা, আপনি এজন্য চিন্তিতা হইয়াছেন কেন? আইনানুসারেতো অপর দুইব্যক্তি আপনার নিকট হইতে স্বর্ণ মুদ্রা পাইবার অধিকারী হইতে পারে না; বিচারক ভ্রমে পতিত হইয়া আপনার উপর এই অন্যায় কঠোর আদেশ প্রদান করিয়াছেন। বালকের এ কথায় রমণী সবিশেষ আস্থা স্থাপন না করায় বালক পুনরায় কহিল—“মা আপনি এখন আবার কাজি সাহেব সমীপে গমন করুন, কিংবা আগামী নির্দ্ধারিত দিনেই যাইয়া এ আপত্তি উত্থাপন করুন যে, তিন বন্ধুতে সম্মিলিত হইয়া মুদ্রাগ্রহণ করিতে না আসিলে আপনি সর্ত্তানুসারে মুদ্রাপ্রদানে বাধ্য নহেন। বর্ত্তমানে মাত্র দুইব্যক্তি মুদ্রাপ্রার্থী, তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে আপনার বিরুদ্ধে বিচারালয়ে আইনানুসারে মোকদ্দমা চলিতে পারে না।” বালকের এ কথায় রমণী বিস্মিতা হইলেন, এবং বালকের তীক্ষ্ণবুদ্ধির বারংবার প্রশংসা করিয়া সহস্র চুম্বনে তাহাকে আপন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। নির্দ্ধারিত দিবসে, রমণীমুখে বালকের উক্ত যুক্তিপূর্ণ উত্তর শ্রবণে বিচারক বিস্মিতচিত্তে আদেশের প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন। ফলতঃ এ ব্যাপারে এ বালকের তীক্ষ্ণবুদ্ধি একমাত্র জগদীশ্বরের অনন্ত মহিমাই প্রকাশ করিতেছে। এক্ষণে আমি এক জন্মান্ধের অপূর্ব্ব বুদ্ধিবিষক একটী গল্পের এখানেই অবতারণা করিতেছি।

———

এক সুচতুর অন্ধের কাহিনী।

একদা এক উৎসাহী যুবক কাশগার দেশে চন্দনকাষ্ঠ বহুমূল্যে বিক্রীত হয় শুনিয়া, তথায় উক্ত কাষ্ঠের ব্যবসায় করিতে মানস করিল। সে আপনার সমুদয় সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিয়া বহু অর্থ সঞ্চয়পূর্ব্বক স্বদেশে চন্দন কাষ্ঠ ক্রয় করিল এবং তৎসমভিব্যাহারে অবিলম্বে বাণিজ্যোদ্দেশে কাশগারাভিমুখে যাত্রা করিল। ইতো-মধ্যে কাশগারস্থ জনৈক চন্দন ব্যবসায়ী, তদীয় জনৈক বন্ধু হইতে যুবকের অভিপ্রায় ও তাঁহার কাশগার-গমনব্যাপার অবগত হইয়া স্বীয় ব্যবসায়ের ক্ষতির আশঙ্কায় নিতান্ত চিন্তাগ্রস্ত হইল এবং ইহার কোন প্রতীকার উদ্ভাবন জন্য মনে মনে যুক্তি স্থির করিতে লাগিল। কতিপয় দিবসানন্তর পূর্ব্বোক্ত যুবক চন্দন কাষ্ঠসহ কাশগার দেশের নিকটবর্ত্তী হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে কোনও পান্থ-শালার সন্নিকটে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তৎকালে চন্দন কাষ্ঠের সুগন্ধ চতুর্দ্দিক মোহিত করায় যুগপৎ বিস্মিত ও কৌতূহলা-ক্রান্ত হইয়া যুবক ব্যাপার জানিবার জন্য উক্ত পান্থশালায় উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিতে পাইলেন একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক স্বহস্তে রন্ধনকার্য্য ব্যাপৃত, তাঁহার একপাশে ইতস্ততঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক চন্দন কাষ্ঠ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ক্রমে যুবক ইহা লক্ষ্য করিলেন যে, ভদ্রলোকটী চন্দনকাষ্ঠ রন্ধনের ইন্ধনস্বরূপ ব্যবহার করিতেছেন। তখন যুবকের আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি নিতান্ত ব্যস্ততার সহিত ভদ্রলোকটীর সমীপবর্ত্তী হইয়া বিনয়নম্রবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমি অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছি, দয়া করিয়া

আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলে সবিশেষ বাধিত হইব।” ভদ্রলোক এতক্ষণে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন,—আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয় না জানিতে পারিলে, উত্তর দান করিব কি না, কিপ্রকারে বলিতে পারি? তবে সৎ প্রশ্নের উত্তর ভদ্রলোকমাত্রেই দান করিয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।” যুবক চন্দনের অপব্যবহারে এতই বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, তিনি একথা শুনিয়া অবিলম্বে আগ্রহ সহকারে বলিতে লাগিলেন, “মহাশয়, আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিতে পাইয়াছিলাম, কাশগার অঞ্চলে চন্দন স্বর্ণমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। সেজন্য আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রীত করিয়া চন্দন ক্রয় করতঃ এ অঞ্চলে তাহার ব্যবসায়মানসে অতীব উৎসাহসহকারে আগমন করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে স্বচক্ষে দেখিতেছি আপনি চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা রন্ধনকার্য্যে সম্পাদন করিতেছেন। আমি পূর্ব্বাহ্নে যাহা জ্ঞাত হইয়াছিলাম, তবে কি তাহা সম্পূর্ণ অলীক জনরব মাত্র? ঐ দেখুন, আমি পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া কত চন্দন একসঙ্গে সংগ্রহ করিয়াছিলাম।” এই বলিয়া যুবক আপন চন্দনকাষ্ঠ-রাশির দিকে অঙ্গুলিসঞ্চালন করিলে, ভদ্রলোকটী সেদিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বিস্ময়-বিমিশ্রিত ভ্রূকুঞ্চনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন,— “জগতে প্রতারকের অথবা কৌতুককারীর সংখ্যা বিরল নহে। কোনও মিথ্যাবাদী কৌতুক করিবার জন্য আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছে বুঝিতেছি। আপনি কাশগারে চন্দনকাষ্ঠ বিক্রীত করিয়া লাভবান হইবেন? হা ভগবন্! এখান হইতে যতই অগ্রসর হইবেন, ততই চন্দন কাষ্ঠের-বাহুল্য দর্শন করিয়া আপনি বিস্মিত হইবেন। আমি কাশগার সহরের অধিবাসী, স্বয়ং আমার রন্ধনে সর্ব্বদা চন্দনকাষ্ঠ

ইন্ধনস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। চন্দন জ্বলনশীল ও সুগন্ধ বলিয়া কাশগারের অনেকেই চন্দন রন্ধনকার্য্যে ব্যবহার করেন। আপনি দেশে ফিরিয়া যাউন; বরং এঅঞ্চল হইতে ফলমূল সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে ব্যবসায় করিয়া লাভবান হইতে পারেন কিনা সে চেষ্টা করিতে পারেন।" ভদ্রলোকের কথা শুনিয়া যুবকের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পরিল; সে চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিল, এবং নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য নানাপ্রকার বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পর, পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোক যুবককে স্নেহমধুরস্বরে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন,—"যুবক, আপনার অবস্থা চিন্তা করিয়া আমি অতীব দুঃখিত হইয়াছি। আপনি কত দরে চন্দন কাষ্ঠ ক্রয় করিয়াছেন? আমি অগত্যা খরিদদরে আপনার সমস্ত চন্দন কাষ্ঠ ক্রয় করিতে সম্মত হইলাম, আপনার ইচ্ছা হইলে আপনি এতদর্থে এ দেশ হইতে ফলমূল ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতে পারেন; অথবা স্বল্পমূল্যের মণিমুক্তার ব্যবসায় করিবারও চেষ্টা করিতে পারেন। আপনি বিদেশী ভদ্রযুবক, বিপদগ্রস্ত আপনাকে এতটুকু সাহায্য করিতে অন্ততঃ ভদ্রতার অনুরোধে ও আমরা বাধ্য। বিশেষতঃ আপনি অল্প-বয়স্ক যুবক, আমার পুত্র স্থানীয়।" ভদ্র-লোকের ঈদৃশ স্নেহপূর্ণবচনে যুবক যেন অকুল সমুদ্রে সাহায্য প্রাপ্ত হইল। "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" যুবক এ নীতিবচন স্মরণ করিয়া অগত্যা ভদ্রলোকের প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া কহিলেন,—"মহাশয়, আপনার উদারতায় আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়া, আপনার প্রস্তাবেই সম্মত হইলাম। একাষ্ঠের খরিদ মূল্য লক্ষ টাকা। প্রয়োজন না থাকিলেও আপনি যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া

আমাকে এরূপে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে আমার সম্মত না হওয়া নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু দায়ে পরিয়া অগত্যা আমাকে আপনার এ অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেই হইতেছে। আমি নিতান্ত মন্দভাগ্য।” যুবকের এ উত্তর শ্রবণে ভদ্রলোকটী নিতান্ত ভদ্রতার ভাণ করিয়া কহিলেন,—“যুবক, মূল্যস্বরূপ লক্ষ মুদ্রা এবং পাথেয় খরচ পঞ্চসহস্র মুদ্রা, সমুদয়ে নগদ একলক্ষ পঞ্চসহস্র মুদ্রা অথবা সমস্ত চন্দনের সমপরিমাণ আপনার মনোনীত সুগন্ধি যেকোন দ্রব্য দিতে অঙ্গীকার করিয়া অদ্য আমি এ সমস্ত কাষ্ঠ ক্রয় করিতেছি। অদ্য এস্থলে এক্ষণেই আমি ইহার অগ্রিম মূল্য প্রদান করিব। আপনাকে এবিষয়ে কুণ্ঠিত হইতে হইবে না,— আমি এদেশের ইন্ধনের সংগ্রাহক। আমি ইন্ধন জন্য এ চন্দনকাষ্ঠ বিক্রীত করিয়া ফেলিতে পারিব, উহাতে আমার বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে এ সম্বন্ধে সমস্ত লিখাপড়া সমাপ্ত হউক।”

এবংপ্রকারে পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোক বিদেশাগত সরলপ্রাণ যুবক হইতে সমস্ত চন্দন কাষ্ঠ নিতান্ত স্বল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া মহাহৃষ্ট মনে যুবক সমভিব্যাহারে কাশগারে প্রতিগমন করিলেন। বলা বাহুল্য—পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোক কাসগারস্থ ছদ্মবেশী চন্দন ব্যবসায়ী ব্যতীত অপর কেহই নহেন। ধূর্ত্ত চন্দন-বিক্রেতা এরূপে সরলচিত্ত যুবককে প্রতারিত ও তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া বিনাশ্রমে অত্যল্পকালে নিজ ব্যবসায়ের প্রভূত উন্নতিসাধনের সূত্র লাভ করিল। এদিকে যুবক কাশগারে আগমন করিয়া এক পান্থশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং পূর্ব্বাপর স্বকীয় অবস্থা চিন্তা করিয়া নিতান্ত বিমর্ষ বদনে চিন্তামগ্ন হইলেন। যাহাই হউক, কিয়ৎক্ষণ দুশ্চিন্তার পর, যুবক বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিবার অভিপ্রায়ে পান্থশালাস্থ জনৈক

প্রাচীনা পরিচারিকার সহিত সে দেশের রীতিনীতি, ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্বন্ধে নানাকথা কহিতে কহিতে অবশেষে চন্দনের কথা তুলিয়া নিজের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য নিজকে ধিক্কৃত করিলে, সে প্রাচীনা রমণী কহিল, "মহাশয়, আপনি এ কি বলিতেছেন? আপনি দেখিতেছি, কোন প্রতারকের নিকট সম্পূর্ণ প্রতারিত হইয়াছেন; মিথ্যা কথায় কে আপনার সর্ব্বস্ব একপ্রকার বিনামূল্যে হস্তগত করিয়াছে। যথার্থই এদেশে চন্দন স্বর্ণমূল্যে বিক্রীত হয়।" একথা শুনিয়া যুবক নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং বারংবার নিজের দুর্ব্বুদ্ধির জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন। যুবক ইহার কোন প্রতীকার হইতে পারে কিনা, সেবিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া অবসন্নচিত্ত শয্যাশায়ী হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পর অপরাহ্নে নিতান্ত অন্যমনা হইয়া মানসিক উদ্বেগবাহুল্য প্রশমনার্থ বৈকালিক ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

ভ্রমণ করিতে করিতে নবাগত যুবক দেখিতে পাইলেন একস্থলে কতিপয়ব্যক্তি মিলিত হইয়া সতরঞ্চ খেলায় নিযুক্ত আছে। যুবক স্বয়ং সতরঞ্চানুরক্ত ছিলেন; এক্ষণে দুশ্চিন্তা ভুলিবার নিমিত্ত সতরঞ্চ খেলিতে অভিলাষী হইয়া ক্রীড়াস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং ক্রীড়কদিগকে আপন অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তখন তাহাকে লক্ষ্যকরিয়া বলিল, তাহার সহিত সতরঞ্চ ক্রীড়ায় কাহারও আপত্তি নাই, তবে খেলায় পরাজিত হইলে প্রচলিত প্রথানুসারে তাহাকে অন্যান্যের ন্যায় জেতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। অন্যমনস্কতা ও সরলতাবশতঃ যুবক ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে সবিশেষ বিবেচনা না

করিয়াই এ কথায় সম্মত হইয়া খেলায় প্রবৃত্ত হইলেন। দৈব দুর্ব্বিপাকবশতই হউক অথবা মনের অস্থিরতা বশতই হউক যুবক খেলায় পরাজিত হইলে, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তাহাকে তাহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া কহিল, এক্ষণে আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা-পালনে প্রস্তুত হইন। জেতা তখনে গম্ভীরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অত্যল্প কথায় ভূমিকা সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, ইনি সমস্ত সমুদ্র-জল পান করিয়া নিঃশেষিত করুন; অন্যথা ইহাকে আমার ক্রীতদাস হইতে হইবে।" এ কথা শুনিয়া যুবক অতীব বিস্মিত হইলেন, এবং এই অসম্ভব অযৌক্তিক কথার ঘোর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ উপস্থিত হওয়ায় ক্রমশঃ সেস্থলে বহুলোকের সমাগম হইলে অকস্মাৎ সেখানে একচক্ষু-হীন একব্যক্তি উপস্থিত হইয়া নব্যযুবককে ইতরভাষায় সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিল,—"পাপিষ্ঠ তুই ঘোর মিথ্যাবাদী, অতি প্রতারক, তুই চুপ্ থাক।" ইহা বলিয়া সে গভীরজনতা লক্ষ্য করিয়া কহিল, "মহোদয়গণ এ দুর্ব্বৃত্ত কেবল প্রতারক নহে এ একটী দুর্দ্দান্ত যাদুকর; আমার একটী চক্ষু অপহরণ করিয়া লইয়া নিজ চক্ষু-কোটরে স্থাপিত করিয়াছে এবং নিজের অভাব পূরণ করিয়াছে, উহাকে আমার চক্ষু আমাকে এক্ষণেই প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। নতুবা উহাকে কাজি সমীপে উপস্থিত করিব।" ইত্যবসরে অপর একব্যক্তি তথায় দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল এব্যক্তি এক ভয়ানক জুয়াচোর; আমার এক প্রস্তরের "কোট পেণ্টালুন ছিল। আমার উভয় জিনিষই চুরি করিয়া নিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। অতএব আপনাদের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা যে, আপনারা সুবিচার করিয়া আমার ঐ বস্ত্রদ্বয় এই

যুবক হইতে লইয়া দিন্।” উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের এবম্বিধ বাক্যবলি শ্রবণ করিয়া নব্যযুবক নিতান্ত বিস্ময়াভিভূত হইলেন এবং অদৃষ্টকে ধিক্কারদিয়া বলিতে লাগিলেন। এ কি দৈব? এখানেও আমি আর এক আশ্চর্য্য বিপদে পতিত হইলাম!!

বিপদ্ আসে না কভু একেলাটী হয়ে
আগমন করে সে যে শত সঙ্গী লয়ে।
ঘূর্ণীবায়ু সমুৎপন্না প্রবলা লহরী
সম্যক্ বিপন্ন সদা করে জীর্ণতরি॥

সেইরূপ দশদিক হইতে উপস্থিত বিপদরাশিও দুঃখীর ঘাড়েই কালস্বরূপ হইয়া আপতিত হয়। কেননা দুঃখের উপর দুঃখ প্রদানই এই প্রকৃতির প্রকৃতি। নব্যযুবক আপন মনে মনে এইরূপ ঘটনাবলীর বিনয় ভাবিয়া, ভয়ে ও বিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরিলেন। ইত্যবসরে ঐ সমস্ত কথা নগরময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। একেইতো নগরিক লোক সমূহ আমোদপ্রিয় ও উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি, তাহাতে পরস্পরমুখে এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া দশদিক হইতে নাগরিকগণের সমাগম হওয়ায় তথায় এক বিষম গোল উপস্থিত হইল, এবং এরূপ জনতাদ্বারা রাজপথে শকটাদি ও লোক গমনাগমনের বিস্তর অসুবিধা ঘটিল। কেহ ২ প্রকৃত ঘটনার বিন্দুবিসর্গ জ্ঞাত না হইয়াও অতিরঞ্জিতভাবে আপনার মত একে অন্যকে বলিয়া নাগরিকদের উৎকণ্ঠা নিবারণ করিতেছিল। এদিকে রাজপথে জনতা দেখিয়া শান্তিরক্ষকগণ সেস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং নব্যযুবককে লইয়া কাজীর সমীপে বিচারার্থ গমন করিবে এইরূপ ভাণ করিয়া মহাতর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিল। কিন্তু নব্যযুবকের বাসাস্থ সরাই-কর্ত্রী তাহাকে আগামী কল্য

বিচারালয়ে উপস্থিত করিবার প্রতিভূ হইয়া তাহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, এবং তাহাকে পূর্ব্বোক্ত পান্থনিবাসে আহ্বান করিয়া আনিলেন। যুবক ঐ সমস্ত ব্যপার অদ্যোপান্ত বৃদ্ধা ভদ্রস্ত্রী-লোকটীর নিকট বলিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী নব্যযুবকের মুখে আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিলেন, তোমার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। যাহাহউক, আমাদ্বারা যতদূর সম্ভব উপকার হইতে পারে, সাধ্যানুসারে তাহার চেষ্টা করিব। এ সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি, তাহা তোমায় বলিতেছি,তুমি তদনুরূপ কার্য্যকর; তাহা হইলেই তুমি এ বিপদ রাশি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে, এমন আশা করি। অতএব এক্ষণে যাহা বলিতেছি, তাহা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। "এখানকার সমস্ত প্রতারকগণ সন্ধ্যার সময় তাহাদের এক বৃদ্ধ-অন্ধ-খঞ্জ সুচতুর শিক্ষকসমীপে উপ-স্থিত হইয়া স্ব স্ব দৈনিক প্রতারণার বিষয় তাহার সমীপে জ্ঞাপন করে। শিক্ষক শুনিয়া যাহাকে যেরূপ আদেশ করেন সে সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। যদি তুমি পার, তবে ছদ্মবেশে ঐ প্রতারকদের শিক্ষকের বাড়ী যাইয়া সেখানে প্রবঞ্চকগণের ও শিক্ষকের উক্তি প্রত্যুক্তি অতি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবে। তাহাহইলে হয়ত উহার মধ্য হইতে এমন কোন বিষয় জানিতে পারিবে, যদ্দ্বারা তুমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পার। বিদেশ বা অপরিচিতের স্থান বলিয়া ভীত হইও না। উদ্যোগী হও, উদ্যোগব্যতীত উন্নতি লাভ হয় না— উদ্যম হীনের কদাপি শ্রীবৃদ্ধি ঘটে না নীতিকার বলেন :—

উদ্যোগী পুরুষ-সিংহে, লক্ষ্মী সদা করেন আশ্রয়।
"দেবতায় দেয়" বলি বসে থাকে কাপুরুষ-চয়।

বুদ্ধিব্যতীত কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়? বুদ্ধিবলই শ্রেষ্ঠবল। প্রিয় যুবক! তুমি বুদ্ধিবলের আশ্রয় লও, নিশ্চয়ই তোমার জয় হইবে। এ বিষয়ে নীতিশাস্ত্রকার বলিয়াছেন:—

বুদ্ধি যার বল তার, কোথা বল অবোধ জনার?
প্রচণ্ড বিক্রমশালী, পশুরাজ সিংহ বলী,
শশকের বুদ্ধিবলে গেল চলি শমন আগার।

বৃদ্ধার এবম্বিধ বাক্যশ্রবণ করিয়া নব্যযুবক যেন হাতে আকাশ প্রাপ্ত হইলেন, এবং তাহার কথায় বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া অনতিবিলম্বে তথায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু কতক্ষণে যে সন্ধ্যা আগমন করিবে তন্নিমিত্ত প্রতিমুহূর্ত্তে দিনমণির প্রতি বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহার নিকট তিলমাত্র সময় যুগবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এদিকে অনর্থক বিপদগ্রস্ত নবযুবকের অধৈর্য্যভাব দর্শন করিয়াই যেন ভাস্করদেবও অস্তাচলে গমন করিলেন। সুতরাং ঐ যুবক সন্ধ্যার সময় ছদ্মবেশে ঐ প্রতারকদের শিক্ষকালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। প্রতারকগণও একে একে শিক্ষক-সমীপে উপস্থিত হইল এবং একে একে স্ব স্ব বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল। ঐ ছদ্মবেশী যুবকও এক নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া তাহাদের উক্তি প্রত্যুক্তি মনোনিবেশসহকারে শুনিতে লাগিলেন। শিক্ষক প্রতারকদিগকে বলিলেন।

"কৌশল চিন্তিয়া কার্য্য করাই বিহিত,
কার্য্য নষ্টে অনুতাপ পরে অনুচিত।
গৃহে কূপ, দীপ্তবহ্নি যেইজন রাখে,
ক্ষণে ক্ষণে দেখে সেই বিপদ সম্মুখে॥"

ইহার পরে সর্ব্বাগ্রে সেই চন্দনবিক্রেতা আপন দক্ষতার বিষয়

বলিতে লাগিল। যুবক সওদাগরকে প্রতারণায় ভুলাইয়া চন্দনাদি সে কিরূপে ক্রয় করিয়াছে এবং কিরূপে অল্পসময়ে মহাধনী হইবার যোগাড় করিয়াছে, তত্তাবৎ পূর্ব্বাপর বিবৃত করিল। প্রতারক শিক্ষক বলিতে লাগিলেন; তুমি তাহার বিপরীত প্রবঞ্চনায় পড়িয়াছে, মনেকর, সে যদি তোমা হইতে ঐ চন্দনের পরিবর্ত্তে তাহার পরিমাণবিশিষ্ট সুগন্ধি পক্ষি-পালক প্রার্থনা করে, তবে তুমি তাহা কোথা হইতে প্রদান করিবে? ঐ পক্ষীর পালক অতীব লঘু, দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য। এক্ষণে সে উহা প্রার্থনা করিলেই তুমি ঐ সমস্ত মাল প্রত্যর্পণে বাধ্য হইবে। তৎপর সতরঞ্চ ক্রীড়ক বলিল, যে তাহার সহিত এক যুবক খেলায় পরাজিত হইয়াছে। পরাজিত ব্যক্তিকে আমরা যাহা করিতে বলি তাহাই সে করিতে অঙ্গীকৃত হইয়াছিল। সে স্থলে আমরা তাহাকে সমুদ্রের সমস্ত জল পান করিতে বলিয়াছি, সে কোনরূপই ইহা পান করিতে সম্মত হয় নাই। এইকথা শুনিয়া ঐ শিক্ষক বলিল, তুমিও একথায় স্বয়ং বিপদ্‌গ্রস্ত হইতেপার। কেননা সে যদি তোমাকে বলে যে, প্রথমতঃ তুমি সমস্ত সমুদ্রজল একত্র কর। যেন কোন নদী নালাতে সেই জল না যাইতেপাবে তখন তুমি কি করিবে? ফলতঃ প্রস্তাবই সম্পূর্ণ অসঙ্গত; তখন তোমাকে বিপরীত প্রতারণায় পতিত হইতে হইবে। দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা এই প্রকারে সাঙ্গ হইলে পর তৃতীয় ব্যক্তি তাহার চক্ষু পূর্ব্বোক্ত যুবক অপহরণ করিয়াছে বলিয়া যে অপবাদ রটাইয়াছিল তাহা শিক্ষককে জ্ঞাপন করিল। শিক্ষক তৃতীয় ব্যক্তিকেও বলিলেন যে তুমিও প্রতারিত হইবে দেখিতেছি। সে যদি তোমার কথায় সম্মত হইয়া তোমাকে বলে যে "তোমার যে নষ্ট চক্ষুটী আছে তাহা বাহির করিয়া

তাহার চক্ষু বসাইবার স্থান পরিষ্কার কর, এবং উহা প্রথমে ওজন করিয়া রাখি; যদি তুমি মিথ্যাই বলিয়াথাক ?” তখন তুমি কি উত্তর দিবে? কাজেকাজেই তোমাকে পরাস্ত হইতে হইবে। অবশেষে চতুর্থ ব্যক্তি “তাহার একপ্রস্ত পাথরের কোট, পেণ্ট ছিল তাহা ঐ ব্যক্তি চুরি করিয়া নিয়াছিল, অনুসন্ধানের পর ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় তাহার নিকট পাওয়াগেল, তাহা ভাল অবস্থায় প্রস্তুত করিয়া দিবারজন্য দাবি করার কথা বিবৃত করিল। তদুত্তরে তাহাদেব সুচতুর শিক্ষক বলিলেন তোমার এ প্রস্তাবে ঐ পথিক সম্মত হইয়া যদি বলে যে, প্রথমে ঐরূপ পাথরের সূচসূতা সংগ্রহ (প্রস্তুত) করিয়া আনিয়া দিলে তোমার ইচ্ছামত ছিন্ন পোষাক শেলাই কিম্বা নূতন পোষাক তৈয়ার করিয়া দিবে। তখন তোমাকেই বিপাকে পড়িতে হইবে।” শিক্ষকের এবংপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতারক চতুষ্টয় বলিল, ঐ পথিককে এতদূর চতুর দেখা যায় না যে, সে ঐরূপ উত্তর দিতে পারে। এজন্যই আমরা কাজির নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়াছি। এই উপলক্ষ্যে আমাদের কিছু মুদ্রা নগদ গ্রহণ করাই উদ্দেশ্য। ইহা শুনিয়া ঐ অপূর্ব্ববুদ্ধি প্রতারক শিক্ষক নীরব হইল। এদিকে নব্যযুবক তাহাদের সমস্ত কথা শুনিয়া চুপে চুপে পান্থশালায় আসিয়া আহ্লাদে অট্টহাসি হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, সুসংবাদের মিথ্যাও ভাল। এই মনে করিয়া বৃদ্ধার নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া নিশ্চিন্তভাবে শুইয়া রহিলেন। কেননা—

মুক্তির সংবাদে সুখী হয় সব নর।
চিন্তাহীন হয় তার আকুল অন্তর ॥

পরদিন প্রাতে ঐ প্রতারকগণ সকলেই বৃদ্ধা কর্ত্রী হইতে নব্য-

যুবককে লইয়া তাহাদের স্ব স্ব আবেদন কাজি সমীপে উপস্থিত করিল। কাজি নব্য যুবককে জিজ্ঞাসা করায় নব্য যুবক পূর্ব্ব রাত্রিতে প্রতারক শিক্ষকের কথিত উত্তর প্রদান করিলেন। প্রতারকগণ যুবকের এবম্বিধ উত্তর শুনিয়া একবারে বিস্ময়াবিভূত করিতে ও নিরুত্তর হইয়া গেল এবং বিচারে পরাজিত হইল। এক্ষণে নব্য যুবক প্রতারক চন্দনক্রেতার উপরি অভিযোগ উত্থাপন করিলেন। অবশেষে কাজি বিচার করিয়া উক্ত চন্দনক্রেতা হইতে নব যুবকের সমস্ত চন্দন ফেরৎ লওয়াইয়া দিলেন।

রাজকুমার বলিলেন, যদি নব্য বণিকযুবক কাশগরবাসী প্রতারক বণিকের কথায় বিশ্বাস না করিত, তবে তাহাকে এতদূর কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। এজন্যই জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন—

"অজ্ঞাত অপরিচিত যেই জন হয়।
ভাল রূপে না জানিয়ে করো না প্রত্যয়॥
তার মাঝে কেহ যদি হয় স্বার্থ-পর।
স্বার্থ-সিদ্ধি মানসে সে হবে যত্নপর॥

রাজকুমারের এতাদৃশী তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সদ্ভাব ও সদ্বিবেচনা সন্দর্শনে রাজা সাতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং সভাসদ্গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কুমারের ঈদৃশী বিদ্যাবুদ্ধির দরুণ কাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা উচিত?" তদুত্তরে এক মন্ত্রী বলিলেন "মহারাজ! এস্থলে রাজকুমারের মাতাকেই ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য" কেননা;—

গুণিগণ আগে সম্ভ্রম সহিত,
নাম যার হয় অগণন;
জননী তাহার, পুত্রবতী যদি,
বন্ধ্যা তবে বল কোন্ জন?

তিনিই এইরূপ গুণবান্ সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় সভাসদ্ দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, ধন্যবাদ রাজকুমারকেই প্রদান করিতে হইবে; যেহেতু তিনিই গুরুতর পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন। তৃতীয় অমাত্য বলিলেন, না, এ ধন্যবাদ মহারাজকেই দেওয়া উচিত, কারণ এরূপ সন্তান তাঁহারই ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যে ব্যক্তির বিদ্বান্ সুপুত্র আছে তিনি সর্ব্বত্রই বিখ্যাত হন। অধিকাংশস্থলেই দেখা যায় যে, উত্তম বস্তু হইতে উত্তম জিনিষ জন্মিয়া থাকে। যেমন সূর্য্য হইতে আলো ও রত্নাকর হইতে রত্ন জন্মে, তদ্রূপ উপযুক্ত লোকেরই দেশোজ্জ্বল পুত্র জন্মিয়া থাকে।

অপিচ— উত্তম সুবাস জন্ম লয় চন্দনেতে,—
সুমধুর মধু জন্ম লয় প্রসূনেতে।
দুগ্ধ হ'তে ক্ষীর ঘৃত খাদ্য পরিকর,
বিজ্ঞবর হতে জন্মে পুত্র গুণধর॥

অতএব এস্থলে মহারাজই ধন্যবাদের অধিকারী। চতুর্থ মন্ত্রী বলিলেন, মহারাজের সকল পাত্রকেই ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য; কারণ তাঁহারাই রাজাকে সুপরামর্শ প্রদানপূর্ব্বক নানাপ্রকার সুনীতিপূর্ণ গল্প শুনাইয়া রাজকুমারের জীবন রক্ষা করিয়াছেন। যে মন্ত্রীর স্বভাব বিনয়পরিপূর্ণ, যিনি চিন্তাশীল ও সদ্‌বুদ্ধি, সেই মন্ত্রীই সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক অলঙ্কারের ন্যায় রাজ্যের উন্নতির একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ। এক্ষণে পঞ্চম মন্ত্রী বলিতে লাগিলেন, এই ধন্যবাদ সিন্ধবাদকেই প্রদানকরা উচিত; তিনি প্রাণপণে রাজপুত্রের বিদ্যাশিক্ষায় রত হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া সিন্ধবাদ উত্তর করিলেন, এসমস্ত কিছুই নয়; পরম-

কারুণিক জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বরকেই ধন্যবাদ প্রদান করা উচিত। কারণ তাঁহার অনুগ্রহে রাজকুমারকে শিক্ষা দিয়াছি, তাঁহার দয়ার মাহাত্ম্যেই রাজকুমার অত্যল্প সময়ে সুশিক্ষা লাভ করিয়া বিদ্যা বুদ্ধিগুণে পরিপক্ক হইয়াছেন। অতএব ঈশ্বরের প্রশংসা-বাদই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তৎপর রাজা রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমার এখন তোমার কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। সুশিক্ষার নিমিত্ত তোমার মতানুসারে কাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা উচিত? রাজকুমার উত্তর করিলেন, আমি উহা বলিবার পূর্ব্বে একটী গল্প বলিতেছি, পরে আপনার এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিব।

কাশ্মীর রাজকুমারীর গল্প।

রাজকুমার বলিতে লাগিলেন, কাশ্মীরদেশীয় রাজার পরম রূপবতী, লাবণ্যময়ী একটীমাত্র কন্যা ছিল। একদিন বসন্তকালে রাজকুমারী রাজা হইতে প্রমোদোদ্যানে ভ্রমণ করিবার আদেশ চাহিলেন। রাজকুমারী রাজাজ্ঞা পাইয়া সখীগণসহ প্রমোদোদ্যানে উপনীত হইয়া ফল ফুল তুলিয়া নানা ক্রীড়ায় মত্ত হইয়াছিলেন, এমন সময়ে সহসা তথায় চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার করিয়া, কালবর্ণ মেঘের অভ্যন্তর হইতে এক প্রকাণ্ড বিকটাকার কৃষ্ণকায় দৈত্য বহির্গত হইল। দেখিতে দেখিতে দৈত্যপ্রবর বিদ্যুৎবেগে রাজকুমারীকে ধরিয়া কাঁধে উঠাইল, এবং তন্মুহূর্ত্তেই শূন্যমার্গে উড্ডীন হইয়া অদৃশ্য হইয়াগেল! সহচরীবৃন্দ এই আকস্মিক অত্যদ্ভুত ঘটনা

দর্শন করিয়া ভয় ও বিস্ময়ে কিয়ৎকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। পরে তাহারা ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া অচিরাৎ এ দুঃসংবাদ রাজগোচর করিল। কাশ্মীররাজ স্বীয় প্রাণসমা তনয়া-হরণের অশুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি মর্ম্মপীড়িত ও চিন্তান্বিত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন, এবং এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

কন্যামুখ অদর্শনে, বাঁচিনা বাঁচিনা প্রাণে,
হায় বিধি কপালে এ ছিল।
সুখের সংসার হায়, দেখি যে শ্মশানপ্রায়,
চিন্তা-শরে অন্তর বিঁধিল।।

অবিলম্বে উক্ত ঘটনার প্রতিবিধানার্থ রাজা তাঁহার সমস্ত রাজ্য মধ্যে ঐ অদ্ভুত ঘটনার বিষয় ঘোষণা করিয়া জানাইলেন, যে ব্যক্তি রাজকুমারীকে দুরাচার-দৈত্য কবল হইতে আনিয়া দিতে পারিবে, তিনি তাহাকে পুরস্কারস্বরূপ তাঁহার অর্দ্ধেক রাজত্ব প্রদান করিবেন এবং তাহার সন্তোষবিধানার্থ রাজকুমারীকেও তাহারই করে অর্পণ করিবেন।

এই ঘোষণা পাইয়া চারিজন লোক রাজকুমারীকে দৈত্যরাজ হইতে উদ্ধার করিয়া আনিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাহাদের মধ্যে একজন পরিব্রাজক ছিলেন; তিনি সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি অতিশয় পরাক্রমশালী; তিনি বীরেন্দ্র শ্রেষ্ঠ রুস্তম্ সদৃশ মহাবলধর ও স্পেন্দিয়ারের ন্যায় মহাপরাক্রমশালী। তাঁহার পরাক্রমে, মানুষতো দূরেরকথা, প্রবল হিংস্র জন্তু-ব্যাঘ্রাদি পর্য্যন্ত ভয়ে কম্পিত হইত। তৃতীয় ব্যক্তি একজন স্বনামখ্যাত বিচক্ষণ অশ্বরোহী সৈনিক পুরুষ ছিলেন।

ইহাদেরমধ্যে চতুর্থ ব্যক্তি জনৈক অদ্বিতীয়, সুবিখ্যাত বিচক্ষণ চিকিৎসক ছিলেন। উক্ত ব্যক্তি চতুষ্টয় একত্র হইয়া রাজকুমারীর উদ্ধারমানসে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। পর্য্যাটক মহাশয় বহু অনুসন্ধানে স্থির করিলেন রাজকন্যা ককাশস্‌পর্ব্বতের এক নির্জ্জন গুহায় দৈত্যকর্ত্তৃক গোপনে সংরক্ষিত হইয়াছেন। এ তত্ত্ব অবগত হইয়া অপর তিন ব্যক্তি সে স্থানে গমন করিলেন। কিন্তু উহাঁরা দৈত্যভবনে প্রবেশ করিতে সকলই ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তখন যোদ্ধৃমহাশয়—

কুমীরের ভয়ে যদি ডুব্‌বী ক্ষান্ত হয়।
তবে কি অমূল্য রত্ন তার লাভ হয়?

এই নীতিবাক্য স্মরণ করিয়া অতি সাহসিকভাব সহিত দৈত্যভবনে প্রবেশ করিয়া রাজকন্যার উদ্ধার সাধন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা রাজকুমারী সমভিব্যাহারে কাশ্মী-রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে দৈত্যরাজ স্বীয় ভবনে আগমন করত রাজকুমারীকে দেখিতে না পাইয়া কতিপয় অনুচরসহ রাজকুমারীর অন্বেষণে পুরীহইতে বহির্গত হইলেন এবং পথিমধ্যে তাঁহাদের সহিত দৈত্যবরের সাক্ষাৎ হইলে, সেখানে উভয়পক্ষে এক লোকভয়ঙ্কর যুদ্ধের সূচনা হইল। তখন যোদ্ধৃবর সৈনিক পুরুষের নিকট রাজকুমারীকে অর্পণ করিয়া অশ্বারোহণে কাশ্মীরা-ভিমুখে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে উপদেশ দিয়া, স্বয়ং দৈত্যসহ ঘোরতরযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দৈত্যরাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বীয় ভবনে পলায়ন করিল।

এদিকে রাজকুমারী পথিমধ্যে পীড়িত হইয়াছিলেন পরে ঐ বিজ্ঞ চিকিৎসকের সুচিকিৎসায় শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিলেন। কয়েক

দিবসের মধ্যেই তাঁহারা সকলে একসঙ্গে রাজকন্যাকে লইয়া কাশ্মীরাধিপতির সমীপে উপনীত হইলেন। হারানিধি রাজকুমারীকে সমীপস্থা দেখিয়া রাজা অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে বহুমুদ্রা দীন দুঃখীদিগকে অকাতরে বিতরিত হইল, ও বহু কারাবাসী মুক্ত হইল। রাজ্যমধ্যে প্রজাদিগকে নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ ও উসৎব করিতে আজ্ঞা প্রদত্ত হইল। প্রজাবর্গ রাজাজ্ঞায় নানাবিধ আমোদ প্রমোদ ও উৎসবে মত্ত হইয়া রাজার আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। অতঃপর রাজ্যমধ্যে উৎসব নিবৃত্তি হইলে রাজাও পূর্ব্ব অঙ্গীকারানুসারে পবাক্রমশালী ব্যক্তিব নিকট মহাসমারোহে রাজকন্যা সম্প্রদান করিলেন। অপর তিন জনকেও হৃষ্টচিত্তে বহুধন পুবস্কারে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন।

বস্তুতঃ—

সময় যাহার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়,
করেন সৌভাগ্য-দেবী তাহারে আশ্রয়।

এইগল্প শেষ করিয়া রাজকুমার বলিতে লাগিলেন, আমার ঘটনাও ইহারই অনুরূপ। আমার যে সমস্ত জ্ঞান আপনারা দেখিতেছেন, এ সমস্তই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অনুগ্রহের ফল মাত্র। শিক্ষকমহাশয়, মাতা, পিতা ও মন্ত্রিগণ সকলেই এক্ষেত্রে উপলক্ষ্য-স্বরূপ। জগদীশ্বরই সকল কার্য্যের একমাত্র কারণ। অতএব এ অধমের মতে সকল ক্ষেত্রে সকল সময়েই পরম করুণাময় পরমেশ্বরকেই ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। রাজকুমারের এই যুক্তিযুক্ত বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া রাজা ও সভাসদ্‌গণ অতিশয় পুলকিত হইলেন এবং সকলে একমুখে পরমকরুণাময় পরমেশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

বটে তুমি ওহে বিভো! জ্যোতি ও জীবন—
অপরূপ দৃশ্যমান্ ইহ জগতের ;
নিশার সহাস্যমুখ, দিবার কিরণ,
বটে মাত্র প্রতিবিম্ব তব মহত্ত্বের ॥
সর্ব্বত্র দেখিতে পাই অণিমা অপার—
সুশ্রী ও উজ্জ্বল যত সকলই তোমার।

দিবাকর তীক্ষ্ণতর প্রদানি কিরণ,
সন্ধ্যা-মেঘ-মুক্তাকাশে লভয়ে বিশ্রাম।
মনে হয় যেন মোর হতেছে দর্শন,
হেমদ্রুমমধ্যদিয়া ঐ স্বর্গধাম!
অস্তপ্রায় মিহিরের স্বরণ বরণ,
সুন্দর, উজ্জ্বল তব ওহে ভগবন্!

তারকা-মণ্ডিত পক্ষ যামিনী বিস্তারি,
আকাশ পৃথিবী যবে করে আচ্ছাদিত।
বোধ হয় যেন কৃষ্ণপক্ষী মনোহারী,
অসংখ্য নয়ন যার পক্ষে প্রতিভাত।
পবিত্র তমিস্রা আর অংশু তারকার ;
উজ্জ্বলতা পূর্ণ অতি, তাহাও তোমার।

নূতন বসন্ত যবে করে আগমন,
সুরভি বায়ুরে তুমি কর মনোরম।
নিদাঘের পুষ্পমালা পৃথিবী ভূষণ,
তোমা হ'তে বিভো! তারা লয়েছে জনম।

সর্ব্বতঃ দেখিতে পাই অণিমা অপার ;
সুশ্রী ও সুপ্রভা যত সকলি তোমার।

শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

১। বিভুভক্ত হয় যেই হো'ক না চণ্ডাল সেই,
গণ্য হয় সেই জন দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলে।
ভজেনা বিভুরে যেই, হ'লে ও ব্রাহ্মণ সেই,
কুক্কুর অধম তারে গণিবে সকলে ॥

দার্শনিক কুলতিলক পিথাগোরাস বলিয়াছেনঃ—

স্বর্ণ সিংহাসনোপরে, ঐশ্বর্য্য পাইয়া করে,
ভরসা যে না করে ঈশ্বরে।
তা হতে প্রধান সেই, মাটিতে বসিয়া যেই,
ঈশ্বরেতে সতত নির্ভরে।

অতএব—

২। ভেদ করি হৃদয়ের অহঙ্কার রাশি,
তৃণসম নত হয়ে ভাব বিশ্বেশ্বরে।
কুলিশ-কঠোর-স্কন্ধ করি বিদারণ,
পুষ্প যথা মধুগন্ধ সকলে বিতরে ॥

অতঃপর রাজা পূর্ব্বোক্ত অন্তপুরচারিণীকে আনয়নার্থ লোক প্রেরণ করিলেন। সৈরিন্ধ্রী সংবাদ পাওয়া মাত্রই বুঝিতে পারিল যে, তাহার অপরাধের বিচারের নিমিত্তই তাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে। সুতরাং সে ধীরপদক্ষেপে সভাস্থলে অগ্রসর হইতে হইতে করুণস্বরে পূর্ব্বাবধিই স্বয়ং বলিতে আরম্ভ করিল, "আমি অতি পাপীয়সী-কৃতঘ্না। নিরপরাধ সর্ব্বাগুণালঙ্কৃত রাজকুমারের

প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়া আমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। অতএব মহারাজ এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমার জিহ্বাগ্র কর্ত্তন করুন।" কিন্তু রাজা তাহার এইরূপ কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করণার্থ আজ্ঞা প্রদান করিলেন। মন্ত্রিগণ মৌনভাবে উহার অনুমোদন করিলেন। কিন্তু রাজকুমার তখন রাজসমীপে বিনীতভাবে তাহার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন ; পিতঃ, যদ্যপি এই অন্তঃপুরবাসিনী গুরুতর অপরাধে অপরাধিনী, তথাপি তাহাকে এক্ষেত্রে ক্ষমা করাই আমি যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছি কেননা—

ক্ষমা গুণে গুণবান যেই জন হয়,
দিব্যালোকে আলোকিত মন তার রয় ॥
পাপশূন্য পবিত্রাত্মা মহাপুণ্য ভোগী,
শত্রুহীন চিরদিন অন্যায় বিরাগী ॥
সদা এই নীতিবাক্য করিয়া স্মরণ,
সমভাবে কর সদা ক্ষমা প্রদর্শন ॥

নীতিকারগণ বলিয়াছেন ;—

ক্ষমাইতো মানবের শ্রেষ্ঠ গুণ হয়।
ইহ পরকালে সে যে সুখপ্রদানয়

উপসংহারে বিনীতভাবে বক্তব্য এই যে, উল্লিখিত নীতিবাক্যের মর্ম্মানুসারে এই অন্তঃপুরবাসিনীকে এমত অবস্থায় ক্ষমা প্রদর্শনে নিষ্কৃতি দান করুন, ইহাই সবিনয় প্রার্থনা। রাজকুমার এইরূপে মহারাজসমীপে কাতর উক্তি করিলে, সিন্ধবাদও রাজসমীপে এইরূপ নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! কুমারের প্রার্থনা নিতান্ত সমীচীন। ফলতঃ রাজকুমারের উপরি যে বিপদ্ ঝটিকা প্রবাহিত

হইয়াছে, তাহার জন্য এ দাসীকে অপরাধিনী স্থির করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত বোধ হইতেছে না। রাজকুমারের বিপদ্ জন্য রাজকুমারের অদৃষ্টই সম্পূর্ণ দায়ী। অদৃষ্টলিপি কোনক্রমেই খণ্ডনীয় নহে। শতজনের সহস্র চেষ্টায় ও অদৃষ্টলিপির একটী বর্ণ বিপর্য্যস্ত হইবে না, ইহা অবশ্য সত্য। বিশেষতঃ কাহারও বিপত্তি বা মনঃকষ্টের জন্য অপরের হত্যাসাধন সুধীগণ কদাপি ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারেন না; প্রাণদণ্ড নিতান্ত বর্ব্বরতার পরিচায়ক, উহা কোনক্রমেই সমর্থনীয় হইতে পারে না। অতএব আমরা সর্ব্বসাধারণে আপনার নিকট উহার প্রাণভিক্ষা করিতেছি। এ যাত্রা উহাকে এ দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করুন। রাজা এতচ্ছ্রবণে অগত্যা সে আদেশের প্রত্যাহার করিলে মহারাজের সুবিচারের জয়ধ্বনি উত্থিত হইল এবং চতুর্দ্দিকে তাহার সুযশঃ ঘোষিত হইল।

অবশেষে রাজা সিন্ধবাদকে তাঁহার বিদ্যাবত্তা বুদ্ধিমত্তা, পারদর্শিতা ও কঠোর পরিশ্রমের জন্য যথেষ্ট পুরস্কৃত করিয়া শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, অনেকেই প্রভূত বিদ্যা অর্জ্জন করেন, কিন্তু শিক্ষায় সফলতা লাভ অনেকের ভাগ্যে ঘটে না ইহার কারণ কি? এত দুত্তরে মৃদুহাস্যে সিন্ধবাদ বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, বিদ্যা অনেকেই উপার্জ্জন করেন,একথা সত্য; কিন্তু আকরস্থস্থিত মণিমুক্তা সমূহকে পরিশ্রম-সাহায্যে যেমন উজ্জ্বলীকৃত করিয়া জনসমাজে ব্যবহার করিতে হয়, অর্জ্জিত বিদ্যাকেও তদ্রূপ বুদ্ধিসহায়তায় উজ্জ্বলীকৃত করিয়া লোকহিতার্থ প্রয়োগ করা বিধেয়। বস্তুতঃ বিদ্যা উপযুক্তরূপে প্রযুক্ত না হইলে তাহাদ্বারা সফলতা লাভ নিতান্তই

ভঙ্কর। রাজা সিন্ধবাদের এবং প্রকার জ্ঞানগর্ভ-বাক্য শ্রবণে তাঁহার নিকট জন-হিতকর কতিপয় উপদেশ শুনিবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন। রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিতে সিন্ধবাদ পারশ্যাধিপতি কেচ্ছার রাজভবনস্থ প্রাচীরে ক্ষোদিত উপদেশগুলি হইতে নিম্নস্থ উপদেশ সমূহ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

(১). নিন্দক চরিত্র ঠিক মক্ষির মতন
দোষ আর ক্ষত উভে খুঁজে অনুক্ষণ।
পরগুণে দোষ খুঁজি নিন্দক বেড়ায়,
কোথা আছে পূঁয ক্ষত মক্ষি তথা ধায়॥
নিন্দক চরিত্র হয় জলৌকা সমান।
কেহই না রাখে কভু বিশ্বাসের মান।
স্তন্য ত্যাজি স্তন হতে রক্ত শোষে জলৌকা যেমন।
আশ্রিতের গুণ ছাড়ি দোষ ঘোষে নিন্দক তেমন॥
মক্ষিকা জলৌকা মত নিন্দকেরে সযতনে করে পরিহার;
ধন, মান, জ্ঞান লভি ধরামাঝে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা যাহার।

(২) নিন্দাকারী নর যত, কেহই না গুণ যুত,
সদাই অসত্যভাষী তারা।
শুনহে নিন্দকগণ, পরশ্রীকাতর জন,
রাজ-পাশে যেওনা তোমরা॥
যেইজন নিরাশ্রয়, আর যে নিষ্পাপ রয়,
আবেগ তাদের বিষময়।
তাতে যেন ভয় রয়, সে ফলে নরের হয়,
সিংহাসন সৌভাগ্যের ক্ষয়॥

(৩) কদাপি শত্রুকে হেলি নিশ্চিন্ত হয়ো না।
আলস্য প্রাপ্ততে কভু শায়িত র'ওনা॥
জাগ সদা, জান সব, যা কিছু ধরাতে—
রাজনীতি সমাজের সম্পূর্ণরূপেতে॥
তোমর অধীন যবে রাজ্য সমুদয়।
সাধিতে প্রজার হিত যেন যত্ন রয়॥
কর কার্য্য অতি যত্নে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে।
কর চেষ্টা দেশে তব শান্তি বিস্তারিতে॥

(৪) বিবাদ বিস্তারকারী বিষধর সাপ,
উভয়েই তুল্য হয়, মনে বড় দাপ।
বিষধর সর্পাঘাতে মরে নরগণ,
বিবাদবিস্তারি-দোষে দেশ জ্বালাতন॥

(৫) অন্তরে বাহিরে যাবা বন্ধু সদা রন।
ত্যজিও না তাঁহাদেরে জীবনে কখন॥

(৬) আপনার দুঃখ কিম্বা চিন্তার কারণ।
দিও না বন্ধুর মনে যাতনা কখন॥

(৭) ভুলনা কখন, করিতে সাধন,
বন্ধু-জন উপকার;
বিপদ হইতে, যথাসাধ্য মতে,
কর সদা সমুদ্ধার।

(৮) বন্ধু সনে বাদ যদি কভু কার হয়।
বন্ধুত্ব করিও পুনঃ প্রকাশি বিনয়॥
মনের মালিন্য যদি বেশী নাহি রয়।
ঘুচিলে, বন্ধুত্ব আরো দৃঢ়ীভুত হয়॥

(৯) সদা তব বন্ধুগণে, দয়া কর প্রাণপণে;
উপকার কর অবিরত।
দয়া পরউপকার, সদা মনোবেদনার,
মহৌষধি জানিও নিশ্চিত।
দয়া প্রদর্শন কর, শত্রুকেও মিত্র কর,
সদয় বেভারে বহুগুণ।
দয়া পূর্ণ ব্যবহারে, ব্যাধ তুল্য নর-করে,
রয় বদ্ধ বন্য পশুগণ॥

---

(১০) ইনি নিজ ইনি পর গণে লঘুচিত্তনর।
সদা তার ভেদ অনুধ্যান।
উদারচরিত যারা, হেন নাহি গণে তাঁরা,
বসুধা কটুম্ব করে জ্ঞান॥

---

(১১) মূর্খসহ পরামর্শ করোনা কখন।
তার মতে মত কভু করোনা গ্রহণ॥
সুবুদ্ধি নরের সঙ্গে যুক্তি সদা কর।
লইতে তাদের মত হও যত্নপর॥

---

(১২) গৃহস্থিত রিপুগণ, সহজেতে জ্বালাতন,
করিবারে পারে অনুক্ষণ।
বিভীষণ-বিষ হতে, রামহাতে সবংশেতে
নষ্ট হ'ল লঙ্কার রাবণ॥
থেকো সদা সাবধানে, স্বীয় গৃহরিপুগণে,
বিশ্বাস না করো' কদাচন॥

আপনার ভেদ কথা, না কহিলে যথাতথা,
বিপদে না পড়িবে কখন।

---

(১৩) দুষ্টজন যেই, কহে যদি সেই,
সদা প্রিয় সুবচন॥
তবু সেইজন, বিশ্বাসভাজন,
নহে ভবে কদাচন॥
রসনায় তার, করয়ে বিহার,
মিষ্টমধু নিরমল।
কিন্তু হৃদি মাঝে, সদাই বিরাজে,
তীব্রতম হলাহল॥

---

(১৪) পথের কণ্টক যত্নে দূরে ফেলে দিবে।
বিঁধে যদি তবপদে বিপদ ঘটিবে॥

---

(১৫) দেখ নাই তুমি কভু যাহাকে কখন,
যাহার সহিত নাই বাক্য আলাপন।
যাহা হতে তুমি কভু কিছু লও নাই,
অথবা যাহাকে তুমি কিছু দেও নাই।
পর্য্যটন কর নাই সঙ্গেতে যাহার,
নির্ভর না করো কভু উপরে তাহার

---

(১৬) লোক পরিচয় কার্য্যে অভিজ্ঞতা, আর
নম্রতা, শীলতা, আদি গুণ আছে যাঁর,

দেশকালপাত্রভেদে উচিত ব্যভার;
রাজকর্ম্মে অনিবার্য্য উন্নতি তাঁহার॥

---

(১৭) অপাত্রে অর্পিলে ভার অনুতাপ ভোগ।
অজ্ঞানান্ধ অপব্যয়ে হারায় সুযোগ॥
পর্ব্বত লঙ্ঘণে পঙ্গু অশক্ত যেমন।
মূর্খের মহৎকার্য্য অসাধ্য তেমন॥
ভ্রমণ করিলে জয় শাস্ত্রের বচন,
জ্ঞানলাভহেতু কর দেশ পর্য্যটন।
কূপমণ্ডূকের মত যেই গৃহে রয়,
বিশাল ভবের তত্ত্ব কভু জ্ঞাত নয়।

এ সকল উপদেশের উল্লেখানন্তর সিন্ধবাদ বিরত হইলে, মহারাজ যুবরাজের সহিত রাজনীতি, সমাজনীতি, ও ধর্ম্মনীতির বিষয়ে নানাবিধ কথায় সে দিবস অতিবাহিত করিলেন। মহারাজের বিবিধ বিষয়ক প্রশ্নোত্তরে যুবরাজ তৎকালে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে নিম্নে কতিপয় উপদেশের মর্ম্ম সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত হইল।

দার্শনিক কবি অরিষ্টেটল বলিয়াছেন;—

(১) " খর দৃষ্টি সহকারে, আত্ম-স্বার্থ দৃষ্টি করে
যে ভূপতি শ্যেনের মতন,
রাজনীতি ক্ষেত্রতলে, সেই শ্রেষ্ঠ মহীপালে
বাখানে সকলে অনুক্ষণ। "

---

(২) আশা-অনুরূপ কর কর্ত্তব্য-সাধন।

কুসুম-কোরকচয়, আপনি প্রস্ফুট হয়,
ফুটাবার তরে তারে
কে করে যতন?

অপরে অপর-কাজ করে না কখন।

আপনার কাজ যাহা, আপনি করিবে তাহা
নিজছাড়ি পর-করে
করো না অর্পণ।

---

(৩) দেহ সুপবিত্র হয় স্রোতে অবগাহনে।
রসনা পবিত্র হয়, পরগুণ বর্ণনে॥
শ্রবণ পবিত্র হয়, নীতি কথা শ্রবণে।
নাসিকা পবিত্র হয়, পরিমল গ্রহণে॥
নয়ন পবিত্র করে, বল কেবা ভুবনে?
না দেখে ভ্রমেও কভু পরদোষ যে জনে।

---

(৪) বিপদে যে চেষ্টাহীন সেত কাপুরুষ।

প্রচণ্ড ঝড়ের কালে,
পড়ি তরঙ্গের কোলে,
হাল ছাড়ি যেইজন ভাগ্যে দেয় দোষ,
সেত ভীরু—চেষ্টাহীন, সেত কাপুরুষ।

বিপদ সম্মুখ করি,
"জয় জগদীশ" স্মরি,
ধৈর্য্য ধরি সাধি, কাজ, লভহ সন্তোষ ;
বিপদে যে চেষ্টাহীন, সেত কাপুরুষ ।

---

(৫) হাসি কান্না দয়াময় বিধির বিধান,
সুখের সময়ে হাসি যথা সহচর.
সন্তাপে তেমনি কান্না কষ্ট লঘুকর ;
ফলে, সুখ দুঃখ দুই মঙ্গল নিদান ।

(৬) রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রজার কল্যাণ ।
রাজপ্রতি প্রজাগণ হবে ভক্তিমান্ ।
প্রজার সহিত সদা রাখিবে সদ্ভাব।
ক্ষুদ্রদোষে না করিবে কভু বৈরভাব ।
সুবিচারে রাজ্যে শান্তি করিবে স্থাপন ।
অবিরত অত্যাচার করিবে বারণ ॥
অত্যাচারে ধ্বংস হয় রাজ্য-ধন-জন ।
সুবিচারে বশীভূত থাকে প্রজাগণ ॥
অরাজক অত্যাচার উৎপন্ন না হয় ।
কাজে কাজেই রাজ্য মধ্যে সুখ বৃদ্ধি হয় ॥

---

(৭) প্রত্যেক প্রতাপশালী রাজার উচিত.
স্ব-নিযুক্ত কর্ম্ম-করে, কি প্রকারে কর্ম্ম করে
পরীক্ষার্থে পরীক্ষক করে নিয়োজিত ।

ভিন্ন ভিন্ন বিচার বিভাগ যত ইতি
পরীক্ষক জনে জনে, বুরি বুরি স্থানে স্থানে,
পরীক্ষা করিবে নিতি নিতি।

---

(৮) বিনাদোষে যেন প্রজা দণ্ড নাহি পায়,
একারণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি, রাখিবে সদায়।

---

(৯) পাপ হ'তে বিরত থাকিবে অবিরত।
সুকাজের ইচ্ছা যেন থাকে জাগরিত।
কুলোকের সহবাস করিবে বর্জ্জন।
নতুবা হইবে মন্দ চরিত্র গঠন॥
সাধু সহবাসে চোর থাকিলে সতত।
ক্রমশঃ স্বভাব তার হয় সংশোধিত।

---

(১০) মন আর হাত তুমি, সদা খোলা রাখ।
দয়ালু বদান্য হয়ে বুঝ পরদুঃখ।
আয় হতে যেন ব্যয়, কখন অধিক নয়
এ হিসাবে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখ।
আয়ে নাহি সদুপায়, ব্যয়হ্রাসে রক্ষা পায়।
নাবিকেরা গানে বলে, "পূর্ব্বেতে না বৃষ্টি হ'লে
সুবিশাল ইউফ্রেটিস্ বৎসরে শুকায়।"

---

(১১) জল মধ্যে দূষ্য বস্তু থাকে বর্ত্তমান।
পরীক্ষা না করি, জল ক'রিবে না পান

১২) বিপদে সাহস যদি থাকে মনঃপুরে ;
ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাইবে অচিরে।

১৩) যুদ্ধকালে সন্ধি কেহ করিতে চাহিলে,
তখনি করিবে সন্ধি অস্ত্র দূরে ফেলে।
শান্তি স্থলে শান্তি-ভঙ্গ নিতান্ত ঘৃণিত,
নর-রক্তে ধরা কেন হবে কলুষিত ?

---

(১৪) তাড়াতাড়ি কার্য্য ফলে সর্ব্বনাশ হয়।
অতএব তাড়াতাড়ি কার্য্য ভাল নয়।
কার্য্যারম্ভ পূর্ব্বে চিন্তা নিতান্ত বিহিত।
পরে চিন্তা, অনুতাপ, অতি অনুচিত।
ক্রন্দনের পুরোভাগে হাস্য লুক্কায়িত।
দূরদর্শিগণবাক্য ভাবিতে উচিত।

---

(১৫) আপন অভীষ্ট লাভে, অত্যধিক স্বার্থলাভে,
দেখাবে না অধিক আনন্দ।
কার্য্যেতে অক্ষম হ'লে, লক্ষ্য কার্য্য না হইলে,
কভু না হইও নিরানন্দ।
উপদেশ অনুযায়ী, কার্য্যকর চিরস্থায়ী,
সুখভোগে না পাইবে ফল।
চিন্তায় হইয়া ক্লিষ্ট, করো না সময় নষ্ট,
অস্থায়ী ও অসারই সকল ॥

---

(১৬) করিবে করিবে বলে নাহি করে কাজ।
কার্য্যদক্ষ কাছে তাহা নিতান্তই লাজ॥
"যেরূপ করিবে কাজ কার্য্যেতে দখাও,
বৃথাগর্ব্বে বলি তাহা কভু না বেড়াও,
না পার করিতে যদি যাহা কর গান,
কোথায় পাইবে লজ্জা রাখিবার স্থান ?"
না বলে যে করে কাজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাত্র।
বলে কিন্তু না করে যে নিতান্ত অপাত্র॥
মনেতে চিন্তিত কর্ম্ম বাক্যে না কহিবে।
অন্যদৃষ্ট কার্য্যে কভু সিদ্ধি না হইবে॥
সিকান্দর সাহ বলে, জানিও নিশ্চিত।
হেন জনে বিশ্বাস না করো' কদাচিত।

---

(১৭) মন্সুর আব্বাছি নামে বোগদাদ পতি।
বলিতেন ছু'জনের অসদ্ভাব অতি॥
প্রথমতঃ যথাবিধি প্রজা হ'তে লয়;
অযথা না করে কভু মম ধনক্ষয়।
দ্বিতীয় অত্যাচারীপ্রতি পীড়িত ফল,
বিচার করিয়া দেয় দুঃখানলে জল।

---

(১৮) ইয়াজাজাদ রাজপ্রতি দার্শনিক নীতি,
শুনিলেই, মনোমধ্যে জন্মে শুদ্ধপ্রীতি।
রাজ্যমধ্যে সুখশান্তি করিবে স্থাপন।
পীড়া দিয়া বেশী কর করো'না গ্রহণ।

চোর দস্যুগণে কভু দিও না প্রশ্রয়।
দিও দণ্ড দুষ্টগণে, শিষ্টকে আশ্রয়।
দুরাত্মা পীড়িত লোকে প্রতিশোধ দিও।
নির্লোভকে মন্ত্রি-পদ অর্পণ করিও।
যশ বিঘোষিত হবে দেশ দেশান্তরে,
জীবনান্তে চিরবাস হবে স্বর্গপুরে।

---

১৯) অতি সুবিনয়ী হয় অতুল ঐশ্বর্য্যে,
শত্রুগণে ক্ষমা করে প্রতিহিংসা ত্যজে
অকৃতজ্ঞে দয়া দান করে যদি কেহ,
প্রকৃত মনুষ্য সেই, নাহিক সন্দেহ।

---

(২০) ক্ষুদ্রনালা বদ্ধ কর ; জল বৃদ্ধি হয়ে।
নদীরূপে পরিণত হইবে অচিরে।
বদ্ধ নাহি কর যদি ফেল বুজাইয়ে।
নদীরূপে পরিণত হইতে কি পারে ?
হেন রূপ কোন কথা প্রকাশ করিলে,
ঘটায় তাহাতে যদি নিতান্ত অপ্রীতি।
মনেতে গোপনে রাখ জিহ্বাগ্রে না তুলে
নৌসেরওয়াধিরাজের এই সাধুনীতি॥

---

(২১) বহু পরাক্রমী নর বহুদর্শী হয়,
তার হাতে অনেকের হয় পরাজয়।

সুচেষ্টা সুপরামর্শে দেশ পরাজিত,
তা'হতে মন্ত্রণা লওয়া নিতান্ত উচিত।
পূর্ণবুদ্ধি ব্যক্তি কূটনীতিজ্ঞ হইতে,
পরামর্শ লয় সদা ধার্ম্মিকের মতে।
সিংহসম সাহসিক সৈনিক হইতে,
সুবৃহৎ কার্য্য তাঁর হয় সহজেতে।

---

(২২) জীবনের যে সময় পর উপকারে,
সুচিন্তায় সুকাজেই অতিপাত করে,
উৎকৃষ্ট জীবন সেই নাহিক সংশয়।
বিলাস ইন্দ্রিয়ামোদে যার দিন ক্ষয় ;
ধিক্ ধিক্ সে জীবনে নাহি তার মূল্য।
মানবজীবন হায় গেল পশুতুল্য।
যে দিবস কোন এক বিচার না হ'ল।
প্রপীড়িতগণ মধ্যে শান্তি না ঘটিল।
না হইল পরিপূর্ণ প্রার্থীর প্রার্থনা,
সিকন্দর বলে দিন বৃথাই গণনা।

---

(২৩) অতীত কার্য্যের জন্য নাই অন্তর্দ্দাহ,
তার তুল্য নিশ্চিন্ত সন্তুষ্ট নাই কেহ।

---

(২৪) মৎসর মাৎসর্য্যকীট-দংশনে পীড়িত,
নিয়তই চিন্তা করে অন্যের অহিত।

পরানিষ্টে নিজ ইষ্ট অসাধ্য সাধন,
ইষ্টলাভ ভাগ্যে তার ঘটে না কখন।
ঈর্ষাগ্নি জ্বালায় আগে ঈর্ষালুর প্রাণ
জ্বালায়, পরের পরে হৃন্মর্ম্ম স্থান।

---

(২৫) চোর দস্যু নরহন্তা এই তিন বিনে.
অল্লাধিক ক্ষমাযোগ্য অন্য দোষী জনে।

---

(২৬) বাদ করা অমঙ্গল অসুখের মূল।
যুদ্ধশেষে যোদ্ধৃগণ বুঝে সেই ভুল।

---

(২৭) বিনয় যদিও বটে প্রশংসিত গুণ,
অত্যধিক বিনয়েতে দ্বিগুণ বিগুণ।

---

(২৮) চাটুকারী করে সদা আত্ম মানহানি।
ভবিষ্যতে ভীরু ভাবে যারা অল্প জ্ঞানী॥

---

(২৯) সত্য বাক্য, উপদেশ উচিত কথায়,
একাকী বলিতে যুক্ত বিনীতভাষায়।

---

(৩০) সভাস্থলে উপদেশ কর্কশ ভাষায়,
বলিলে, সুফল বল কে কোথায় পায়?
বহু স্থলে বিপরীত ফলে তাহা হ'তে।
অতএব শিষ্টাচার সর্ব্ববাদী মতে।

---

(৩১) অবিরত উপহাসে উন্মত্ত থাকিবে।
বিকৃতমস্তিষ্ক বলে সম্মান হারাবে।

---

(৩২) যদি বার বার, বান্ধব তোমার,
নিজ স্বার্থ পরিহরি।
প্রতিজ্ঞা পালন, করে অনুক্ষণ,
প্রাণপণ যত্ন করি।
বুঝিবে "সেজন বান্ধব সুজন"
বিশ্বাস করিবে তারে।
স্বার্থপর যেই, অবিশ্বস্ত সেই
থাকিবে সতত দূরে॥

---

(৩৩) আশাতীত ধন সর্ব্বদা যে জন
কেবলি প্রার্থনা করে।
লোভী বলে লোকে ঘৃণা করে তাকে
সে ঘোর বিপাকে পড়ে॥
বিবেচক যেই লাভ করে সেই
"সন্তোষ পরশ মণি"।
অর্থগৃধ্নু মনে জাগে নিশিদিনে
অসীম দুরাশা খনি।

---

(৩৪) ইন্দ্রিয় বাসনা মত যেই করে কাজ;
নরাকার পশু সেই মানব সমাজ।
ইন্দ্রিয় আয়ত্ত যাঁর সেই মহাজন
দেবতুল্য ভক্তি লাভ করে সর্ব্বক্ষণ।

নিজ দোষ যদি তব হয় ক্ষুদ্রতর,
বড় ভাবি শোধিবারে থাকিবে তৎপর।

(৫) নিজ ক্ষুদ্র দোষ বৃহৎ ভাবিলে,
ত্যজিতে পারিবে তায়।
নিজ মহাগুণ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র
ভাবিলে উন্নতি পায়॥

---

(৬) দার্শনিক শ্রেষ্ঠ বকরাত জ্ঞানী,
বলিতেন, 'আমি কিছুই না জানি।'
জ্ঞান-পারাবার অনন্ত অপার,
সামান্য মানব বুঝিবে কি তার?

---

(৭) না থাকিলে বিদ্যা, জ্ঞানীর সমাজে,
নিয়ত পাইবে লাজ।
জ্ঞান লাভ চেষ্টা, সুচরিত্র আর,
জগতে প্রধান কাজ।

---

(৮) মনেতে রাখিবে সর্ব্বান্ত শক্তিমান
সর্ব্বান্তর্যামী সকল দেশে।
মনেতে রাখিবে করাল কৃতান্ত
প্রাণান্ত করিতে আসিবে শেষে॥

(ক) ভুলিবে আপনি পর উপকার
যতনে করেছ যাহা।

ভুলিবে আপনি পর অত্যাচার
ক্লেশেতে সহিছ যাহা ।।

---

(৯) থাকিলে তোমার মানস ভাণ্ডারে
সঞ্চিত সুগুণ রাশীকৃত।
উদ্ধত স্বভাবে রাখিতে নারিবে
কখন তাহারে অবিকৃত।
নির্জ্জল দুগ্ধের সুবৃহৎ ভাণ্ডে
গোমূত্রের বিন্দু পড়িলে, হায়।
রূপ গুণ গন্ধ স্বাদ পরিহরি,
বিষম বিকৃত হইয়া যায়।

---

(১০) দয়াশীল দানবীর বিনা প্রার্থনায়,
স্বহস্তে করেন দান আপন ইচ্ছায়।
প্রার্থনার পরে দান দায় ঠেকে করে,
কেবল যাচকে যেই এড়াইতে নারে।

---

১১) মানস কুসুম সুগন্ধ-প্রচার-
করিবার কালে গর্ব্ব পরিহরি।
বিনীত ভাষায় দৈন্য আপনার,
জানায় যদ্যপি যতন করি।
জ্ঞান-বুদ্ধি-পূর্ণ মানস তাহার
দেখিয়া সকলে বাখানে তারে।

মাধবী পুষ্পের গন্ধ মনোহর,
যেমত জানায় মলয় ধীরে।

---

১২) আজি কিম্বা কালি মৃত্যু নির্দ্ধারিত নাই।
অথচ মানবে মৃত্যু আশঙ্কা সদাই।
যেজন প্রস্তুত থাকে মরণ জানিয়া,
অন্তে নাহি ভীত হয় নরক ভাবিয়া।

---

১৩) সন্তোষে জীবন যার অতিপাত হয়,
সার্থক জীবন তার নাহিক সংশয়।
অসন্তোষে যায় দিন অতীব ভীষণ,
ফাটকে আটক যথা পাপিজনগণ।
"সন্তুষ্টের সদা সুখ" বিজ্ঞের বচন।
অতএব কর সদা সে বাক্য পালন।

---

(১৪) নির্দ্দয়ের আজ্ঞাধীন বুদ্ধিমান জনে-
দেখিলে, পাষাণ গলে, না সহে পরাণে।

---

(১৫) সাংঘাতিক ক্ষত ভোগে যেই কষ্ট হায়,
অথবা যেজন অন্ধ দেখিতে না পায়,
এ সব লোকেরো আছে মহৎ ঔষধি
নির্ব্বোধ যে জন তার নাহি কোন বিধি!

যিশু খৃষ্ট।

---

(৪৬) যে জন আমার দোষ দেয় দেখাইয়া,
তার সম বন্ধু কোথা না পাই খুঁজিয়া।
হে প্রভো, হে দয়াময় সর্ব্বশক্তিমান,
সতত বিতর বিভু তাঁহার কল্যাণ॥
মহাত্মা সাদি।

---

(৪৭) যেজন করিতে পাবে শত্রুসহ শান্তি,
বাড়াইতে পারে সেই সকলের প্রীতি,
ঐহিকের সুখভোগে নিত্য সুখী সেই।
মহাকবি নীতি-বাক্য, সার জ্ঞান এই॥
মহাত্মা হাফেজ।

---

(৪৮) মূর্খ ধনী হতে, দীন বুদ্ধিমান কাছে,

সুফল লাভের আশা বহুতর আছে।

(৪৯) যেজন স্ত্রীলোক সহ সদা করে বাস,
কাজ করে স্ত্রীলোকের হয়ে আজ্ঞা-দাস।
স্ত্রীলোকের বাধ্য হয়ে চলে সর্ব্বক্ষণ,
বুদ্ধি বিপর্য্যয় তার ঘটে অনুক্ষণ।

---

(৫০) অন্যে দোষ অন্বেষণ করে যেই জন।
অন্যে কেন তার দোষ রাখিবে গোপন ?
চালনী বলিছে "সূচী ছিদ্র দেখা যায়,"
সূচী বলে "তব ছিদ্র গণাই যে দায়!!

(৫১) নির্ব্বোধ অজ্ঞান মূর্খ আপনার ত্রুটি.
বুঝিবারে নাহি পারে কখনো একটি।
উপদেশ দিলে তারে শুনে না কখন,
কালার বিদ্বেষ, মিষ্ট সঙ্গীতে যেমন।

---

(৫২) ভাবিয়া যে কথা বলে, সল্লোকের সঙ্গে চলে,
বন্ধুজনে প্রীতি চক্ষে হেরে।
সুধীরের উপদেশ— পূর্ণ যাব অন্তর্দ্দেশ ;
বুদ্ধিমান বলে লোকে তারে।

---

(৫৩) স্বার্থ ত্যাগী, পরমার্থপ্রিয় যেইজন,
পার্থিব চিন্তার বিষে দহে নহে না কখন ॥

---

(৫৪) বিবেক ভাবনা বুদ্ধি নাহি থাকে তথা।
বিলাস, গঞ্জিকা কিম্বা মদ্যালয় যথা ॥

---

(৫৫) ভবিষ্যতে লাভ নাই এতদ্বিধ কাজে,
অনর্থক অর্থব্যয় করে যেই জন।
সুচিন্তা ত্যজিয়ে সেই কুচিন্তায় মজে,
অমূল্য সময় করে বিফলে হরণ।

---

(৫৬) দেখাইতে সাধারণে শিক্ষার গরিমার,
নহে কভু জ্ঞান কিম্বা বিদ্যা শিক্ষা সীমা।
মূর্খতা আঁধার হতে উদ্ধারিতে মনে,

জ্ঞান বিদ্যা শিক্ষা সদা কর প্রাণপণে।
নির্ম্মল দর্পণে পড়ে প্রতিবিম্ব যথা।
শিক্ষাতেও দেখাযায় দোষ গুণ তথা।

---

(৫৭) যথাশক্তি-মত,
রক্ষা করি চিত্ত,
পরহিত ব্রত যেজন করে।
সেই নরবর,
বদান্যপ্রবর
বলি আত্মপর, সংসারে চরে।।
নামের আশায়,
সর্ব্বস্ব লুঠায়
বিষম দুঃখেতে, যেজন পড়ে।
আগে করি দান,
শেষে মাগে দান
হারায় সম্মান, যায় দ্বারে দ্বারে।

---

(৫৮) সর্ব্ববিধ নর-নারী দয়ার ভাজন,
বিশেষত অনাথ বালক বালাগণ।
কাঙ্গালিনী বিধবা বিশেষ দয়া পাত্রী,
এ সবে যে করে দয়া সেই স্বর্গ যাত্রী।
নিরাশ্রয়া দুঃখিনী বিধবা কোন নারী,
সষ্টাঙ্গ প্রণাম করি মাটির উপরি।
বলেছিল "ওহে নাথ দীন-দয়াময়।

মাদৃশ কাঙ্গালী জনে যার দয়া নয়।
তাহার রমণী যেন বিধবা হইয়া,
পাষাণ গলায় নিত্য কাঁদিয়া কাঁদি।

---

(২৯) বয়োজ্যেষ্ঠ জনপ্রতি ভক্তি প্রদর্শন,
স্নেহ বাক্যে কনিষ্ঠকে প্রিয় সম্ভাষণ ;
যে করে, সে পায় প্রীতি গুরু জন হতে।
কনিষ্ঠও ভক্তি তারে করে বিধিমতে॥

---

(৩০) অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে অহঙ্কৃত মন,
পায়না খুঁজিয়া কোথা তার সমজন।
মাৎসর্য্য কীটের দন্তে সদা পায় ব্যথা।
অন্তরে পুড়িয়া মরে নাহি কয় কথা।

---

(৩১) ঋণাস্ত্রে আহত নর সর্ব্বাঙ্গে ব্যথিত হে
শিরায় শিরায়,
দশেন্দ্রিয় পঞ্চ প্রাণ,
সদা তার আন্‌চান্।
কিরূপে শুধিবে ঋণ এই ভাবনায় হে
মস্তিষ্ক খোয়ায়।

---

(৩২) প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কারী ঘৃণার ভাজন হে
বিষকীটসম

যাইতে তাহার পাশে,
মনে বড় ভয় আসে,
কিজানি দাঁড়ায় শেষে ; অনলে পুড়িবে হে
মনোবিহঙ্গম ॥
দূরদর্শী জ্ঞানী যেই, প্রতিজ্ঞা পালনেহে
করে প্রাণপণ।
সংসারে তাঁহার নাম থাকে চিরদিন হে
গায় সর্ব্ব জন।
মরিয়া অমর যেই,
স্বর্গবাসী হয় সেই
মনের মন্দিরে তাঁরে সেবে সর্ব্ব জনে হে
প্রীতি পুষ্পদানে

---

(৩১) সন্তোষ ধীরতা বৃক্ষে ধরে যেই ফল হে
প্রথমেই কষা।
কিন্তু তাহা ক্রমে ক্রমে,
মিষ্ট হয় পরিণামে ;
তুলনার যোগ্য নহে সে মিষ্টের সনে হে
আশ্বিনের শশা।
অদূরদর্শিতা বৃক্ষ ব্যস্ততা লতায় হে হয়ে আচ্ছাদিত,
প্রদানে যে মিষ্ট ফল,
শেষে তাহা হলাহল।
হয়ে করে, মানবেরে বিষে জর্জ্জরিত হে
প্রাণের সহিত।

মনোদ্যানে যেই রোপে সন্তোষের তরুহে
অতি যতনে।
পরিণামে হয় সেই মানবের গুরু হে
উন্নত সম্মানে

---

(৩৪) সদাই কহিবে সত্য, প্রিয় বাক্য আব।
না কহিবে কভু সত্য অপ্রিয় ব্যভাব॥
"প্রিয়" মিথ্যা হলে নাহি বলিও কখন
সনাতন ধর্ম্ম ইহা রাখিও স্মরণ।

---

৩৫) প্রকৃতি নীচতা পূর্ণ হইয়াছে যার,
তাহ'তে প্রবল শত্রু আছে কি তাহার ?

---

(৩৬) হাসিলে মানব মনে আনন্দ উদয়,
অসময়ে হাসিলে ক্রন্দন তুল্য হয়।

---

(৩৭) অল্পলাভে যেই তুষ্ট সেই মহা সুখী।
অধিক আশায় লোভী সর্ব্বদাই দুখী।
সন্তোষ পরশ-মণি সহায়ে সুধীর·
সুখরত্ন লাভ করি, সদা থাকে স্থির।
অসন্তোষে প্রলুব্ধের অধিক যাতনা,
আশা বৈতরণী নদী নাহিক তুলনা।

---

(৩৮) উঠাইতে পারে নরে দু মণের মোট।
সহিবারে পারে গায় সে মো টর চোট।
কিন্তু নারে উঠাইতে নীচ সঙ্গ বোঝা।
সে বোঝা সহিতে নারে আত্মদেহ-রাজা।

---

(৩৯) যে কাজে করিতে তুমি ভাল বাস না।
অন্যকে করিতে তাহা কভু বলো না।
নীচ কাজে ঘৃণা যদি জনমে তোমার।
অন্যে ও করিবে ঘৃণা এই জেনো সার।

---

৪০) দারিদ্র্যে যে করে দান, সে প্রকৃত দাতা।
ক্রোধাগ্নি নিবায় যেই সেই ভয়-ত্রাতা।
সার্থক জীবন তার বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান,
বিষের বদলে করে মধু সম্প্রদান।
ফলবান বৃক্ষ যথা লোষ্ট্রাঘাত সয়ে,
সুফল প্রদান করে অবনত হয়ে।
সেরূপ প্রকৃত জ্ঞানী বিদ্বান সুজন,
কটুভাষী জনে বলে বিনম্র বচন।

---

৪১) অর্থরাশি হতে মান বহু উচ্চে পায় স্থান
সুদুর্লভ সম্মানিত কাছে।
সম্মান করিয়া ক্ষতি, হয় যদি লক্ষপতি,
নিন্দা তার চিরদিনই আছে।

---

(৪৩) যেজন রোগের ভয়ে স্বাদু খাদ্য তেয়াগিয়ে
লঙ্ঘন বা লঘু-খাদ্য খায়,
কি আশ্চর্য্য সেই জনে পরকাল ভাবি মনে,
পাপকার্য্য ত্যজিয়ে না চায়!

---

(৪৪) নীচ হতে নীচতম দেখেছ কোথায়?
গরবের অধিকার যাহার আত্মায়।
পাপ হ'তে নিয়ত বিরত থাকে যেই ;
পবিত্র পুণ্যের পথে যেতে পারে সেই।

---

(৪৬) আমাহতে বুদ্ধিমান নাহি কোন জন,
নিতান্ত নির্ব্বোধ ভিন্ন ভাবে কোন জন?
"আত্ম গুণ গায়কের যশ হয় কবে?
থাকুক যশের কথা ঘৃণে তায় সবে।
গাইত যদ্যপি শশী গুণ আপনার,
হ'ত কি সে তবে এত প্রিয় সবাকার।"

---

(৪৭) রসনা সযত রাখা সর্ব্বোত্তম কাজ,
অসংযত রসনায় কি না দেয় লাজ?
বিবাদ বিপদ কত নিয়ত ঘটায়।
গ্রীসীয় সুধীর নীতি পালিবে সদায়।

---

(৪৮) হিতৈষীর হিত করা একান্ত উচিত।
অসাধ্য হলেও তাহা না হয় দূষিত॥

কায়মনোবাক্যে সেথা বিনীত থাকিবে।
"কৃতজ্ঞতা ধর্ম্ম" এই নিশ্চয় জানিবে॥

---

(৪৯) পার্থিব প্রেমেতে মত্ত মোহান্ধ মানব হে,
সংসারে আসক্ত।
ভাবিতেছ প্রাণাধিক প্রিয় পরিজন হে,
ধন জন বিত্ত।
কিন্তু যবে আসিবেক বিচ্ছেদের দিন হে,
হবে ছাড়াছাড়ি।
পাষাণ গলিবে তব ক্রন্দনের রবে হে
দিবে গড়াগড়ি।
নশ্বর সংসারবাসি, কবাল কৃতান্ত আসি,
কাড়ি নিবে পঞ্চপ্রাণ, না জানি কখন হে
কিবা উপলক্ষে।
যশোকীর্ত্তি রাখে যেই, মরিয়া অমর সেই ;
তাঁর সম ভাগ্যবান্ জগতে দুর্লভ হে
প্রত্যক্ষ পরোক্ষে।

---

(৫০) এজগতে চিন্তামগ্ন দশ শ্রেণী লোক।
পরিণামে কেহ সুখী, কেহ করে শোক।
প্রথম চিন্তায় মগ্ন "অসন্তুষ্ট লোভী",
যত পায় তত চায় চিন্তে ভাবী ভাবী।
দ্বিতীয় চিন্তায় মগ্ন "বিলাসী সৌখিন"
সখের ভাবনা তার বাড়ে দিন দিন।

তৃতীয় চিন্তায় মগ্ন "প্রেমিক" যে জন।
বিচ্ছেদ বিভ্রমে সদা হয় জ্বালাতন।
চতুর্থ চিন্তায় মগ্ন "সুকবি বিদ্বান্"।
যাঁহার বর্ণনা গুণে হয় দিব্য জ্ঞান।
পঞ্চম চিন্তায় মগ্ন 'ধনলুব্ধ' জন।
যার বলে গৃহে লক্ষ্মী বাধিতে মনন।
ষষ্ঠ কষ্টে নিপতিত "চিন্তা মগ্ন" জন।
আয় অল্প, ব্যয় বেশী "কার কি এখন ?"
সপ্তম চিন্তায় মগ্ন "এক গুঁয়ে" জন।
নিজ মত চালাইতে চায় সর্ব্বক্ষণ॥
অষ্টম চিন্তায় মগ্ন মনুষ্য "আশায়।"
ঈশ্বরে নির্ভর নাই, মরে ভাবনায়॥
নবম "বিদ্বান" নিজে, মূর্খ প্রভু তার,
চালনা করিতে নারে নিজ ক্ষমতার॥
দশম চিন্তায় মগ্ন "চিররোগী জন।"
আহার বিহার কাজে নাহি চলে মন॥

(৭৯ শরতের মেঘ,
গরজে অশেষ,
বরষে না বিন্দু ধারা।
কিন্তু নীরবেতে
বরিষার মেঘ
শীতল করয়ে ধরা॥ ১৫০

সাধু সেই রূপ,
না কহি কথাটী,
করে সদা পরহিত ;
নীচ লোক যারা
অহরহঃ তারা
গেয়ে ফিরে আত্মগীত ॥

---

(৮০) পাষাণে পড়িলে বীজ বৃক্ষ নাহি হয়।
ভূমিতে পড়িলে কিন্তু হয় নিঃসংশয় ॥
ফল ফুলে সেই বৃক্ষ সকলের মন।
অহরহঃ রাখে সদা আনন্দে মগন ॥
সেইরূপ মানবের হৃদয় মাঝারে।
"বিনয় প্রভৃতি" বসে মহাশোভা ধরে'

---

(৮১) সবাকার মন সদা করে বিমোহন।
জিতেন্দ্রিয় হ'তে চেষ্টা যার অনুক্ষণ।

---

(৮২) বিদ্বানের বিদ্যা-ধন কার্য্যে পরিণত।
না করিলে, হয় তাঁর সব বিদ্যা হত।
বিদ্বান কার্য্যের গুণে পায় ভক্তি মান।
বিনা কার্য্য বিদ্বানেরে কে করে সম্মান ?
যেই জন বিদ্যা শিখে' সুকাজ না করে।
পুস্তকের ভার-বাহী পশু বলি তারে ॥

পশু হতে নরগণ যতদূর শ্রেষ্ঠ।
বাগ্মী হতে ধর্ম্মবীর ততই উৎকৃষ্ট ॥

---

(৮৩) বক্তৃতা চাটুতা দ্বারা মুগ্ধ করে নরে,
ঈর্ষানলে পোষে যেই হৃদি কারাগারে।
দিবা নিশি পোড়ে সেই তুষানল প্রায়,
মহাপাপ ঈর্ষা দোষে পরকাল খায়।
দর্পণ সদৃশ যাঁর নির্ম্মল হৃদয়।
ঈর্ষানলে কভু তাহা দগ্ধ নাহি হয়।

---

(৮৪) সত্য বাদী নরে, যদিও আদরে,
সকলে প্রশংসা করে।
সত্য বাক্য যদি, ঘোষে পরদোষ,
কেহ না আদরে তারে ॥
পরদোষ-গীতি বীর-ধর্ম্ম নয়।
মক্ষিকা-স্বভাব জানিবে নিশ্চয় ॥

---

(৮৫) শ্রেষ্ঠতা লভিতে যদি করহ মনন,
তৃণবৎ হেলা কারে করো না কখন।

---

(৮৬) পাপী ও ঈশ্বরে ভয় করে যেই জন,
ধর্ম্মধ্বজী জন হ'তে শ্রেষ্ঠ তিনি হ'ন।
পাপী ও করয়ে যদি জগদীশে ভয়,
বিড়াল-তপস্বী হ'তে সেও শ্রেষ্ঠ হয়।

(৮৭) নীচতম তৃণ হ'তে সুবিনীত হয়ে,
সহিষ্ণু তরুর ন্যায় শত দুঃখ সয়ে,
অপমান মান আদি দূরে ঠেলি পদে
অহরহঃ রত লগ্ন জগদীশ পদে ॥

(৮৮ মনই আচরে পাপ, লিপ্ত হয় নিশিদিন সেই পাতকেতে।
"তন্ময়" হইলে মন, পুণ্য কিম্বা পাপ তারে নারে পরশিতে ॥

---

(৮৯) অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন ওহে নরগণ,
আলস্যে সময় ধন করো না ক্ষেপণ।
সমস্যা সমুদ্রে তুমি হয়েছ পতিত,
সম্মুখে নরক স্বর্গ উভয় স্থাপিত।
চাও যদি, হ'তে পার স্বর্গের ঈশ্বর,
নতুবা ক্রিমির কীট নরক ভিতর !!

---

(৯০) সে সুখ ভোগেতে কভু করোনা মানস,
আশু প্রীতি-কর যার পরিণাম্ বিরস।
যাহার ভোগেতে হবে নরকে গমন,
সে সুখ ভোগেতে কভু করোনা যতন ॥

---

৯১) লোক পরিচয় কার্য্যে অভিজ্ঞতা যার,
দেশকালপাত্রভেদে উচিত ব্যভার।
নম্রতা শীলতা আদি গুণ আছে যার,
সর্ব্ব কার্য্যে অনিবার্য্য উন্নতি তাঁহার ॥